হাইকোর্টের জজ, ডিষ্ট্রিক্ট জজ, একাউণ্টেণ্ট জেনারেল, গভর্ণমেণ্ট
প্লীডার ও বহু জমিদারবর্গের পৃষ্ঠপোষিত ও উচ্চ
প্রশংসাপত্রপ্রাপ্ত

পণ্ডিত—

শ্রীবসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য জ্যোতির্ভূষণ
এফ, টি, এস, কর্ত্তৃক

সংগৃহীত ও প্রকাশিত

সামুদ্রিক-রহস্য

— বা —

ভাগ্য-পরীক্ষা।

(কপাল, হস্ত, পদ প্রভৃতির চিহ্ন সমূহের বিশেষ বিশেষ
বিবরণ-সমন্বিত গ্রন্থ)

প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড।

**Printed by Manmatha Nath Dass at the
UNION PRESS,
67-9, Balaram Dey's Street, Calcutta.**

অল-ইণ্ডিয়া এষ্ট্রোলজিকেল এণ্ড এষ্ট্রোনমিকেল সোসাইটী,
৩৭০ নং অপার চিৎপুর রোড, জোড়াসাঁকো, কলিকাতা।

১৩২৮ সন।

মূল্য ৸০ বার আনা, বাঁধাই ১৲ এক টাকা।

পণ্ডিত শ্রীবসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য জ্যোতির্ভূষণ।

জ্যোতিষ-গণনা কার্য্যালয়, জোড়াসাঁকো, কলিকাতা।

ভূমিকা।

জগন্মঙ্গলময় পরমেশ্বরের কৃপায় "সামুদ্রিক-রহস্য" প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। "সামুদ্রিক-রহস্যে হস্ত-চিহ্নাদির সংস্থান ও তাহাদিগের শুভাশুভ-নির্ণয়-বিষয়ে মানবজীবনের সাধারণ ফলের বিচারে নানাবিধ গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত সংস্কৃত শ্লোকগুলি, তৎসমূহের প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ এবং পদ্যানুবাদ প্রদত্ত হইল। এই সব রহস্য ও চিহ্ন-সংস্থানাদির প্রকৃতি-গত নিগূঢ়তত্ত্বের সংগ্রহে বহুযত্নে ও সদ্‌গুরুর সাহায্যে অদৃষ্টবাদ-সম্বন্ধে যেরূপ সামান্য মীমাংসায় উপনীত হওয়া গিয়াছে, সামুদ্রিক-রহস্যে তাহাই সন্নিবেশিত হইতেছে। মঙ্গল-ময় সৃষ্টিকৌশলে মানবের অদৃষ্টতত্ত্ব হস্তগত চিহ্ন দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া আমাদিগের অদৃষ্টফল সম্বন্ধে অগ্রে যে শুভাশুভ নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি? এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বই তাহা নিরূপণ করিবার একমাত্র উপায়। এই বিষয়ে একটু অনুধাবন করিলে, অল্পশিক্ষিতা মহিলা-গণ এবং সামান্য শিক্ষিত ব্যক্তিরাও অনায়াসে স্বীয় স্বীয় অদৃষ্টফল জানিতে পারিবেন এবং প্রত্যক্ষফল দর্শনে সকলেই আনন্দিত হইবেন ও সামুদ্রিক-শাস্ত্রে অধিকারী হইতে পারিবেন। এই বিষয়টি বিস্তৃতভাবে প্রচারিত করিয়া সাধারণের ঔৎসুক্য নিবারণ মানসে শীঘ্রই খণ্ড খণ্ডরূপে সামুদ্রিক-রহস্য প্রকাশ করিতে সচেষ্ট রহিলাম।

শ্রীবসন্তকুমার জ্যোতির্ভূষণ ভট্টাচার্য্য।

৩৭০নং অপার চিৎপুর রোড, জোড়াসাঁকো, কলিকাতা

সামুদ্রিক-রহস্য বা ভাগ্যপরীক্ষার

প্রথম খণ্ডের সূচীপত্র।

প্রথম খণ্ডের সূচীপত্র সমাপ্ত।

সামুদ্রিক রহস্য বা ভাগ্যপরীক্ষার

দ্বিতীয় খণ্ডের সূচীপত্র।

বিষয়,	পৃষ্ঠাঙ্ক,	শ্লোকাঙ্ক।
লক্ষ, কোটি ও শতকোটিপতি প্রভৃতি চিহ্ন	৬২	... ১১৬
কলহপ্রিয়া, কুটিলা, বিধবা ও দুঃখিনীর চিহ্ন	৬৩	... ১১৭-১১৮
অঙ্গুলী রেখায় স্বর্ণাঙ্গুরী লাভ ...	৬৪	... ১১৯
অঙ্গুলী চিহ্নে বহুলাভ ও রাজ্যাধিকার প্রাপ্তি	৬৪	... ১২০
রাজত্ব সূচক চিহ্ন	৬৫	... ১২১
হস্তের আকৃতি ও লক্ষণবিশেষ দ্বারা স্ত্রী ও পুরুষের শুভাশুভ	৬৫	... ১২২-১২
করপৃষ্ঠের চিহ্নদ্বারা স্ত্রীলোকের শুভাশুভ	৬৬	... ১২৪
স্থূল সূক্ষ্ম অঙ্গুলী বিশেষে মানবের শুভাশুভ	৬৭	... ১২৫
অঙ্গুষ্ঠ-চিহ্ন ও অঙ্গুলী পর্ব্বে বিশেষ সৌভাগ্য	৬৮	... ১২৬
ঘন, বিরলাঙ্গুলি ও রেখাবিশেষে সুখী দীর্ঘায়ু ও রাজা এবং ধনহীনতা	৬৯	... ১২৭
অঙ্গুষ্ঠের আকার বিশেষে মানব বিশেষ সুখী ও দুঃখী	৭০	... ১২৮
খর্ব্ব, কৃশ, দীর্ঘ ও ভগ্নাঙ্গুলী দ্বারা রমণীর অল্পায়ুঃ, সতীত্ব ও সুখ দুঃখ ...	৭০	... ১২৯
চেপ্‌টা ও পরস্পর-সংলগ্ন অঙ্গুলিদ্বারা রমণী দাসী, দরিদ্রা ও পতিঘ্নী ...	৭১	... ১৩০
অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা রমণীর সৌভাগ্য	৭২	... ১৩১
রমণীর অঙ্গুলী সকলের আকৃতিদ্বারা শুভ ও অশুভ	৭২	... ১৩২
খর্ব্ব, কৃশ, বক্র ও বিরল অঙ্গুলি পর্ব্বরেখা দ্বারা রমণী চিররোগিণী ও দুঃখভাগিনী	৭৩	... ১৩৩
রমণীর অঙ্গুলী রক্তবর্ণ পীতবর্ণাদি দ্বারা শুভ ও অশুভ	৭৪	... ১৩৪
অঙ্গুলীর নখের আকৃতিদ্বারা ক্লীব, দরিদ্র ও আর্ত্তিক	৭৫	... ১৩৫
করতল নিম্ন, সমান, অসমান প্রভৃতিদ্বারা বিত্ত-নাশক, ধনশালী, দাতা ...	৭৫	... ১৩৬

দ্বিতীয় খণ্ডের সূচীপত্র সমাপ্ত।

সামুদ্রিক রহস্য বা ভাগ্যপরীক্ষার

তৃতীয় খণ্ডের সূচীপত্র।

তৃতীয় খণ্ডের সূচীপত্র সমাপ্ত

চতুর্থ খণ্ডের সূচীপত্র সমাপ্ত।

সামুদ্রিক-রহস্য বা ভাগ্যপরীক্ষার

চতুর্থ খণ্ডের সূচীপত্র।

হস্ত চিহ্ন দ্বারা মানবের শুভাশুভ বিচার করিবার সহজ চিত্র।

উল্লিখিত আছে, তাহা জানিলে লোকে শোক-পরতন্ত্র হয় না। অর্থাৎ হস্তরেখার লক্ষণ দৃষ্টি করিয়া সুখ দুঃখ অবগত হইতে পারে ॥২

২। শিবোক্ত তন্ত্র সামুদ্র কররেখা ফল।
যা জানিলে সুখ দুঃখ বুঝিবে সকল।

জ্ঞানরেখা ও আয়ুরেখা।

৩। জ্ঞানরেখা প্রথমা চ অঙ্গুষ্ঠাদনুবর্ত্ততে।
মধ্যমা যা করে রেখা আয়ুরেখা অতঃপরম্ ॥

অঙ্গুষ্ঠের মূলদেশে অবস্থিত প্রথম রেখার নাম "জ্ঞানরেখা"; কনিষ্ঠার মূল হইতে মধ্যমার মূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত রেখাকে "আয়ুরেখা" কহে ॥৩

৩। অঙ্গুষ্ঠের মূলে যে যে রেখা যায় দেখা,
প্রথম রেখার নাম হয় "জ্ঞানরেখা";
কনিষ্ঠার মূলদেশ,
মধ্যমার মূলশেষ—
উভয় ব্যাপিয়া যেই রেখা দৃষ্ট হয়,
সামুদ্রিক শাস্ত্র তারে "আয়ুরেখা" কয় ॥

দীর্ঘায়ুরেখা।

৪। কনিষ্ঠাতর্জ্জনীং যাবদ্ রেখা ভবতি চাক্ষতা।
বিংশত্যব্দাধিকশতং নরো জীবত্যনাময়ঃ ॥

যাহার করতলে কনিষ্ঠার মূলদেশ হইতে তর্জ্জনীর মূলদেশ অতিক্রম করিয়া আয়ুরেখা অক্ষতভাবে বিদ্যমান থাকে, সে ব্যক্তি নীরোগ দেহে একশত কুড়ি বৎসর জীবিত থাকে ॥ ৪

৪। কনিষ্ঠার মূলদেশ হতে তর্জ্জনীর মূল
অতিক্রমি যায় যদি আয়ুরেখা সুবিপুল,
আর যদি অক্ষত সে রেখা থাকে বিদ্যমান,
একশত কুড়ি বর্ষ পরমায়ু করে দান ;
রোগহীন কলেবর লাভ করি সেই জন,
পরম সুখেতে করে লোকযাত্রা সমাপন ॥

৫। আয়ুষ্মতী ভবেদ্রেখা তর্জ্জনী-মূল-সংস্থিতা।
শতবর্ষং ভবেদায়ুঃ সুখমৃত্যুর্ন সংশয়ঃ ॥

যাহার হস্ততলে কনিষ্ঠার মূল হইতে তর্জ্জনীর মূল পর্য্যন্ত (বিস্তৃত অচ্ছিন্ন) রেখা থাকে, সে শত বৎসর জীবিত থাকে এবং তাহার সুখ-মৃত্যু হয় ॥ ৫

৫। কনিষ্ঠার মূল হ'তে মূল তর্জ্জনীর
ব্যাপিয়া যে রেখা রয়,
আয়ুষ্মতী" তারে কয়,
শতায়ু সুমৃত্যুপ্রদা জানিবে সুধীর ॥

৬। কনিষ্ঠিকামূলভবা রেখা কুর্য্যাচ্ছতায়ুষম্।
প্রদেশিনী-মধ্যমাভ্যামন্তরেণ গতা সতী ॥

যাহার করতলস্থ রেখা কনিষ্ঠার মূল হইতে উত্থিত হইয়া মধ্যমা ও তর্জ্জনীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত গমন করে, তাহার শত বর্ষ পরমায়ু হয় ॥ ৬

৬। কনিষ্ঠার মূল দেশ হ'তে উঠি যেই রেখা
মধ্যমা-তর্জ্জনী মধ্যভাগে গিয়া দেয় দেখা,
শতবর্ষ পরমায়ু প্রদানে সে সুনিশ্চয়,
সামুদ্রতন্ত্রের বাণী নিঃসংশয়ে ইহা কয় ॥

৭। তর্জ্জন্যা মধ্যমাঙ্গুল্যা আয়ুরেখা তু মধ্যতঃ।
সম্প্রাপ্তা যা ভবেচ্চৈব স জীবেচ্ছরদঃ শতম্॥

যদি আয়ুরেখা কনিষ্ঠার মূলদেশ হইতে মধ্যমা ও তর্জ্জনীর মূলের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকে, তবে আয়ু শতবর্ষ হয়॥ ৭

৭। কনিষ্ঠার মূল হ'তে মধ্যমা তর্জ্জনী
অঙ্গুলির মধ্যভাগ এই সীমা গণি,
যার করতলে রেখা রহে অবস্থিত,
তার পরমায়ু শতবর্ষ পরিমিত॥

৮। কনিষ্ঠা-মূল-রেখাতু কুর্য্যাচ্চৈব শতায়ুষম্।
অনামিকা-মধ্যমাভ্যামন্তরে সংযুতা সতী॥

কনিষ্ঠার মূলদেশ হইতে আরব্ধ হইয়া অনামিকা এবং মধ্যমার মধ্য ভাগে আয়ুরেখা সংযুক্ত থাকিলে, মানব শতায়ু হয়॥ ৮

৮। কনিষ্ঠার মূল হতে হয়ে প্রাদুর্ভূত
অনামা-মধ্যমা-মূলে যদ্যপি মিলিত,
যাহাদের আয়ুরেখা
করতলে যায় দেখা,
শতবর্ষ পরমায়ু তাহাদের হয়
সামুদ্রিক-বিশারদ বুধগণ কয়।

৯। কনিষ্ঠাঙ্গুলিদেশাত্তু রেখা গচ্ছতি তর্জ্জনীম্।
অবিচ্ছিন্না ভবেদ্‌যস্য শতমায়ুর্ব্বিনির্দ্দিশেৎ॥

যাহার করতলে কনিষ্ঠার মূল হইতে তর্জ্জনীমূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত রেখা থাকে, এবং উহা অবিচ্ছিন্ন হয়, তবে তাহার আয়ু শত বর্ষ হইবে ॥ ৯

৯। কনিষ্ঠার মূল হতে যাবৎ তর্জ্জনীর মূল
বিস্তৃত যে রেখা, উহা দেখিয়া বুঝিবে স্থূল,—
যদি কোন স্থানে নাহি ছেদ থাকে সে রেখার,
পূর্ণ শতবর্ষব্যাপী পরমায়ু হবে তার ॥

১০। প্রদেশিনীগতা রেখা কনিষ্ঠামূলগামিনী।
শতায়ুষঞ্চ কুরুতে ছিন্নয়া তরুতো ভয়ম্ ॥

যাহার করতলে কনিষ্ঠার মূলদেশ হইতে তর্জ্জনীর মূল পর্য্যন্ত রেখা বিস্তৃত থাকে, তাহার পরমায়ু শতবর্ষ হয়; কিন্তু যদি ঐ রেখা খণ্ডিত হয়, তবে বৃক্ষ হইতে পতনের আশঙ্কা থাকে ॥ ১০

১০। কনিষ্ঠার মূল হতে তর্জ্জনীর মূল
ব্যাপিয়া থাকয়ে রেখা যাহার বিপুল,
শতায়ু হইবে সেই নাহিক সংশয়,
রেখা ছিন্ন হ'লে কিন্তু তরু হ'তে ভয় ॥

১১। কনিষ্ঠামধ্যমাং যাবদ্রেখা ভবতি চাক্ষতা।
শতাব্দং চাথবাশীতিং নরো জীবেন্ন সংশয়ঃ ॥

যদি আয়ুরেখা কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূলের নিম্ন হইতে মধ্যমাঙ্গুলির মূল পর্য্যন্ত গমন করিয়া মিলিত হয়, তাহা হইলে (এবং কোন স্থান ছিন্ন না হইলে) এক শত বা অশীতি বৎসর পরমায়ু হয় ॥ ১১

১১। কনিষ্ঠার মূল হ'তে মূল মধ্যমার
পর্য্যন্ত অক্ষত রেখা,
হস্তে যার যায় দেখা,
অশীতি বা শতবর্ষ পরমায়ু তার ॥

শতায়ু ও রাজযোগ।

১২। যস্যোত্তীর্ণকনিষ্ঠা চ তর্জ্জনী-মধ্যমা সমা।
কনিষ্ঠায়াং শতায়ুঃ স্যাৎ তর্জ্জন্যাং ভূপতি র্ভবেৎ ॥

যাহার করতলে কনিষ্ঠার মূল হইতে মধ্যমার মূলদেশ পর্য্যন্ত প্রসারিত রেখা থাকে, তাহার পরমায়ু শতবর্ষ হয়; আর যাহার কনিষ্ঠার মূল হইতে তর্জ্জনীমূল পর্য্যন্ত রেখা থাকে, সে রাজা হয় ॥ ১২

১২। কনিষ্ঠার মূল হ'তে মধ্যমার মূলে যার
প্রসারিত রেখা থাকে, শতবর্ষ আয়ু তার।
আরম্ভি কনিষ্ঠামূল
যাবৎ তর্জ্জনীমূল
থাকিলে বিস্তৃত রেখা, সেই নর পুণ্যবান্
ধরণীর অধিপতি হবে, ইথে নাহি আন ॥

দীর্ঘায়ু ও পরদেশ-বাস।

১৩। পাণৌ যেষামূর্দ্ধরেখা কনিষ্ঠামূলসংস্থিতা।
তে নরাঃ পরদেশেষু শতমায়ুর্লভন্তি বৈ ॥

যাহার হস্ততলে ঊর্দ্ধরেখা কনিষ্ঠার মূল যাবৎ অঙ্কিত থাকে, সে এক শত বৎসর জীবিত থাকে ও বিদেশবাসী হয়॥ ১৩

১৩। কনিষ্ঠা মূল পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধরেখা যার
শতবর্ষ আয়ু,—বাস পরদেশে তার॥

১৪। কনিষ্ঠাঙ্গুলিমূলাদ্ যা রেখা গচ্ছতি মধ্যমাম্।
অবিচ্ছিন্না ভবেদ্ যস্যাশীতিং তস্য বিনির্দ্দিশেৎ॥

কনিষ্ঠার মূল হইতে মধ্যমার মূলপর্য্যন্ত যাঁহার হস্তে অবিচ্ছিন্ন রেখা দৃষ্ট হয়, তাহার আয়ু অশীতি (৮০) বৎসর হয়॥ ১৪

১৪। হইতে কনিষ্ঠা মূল যাবৎ মধ্যমা মূল
অবিচ্ছিন্ন রেখা যার করতলে রয়,
অশীতি বৎসর তার পরমায়ু হয়॥

মধ্যমায়ু-রেখা।

১৫। কনিষ্ঠাং হি সমাশ্রিত্য মধ্যমায়ামুপাগতা।
ষষ্টিবর্ষায়ুষং কুর্য্যাদায়ুরেখা ন সংশয়ঃ॥

যদি করতলে কনিষ্ঠার মূল হইতে মধ্যমার মূল পর্য্যন্ত রেখা বিদ্যমান থাকে, তবে পরমায়ু নিশ্চয়ই ষষ্টি ৬০ বর্ষ হয়॥ ১৫

১৫। আরম্ভি কনিষ্ঠামূল যাবৎ মধ্যমা-মূল
যদি করতলে রেখা থাকয়ে অঙ্কিত,
ষষ্টিবর্ষ পরমায়ু তাহ'লে নিশ্চিত॥

১৬। কনিষ্ঠানামিকায়াং চেদ্ রেখা ভবতি চাক্ষতা।
ষষ্টিং পঞ্চাশদব্দং বা নরা জীবন্ত্যসংশয়ঃ॥

যদি আয়ুরেখা কনিষ্ঠার মূলদেশ হইতে অনামিকামূলের শেষ পর্য্যন্ত গমন করে এবং উহা অবিচ্ছিন্ন হয়, তবে ৬০ বা ৫০ বৎসর পরমায়ু হয়, ইহাতে সংশয় নাই॥১৬

১৬। কনিষ্ঠার মূল হতে যদি আয়ুরেখা,
অনামিকামূল-শেষাবধি যায় দেখা,
আর অবিচ্ছিন্নভাবে রহে বর্ত্তমান,
পঞ্চাশ বা ষষ্টিবর্ষ আয়ু-পরিমাণ॥

১৭। আয়ুর্ব্বলং ভবেদ্রেখানামিকামূল-সংস্থিতা।
ত্রিদশং বা ত্রিষষ্টিং বা আয়ুর্ব্বল-বিনাশনম্॥

আয়ুরেখা কনিষ্ঠার মূল হইতে অনামিকা পর্য্যন্ত থাকিলে, ত্রিশ কিংবা ত্রিষষ্টি ৬৩ বৎসর পরমায়ু হয়; পরন্তু সে অতিশয় দুর্ব্বল হয়॥ ১৭

১৭। আয়ুরেখা-মূল দেশ হ'তে কনিষ্ঠার
অনামিকা-মূলপ্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তার,
করে যার দৃষ্ট হয়,
দুর্ব্বল সে অতিশয়
ত্রিশ বা ত্রিষষ্টিবর্ষ পরমায়ু তার॥*

১৮। কনিষ্ঠাঙ্গুলি-মূলেতু রেখা গচ্ছত্যনামিকাম্।
অবিচ্ছিন্না ভবেদ্যস্য চত্বারিংশৎ স জীবতি॥

---

* খণ্ডিত যদ্যপি রেখা, ত্রিশবর্ষ আয়ু ভবে।
অখণ্ডিত রেখা যদি ত্রিষষ্টি বৎসর হবে॥

কনিষ্ঠার মূল দেশ হইতে অনামিকার মূল পর্য্যন্ত যে রেখা গমন করে, তাহা যদি অবিচ্ছিন্ন হয়, তবে মানবের আয়ুঃ চত্বারিংশৎ (৪০) বৎসর হইয়া থাকে ॥১৮

১৭। আরম্ভি কনিষ্ঠা-মূল যাবৎ অনামা-মূল
অবিচ্ছিন্ন রেখা যার রহে বিদ্যমান,
চল্লিশ বৎসর তার আয়ু-পরিমাণ ॥

অল্পায়ুঃরেখা।

১৯। মধ্যমা-মূলপর্য্যন্তমায়ুরেখা চ দৃশ্যতে।
চতুর্দ্দশ-চতুর্ব্বিংশত্যায়ুর্ব্বলবিনাশনী ॥

করতলে মধ্যমার মূল পর্য্যন্ত আয়ুরেখা বিস্তৃত থাকিলে, সেই ব্যক্তি অষ্টত্রিংশদ্ বৎসর জীবিত থাকে এবং তাহার বল নষ্ট হয় ॥১৯

১৯। কনিষ্ঠার মূল হ'তে আয়ুরেখা যার
অনামিকা মূল প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তার,
থাকে যার, সেই নর
শক্তিহীন কলেবর,
অষ্টত্রিংশ বর্ষ তার পরমায়ু হয়,
সামুদ্রিক-বিশারদ বুধগণ কয় ॥

মধ্যায়ু ও সৌভাগ্য-রেখা।

২০। অঙ্গুষ্ঠস্থাপ্যূর্দ্ধ্বরেখা বর্ত্ততে নৃপতিঃ শুভা।
সেনাপতি র্ধনেশশ্চ মধ্যমায়ুর্নরো ভবেৎ ॥

যাহার অঙ্গুষ্ঠের উপরে শুভ লক্ষণ বিশিষ্ট ঊর্দ্ধগামী রেখা দৃষ্ট হয়,সে ব্যক্তি রাজা, সেনাপতি বা প্রচুর ধনশালী হয়। পরন্তু সে মধ্যমায়ুবিশিষ্ট হইয়া থাকে অর্থাৎ ৬০ বর্ষের অধিক আয়ু লাভ করে না॥২০

২০। অঙ্গুষ্ঠ উপরিভাগে শুভ উর্দ্ধরেখা,
করতলে যদ্যপি কাহারো যায় দেখা,
সে হইবে নরপতি কিংবা সেনাপতি,
অথবা বিভবশালী যথা ধনপতি ;
পরন্তু মধ্যম আয়ু লভিবে সেজন,
অনধিক ষষ্টি বর্ষ আয়ুর গণন॥

অত্যল্পায়ুরেখা।

২১। কনিষ্ঠাঙ্গুলি-দেশেতু রেখা গচ্ছতি নান্যতঃ।
অচ্ছিন্না বিরলা চৈব বিংশত্যায়ুর্বিনির্দ্দিশেৎ॥

যাহার করতলে কনিষ্ঠার মূলদেশস্থিত রেখা অন্য কোন দিকে না যায়, আর ঐ রেখা যদি অবিচ্ছিন্না ও বিরলা হয়, তবে তাহার আয়ু বিংশতি বৎসর হয়॥২১

২১। কনিষ্ঠার মূলদেশে যে রেখা করে গমন,
যদি অন্যদিকে তার নাহি হয় প্রসারণ,
অথচ সে রেখা হয় অচ্ছিন্না বিরলা যার,
বিংশতি বৎসরব্যাপী পরমায়ু হয় তার॥

২২। কনিষ্ঠাঙ্গুলিমধ্যস্থা রেখা চেদবতিষ্ঠতি।
ঊর্দ্ধচ্ছিন্না ভবেদ্ যস্য বিংশত্যায়ুর্বিনির্দ্দিশেৎ॥

যাহার করতলে কনিষ্ঠাঙ্গুলির মধ্যস্থিত রেখার ঊর্দ্ধভাগ ছিন্ন থাকে, তাহার পরমায়ু বিংশতি বৎসর মাত্র হয়॥২২

২১। কনিষ্ঠা অঙ্গুলি মাঝে যেই রেখা রয়,
সে রেখার ঊর্দ্ধভাগ যদি ছিন্ন হয়,
বিংশতি বৎসর আয়ু তা হ'লে নিশ্চয়
সামুদ্রিক বাক্য ইথে নাহিক সংশয়॥

অত্যল্পায়ু ও সুখদুঃখভাগী।

২৩। অনামিকা-পূর্ব্বমূলে কনিষ্ঠাদিক্রমেণ তৎ।
আয়ুষং দশবর্ষাণি সামুদ্রবচনং যথা॥

কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূল হইতে অনামিকার মূলের পূর্ব্বভাগ পর্য্যন্ত আয়ুরেখা থাকিলে, দশ বৎসর মাত্র পরমায়ু হয়॥২৩

২৩। কনিষ্ঠার মূল হতে আয়ু রেখা যার
অনামা-মূলের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিস্তার,
তার আয়ুষ্কাল দশবর্ষ মাত্র হয়
সামুদ্রিকশাস্ত্র-বাক্য, নাহিক সংশয়॥

২৪। আয়ুর্হীনং যথা স্বল্পং বহুদীর্ঘঞ্চ দৃশ্যতে।
তে নরাঃ সুখদুঃখেন চাল্পমৃত্যুর্ন সংশয়ঃ॥

যাহাদের করতলে আয়ুরেখা স্বল্পরূপে অঙ্কিত থাকে, তাহারা অল্পজীবী হয়; যাহাদের হস্তে তাদৃশ আয়ুরেখা বহু বিস্তৃতরূপে দৃষ্ট হয়, তাহারা সুখ-দুঃখভাগী হইয়া অল্পকাল বাঁচিয়া থাকে—ইহাতে সন্দেহ নাই ॥২৪

২৪। আয়ুরেখা স্বল্পাঙ্কিত যাহাদের করতলে,
তাহারা অত্যল্পজীবী হয় এই ভূমণ্ডলে।
যদ্যপি তাদৃশ রেখা,
সুবিস্তৃত যায় দেখা,
স্বল্প আয়ু লয়ে তারা সুখদুঃখভাগী হয়,
সামুদ্রিকতন্ত্র-বাণী, ইথে নাহিক সংশয় ॥

অল্পায়ুরেখা ও বহুপুত্রকন্যালাভ।

২৫। ঊনা ঊনায়ুষং কুর্য্যাদ্ রেখাশ্চাঙ্গুষ্ঠমূলগাঃ।
বৃহত্যঃ পুত্রাস্তাঃ ক্ষীণাঃ প্রমদাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥

অঙ্গুষ্ঠের মূলগামী রেখাগুলি যদি ক্ষুদ্র হয়, তবে আয়ু অল্প হইবে; আর বৃহৎ হইলে বহু পুত্র জন্মিবে; ক্ষীণ হইলে অনেক কন্যা জন্মিবে ॥২৫

২৫। অঙ্গুষ্ঠের মূলদেশগামী যে যে রেখা রয়,
সেগুলি হইলে ক্ষুদ্র পরমায়ু অল্প হয়;
পরন্তু যদ্যপি সেইগুলি হয় স্থূলাকার,
বহু পুত্র হবে, ক্ষীণে জন্ম বহু তনয়ার ॥

অল্পায়ু এবং অপমৃত্যু।

২৬। রেখয়া ভিদ্যতে রেখা স্বল্পায়ুশ্চ ভবেন্নরঃ।
যৎসংখ্যা ভিদ্যতে রেখা অপমৃত্যুশ্চ তদ্ভবেৎ ॥

যাহার আয়ুরেখা কোন ক্ষুদ্র রেখা দ্বারা খণ্ডিত হয়, তাহার আয়ু অল্প হয় ; কিন্তু ঐ রেখা বহু রেখা দ্বারা খণ্ডিত হইলে অপমৃত্যু ঘটে ॥ ২৬

২৬। যদি কোন ক্ষুদ্র রেখা করয়ে খণ্ডন
আয়ুরেখা কারো, সেই অল্পায়ু গণন ;
যদি বহু ক্ষুদ্ররেখা কাটে কারো আয়ুরেখা,
অপমৃত্যু ঘটিবেক তাহার নিশ্চয়.
সামুদ্রিকবাণী ইহা, অন্যথা না হয় ॥

দীর্ঘায়ু ও ঐশ্বর্য্যযোগ-চিহ্ন।

২৭। অঙ্কুশং কুলিশং ছত্রং যস্য পাণিতলে ভবেৎ।
তস্যৈশ্বর্য্যং বিনির্দ্দিষ্টমশীত্যায়ুর্ভবেদ্ ধ্রুবম্।
পুত্রং প্রসূয়তে নারী নরেন্দ্রং লভতে পতিম্ ॥

যাহার করতলে অঙ্কুশ, বজ্র বা ছত্রচিহ্ন থাকে, সেই ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যশালী হয় এবং ৮০ বৎসর আয়ু লাভ করে। নারীর করতলে ঐ সকল চিহ্ন থাকিলে, সে রাজা পতি লাভ করে এবং রাজপুত্র প্রসব করে ॥২৭

২৭। অঙ্কুশ কুলিশ ছত্র যার পাণিতলে রয়,
অশীতি বৎসর তার পরমায়ু সুনিশ্চয় ;
মহৈশ্বর্য্য লাভ করে সেই ভাগ্যবান্ নরে।
যদি রমণীর করে এ সকল চিহ্ন রয়,
নরেন্দ্র-মহিষী সেই, রাজার জননী হয় ॥

২৮। ধনুর্যস্য ভবেৎ পাণৌ পঙ্কজং বাথ তোরণম্।
তস্যৈশ্বর্য্যঞ্চ রাজ্যঞ্চ অশীত্যায়ুর্ভবেদ্ ধ্রুবম্॥

যাহার করতলে ধনুঃ, পদ্ম অথবা তোরণের ন্যায় চিহ্ন থাকে, সে ব্যক্তি রাজ্যলাভ করে এবং ঐশ্বর্য্যশালী হয়; আর আয়ু ৮০ বৎসর হয়॥২৮

২৮। শরাসন, শতদল, অথবা তোরণ,
করতলে রহে যার, সেই মহাজন;
অতুল ঐশ্বর্য্য, রাজ্য, লাভ তার হয়
অশীতি বৎসর আয়ু হইবে নিশ্চয়॥

ঊর্দ্ধরেখা-চিহ্ন।

২৯। গত্বা পাণিতলে যাচ সোর্দ্ধরেখা স্মৃতা বুধৈঃ।
স্ত্রীণাং পুংসাং তথা চৈব রাজ্যায় চ সুখায় চ।
পুত্রপৌত্রাদিসম্পন্না চোর্দ্ধরেখা শুভপ্রদা॥

যে রেখা মণিবন্ধ হইতে উত্থিত হইয়া করতলের মধ্য ভাগ দিয়া উর্দ্ধ-ভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকে, বুধগণ তাহাকে "উর্দ্ধরেখা" বলেন। রমণী বা পুরুষ, যাহারই করে এই শুভপ্রদ রেখা থাকিবে, সেই রাজ্যভাগী ও সুখভোগী হইবে। এই উর্দ্ধরেখা পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে মানবের বংশবর্দ্ধন করিয়া থাকে॥২৯

২৯। মণিবন্ধ হ'তে হয়ে আবির্ভূত যেই রেখা,
করতল মধ্য দিয়া উর্দ্ধমুখে যায় দেখা,

তারে "উর্দ্ধরেখা" কয় সামুদ্রিক বুধগণ,
পরম সৌভাগ্যপ্রদ এই রেখা সুলক্ষণ ;
নারী বা পুরুষ যার করে এই রেখা রয়,
রাজ্যভাগী সুখভোগী সেই জন অসংশয় ;
এই উর্দ্ধরেখা-বলে ভাগ্যবান্ জনগণ,
পুত্রপৌত্র লয়ে সর্ব্বসুখের ভাজন হন ॥

বচনান্তর—

৩০। করমধ্যগতা রেখা ধ্রুবা উর্দ্ধং তরেদ্ যদি।
নৃপো বা নৃপতুল্যো বা চিরং খ্যাতোঽর্থবান্ ভবেৎ ॥

মণিবন্ধ হইতে উত্থিত হইয়া করতলের উর্দ্ধ পর্য্যন্ত যে রেখা গমন করে, তাহার নাম "উর্দ্ধরেখা"। যাঁহার করতলে এই রেখা থাকে, তিনি রাজা বা রাজতুল্য ঐশ্বর্য্যশালী হইবেন এবং চিরবিখ্যাত ও ধনবান্ হইবেন ॥৩০

৩০। মণিবন্ধ হ'তে যাহা হইয়া উত্থিত
করতল উর্দ্ধভাগে হয় উপনীত,
উর্দ্ধরেখা তার নাম,
সকল কল্যাণ-ধাম
থাকিলে এ রেখা করে রাজা হয় নর,
অথবা নৃপতি তুল্য ঐশ্বর্য্য-আকর ;
মহাধনবান্ হয় সেই মহাজন
তার যশে পূর্ণ হয় নিখিল ভুবন ॥

উদ্ধ্বরেখায় সর্ব্ববিধ সুখ।

৩১। মধ্যমামূলপর্য্যন্তমূর্দ্ধরেখাচ দৃশ্যতে।
পুত্রপৌত্রাদিসম্পন্নো ধনবান্ স সুখী নরঃ ॥

যে ব্যক্তির হস্ততলে উর্দ্ধরেখা মধ্যমার মূল যাবৎ দেখা যায়, সে পুত্র পৌত্রাদি সম্পন্ন এবং ধনবান্ ও সুখী হয় ॥৩১

৩১। মূলদেশে মধ্যমার
উর্দ্ধরেখা মিলে যার,
পুত্রপৌত্র আদি সহ সুখ, মান, ধন
লভিয়া সে সুখে করে জীবন যাপন ॥

কার্য্যসিদ্ধি, ধনাঢ্যতা ও বহুপুত্র লাভ।

৩২। যস্য মীনসমা রেখা কর্ম্মসিদ্ধিশ্চ জায়তে।
ধনাঢ্যশ্চ স বিজ্ঞেয়ো বহুপুত্রো ন সংশয়ঃ ॥

যে পুরুষের করতলে (প্রথমে এবং মধ্যে) মীন সম অর্থাৎ মৎস্যাকার রেখা থাকে, সে ব্যক্তি এজগতে যে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহাই সুসম্পন্ন হইবে এবং তিনি ধনবান্ ও পুত্রবান্ হইয়া সুখ-স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারিবেন ॥ ৩২

৩২। কর্ম্ম সিদ্ধি ধনাঢ্যতা বহুপুত্রবান্।
মীনরেখা করে নরে ইথে নাহি আন ॥

মৎস্যপুচ্ছ চিহ্নে ধনবিদ্যাদি লাভ।

৩৩। মৎস্যপুচ্ছপ্রকীর্ণেন বিদ্যাবিত্ত-সমন্বিতঃ।
পিতুঃ পিতামহাদীনাং ধনং স লভতে নরঃ।
পিতামহস্য বা কিঞ্চিদ্ধনঞ্চ লভতে ধ্রুবম্॥

যাহার করতলে মৎস্যপুচ্ছবৎ চিহ্ন থাকে, সে ব্যক্তি বিদ্বান্ ও ধনশালী হয় এবং পিতৃধন ও পিতামহাদির ধনপ্রাপ্ত হয়; কিংবা সে নিশ্চয়ই পিতামহের কিঞ্চিৎ ধনও লাভ করে॥ ৩৩

৩৩। মীনপুচ্ছ চিহ্ন যার থাকে করতলে,
বিদ্বান্ ও ধনী সেই হবে ভাগ্যবলে;
পিতৃধন আর পিতামহাদির ধন,
পাইবেক যথাকালে নিশ্চয় সে জন;
অথবা কিঞ্চিৎ ধন পিতামহ হ'তে
লভিবে সেজন, সামুদ্রিক শাস্ত্রমতে॥

ধর্ম্মহীন-রাজদূত-রেখা।

৩৪। তর্জ্জনীমূলপর্য্যন্তমূর্দ্ধরেখাচ দৃশ্যতে।
রাজদূতো ভবেৎ তস্য ধর্ম্মনাশো হি জায়তে॥

যে ব্যক্তির করতলে ঊর্দ্ধরেখা তর্জ্জনীর মূলদেশ পর্য্যন্ত থাকে, সে রাজদূত হয়, কিন্তু ধার্ম্মিক হয় না॥৩৪

৩৪। তর্জ্জনী মূল পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধরেখা যার।
রাজদূত সেই, কিন্তু ধর্ম্মনাশ তার॥

শক্তি-তোমরাদি চিহ্নে রাজ্যলাভ।

৩৫। শক্তি-তোমর-বাণশ্চেৎ করমধ্যে প্রদৃশ্যতে।
রথচক্র-ধ্বজাকারং সচ রাজ্যং লভেন্নরঃ॥

যদি কোন ব্যক্তির হস্তে শক্তির (অর্থাৎ যষ্টি নামক অস্ত্র বিশেষের) চিহ্ন অথবা তোমরের (অস্ত্রবিশেষের) চিহ্ন থাকে, কিংবা বাণের অর্থাৎ তীরের চিহ্ন থাকে, তবে সেই ব্যক্তি রাজ্য লাভ করিবে এবং রথচক্র ও ধ্বজের চিহ্ন থাকিলেও রাজ্য লাভ করিবে॥৩৫

৩৫। শক্তি ও তোমর, বাণ, রথচক্র, ধ্বজা।
থাকে যদি নরহাতে, হয় সেই রাজা॥

অঙ্কুশাদি চিহ্নে সাম্রাজ্য লাভ।

৩৬। অঙ্কুশং কুণ্ডলং ছত্রং যস্য হস্ততলে ভবেৎ।
তস্য রাজ্যং মহাশ্রেষ্ঠং সামুদ্রবচনং যথা॥

যদি কোন লোকের হস্তে অঙ্কুশ কিংবা কুণ্ডলের চিহ্ন থাকে, অথবা ছত্রের চিহ্ন থাকে, * তবে সেই ব্যক্তি মহারাজচক্রবর্ত্তী হইয়া সাম্রাজ্য লাভ করিবে, সন্দেহ নাই॥৩৬

৩৬। অঙ্কুশ, কুণ্ডল, ছত্র, যার হাতে রয়।
সে হবে সম্রাট্ তাতে নাহিক সংশয়॥

---

* কিন্তু উক্ত তিনপ্রকার রেখাই থাকিলে পূর্ব্বোক্তরূপ ফলভোগী হইবে। নতুবা সম্পূর্ণ ফললাভ হইবে না। প্রাগুক্ত দুইটি চিহ্ন থাকিলে রাজার ন্যায় ঐশ্বর্য্য ভোগ করিবে; একটি চিহ্ন থাকিলে সামান্য সম্পত্তি ভোগ করিবে,—ক্ষীরসমুদ্রবাসী ভগবান্ নারায়ণের এই বচন; ইহাতে সন্দেহ নাই।

পর্ব্বতাদি চিহ্নে রাজমন্ত্রী।

৩৭। গিরি-কঙ্কণ-যোনীনাং নরমুণ্ডঘটস্য চ।
করে বৈ যস্য চিহ্নানি রাজমন্ত্রী ভবেন্নরঃ ॥

যাহার হস্তে পর্ব্বত, কঙ্কণ, যোনি, নরমুণ্ড, কিংবা ঘটের চিহ্ন থাকে, সে ব্যক্তি রাজমন্ত্রী হয় ॥৩৭

৩৭। পর্ব্বত, কঙ্কণ, যোনি, ঘট, নরমাথা।
থাকে যদি হাতে কার,
সংশয় নাহিক তার,
হবে সেই রাজমন্ত্রী জানিও সর্ব্বথা ॥

চন্দ্রসূর্য্যাদি চিহ্নে সুখী।

৩৮। সূর্য্য-চন্দ্র-লতা-নেত্রমষ্টকোণ-ত্রিকোণকম্।
মন্দিরাশ্ব-গজেন্দ্রাণাং চিহ্নং স্যাৎ স সুখী নরঃ ॥

যদি কোন ব্যক্তির করতলে সূর্য্য, চন্দ্র, লতা, চক্ষু, অষ্টকোণ, ত্রিকোণ, মন্দির, ঘোটক বা গজেন্দ্রের চিহ্ন থাকে, তাহা হইলে সেই মনুষ্য সুখী হইবে ॥৩৮

৩৮। চন্দ্র, সূর্য্য, লতা, নেত্র, ত্রিকোণাষ্টকোণ,
গজাশ্ব মন্দির আর,
থাকে হাতে চিহ্ন যার,
সে জন হইবে সুখী শাস্ত্রের বচন ॥

যবচিহ্নে সুখী ও ভোগী।

৩৯। অঙ্গুষ্ঠস্যোর্দ্ধভাগস্থো যবো যস্য বিরাজতে।
উৎপন্নাবধি ভোগী স্যাৎ স নরঃ সেবতে সুখম্॥

যাহার বৃদ্ধাঙ্গুলির উপরিভাগে "যব" রেখা আছে, সেই ব্যক্তি জন্মাবধি ভোগী ও সুখী হয়॥৩৯

৩৯। অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগে যব চিহ্ন রয়।
জন্মাবধি ভোগী সুখী সেই জন হয়॥

মধ্যমা ও তর্জ্জনীমূলে যবচিহ্নে সর্ব্ববিধসুখী।

৪০। মধ্যমা-তর্জ্জনী-মূলে যবো যস্য চ দৃশ্যতে।
ধনবান্ সুখভোগী স্যাৎ পুত্রদার-গৃহাদিমান্॥

যাহার মধ্যমা কিংবা তর্জ্জনীর মূলদেশে যব-রেখা দেখিতে পাওয়া যায়, সেই ব্যক্তি ধনবান্, সুখভোগী ও পুত্র-ভার্য্যা-গৃহাদি সম্পন্ন হয়॥৪০

৪০। মধ্যমা অথবা যদি মূলে তর্জ্জনীর,
যবচিহ্ন যার রয়,
সুখী ভোগী সেই হয়,
ভার্য্যা পুত্র গৃহ ধনে সম্পন্ন সুস্থির॥

হস্তে তুলাদি-চিহ্নে বাণিজ্য।

৪১। তুলা গ্রামং তথা বজ্রং করমধ্যেচ দৃশ্যতে।
তস্য বাণিজ্যসিদ্ধিঃ স্যাৎ পুরুষস্য ন সংশয়ঃ॥

যাহার হস্তরেখার মধ্যে তুলা (অর্থাৎ তৌল করিবার দণ্ড বিশেষ) এবং গ্রাম বা নগরের সদৃশ চতুষ্কোণ চিহ্ন, অথবা বজ্রের ন্যায় কোন চিহ্ন থাকে, সে ব্যক্তি এই সংসারে যে প্রকার ব্যবসায় অবলম্বন করিবে, তাহাই সুসম্পন্ন হইবে, এবিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই ॥৪১

৪১। তুলাদণ্ড, গ্রাম, বজ্র, করে আছে যার।
বাণিজ্যেতে সিদ্ধিলাভ হইবে তাহার ॥

পদ্ম, ধনুঃপ্রভৃতি চিহ্নে ধনী ও সুখী।

৪২। পদ্ম-চাপাদি খড়্গাঞ্চ অষ্টকোণাদি দৃশ্যতে।
স্ত্রিয়াশ্চ পুরুষস্যাপি ধনবান্ স সুখী নরঃ ॥

যাহার হস্তমধ্যে পদ্মের কিংবা ধনুকের ন্যায় চিহ্ন অথবা খড়্গা বা কোনরূপ অষ্টকোণ প্রভৃতি চিহ্ন থাকে, পুরুষই হউক বা নারীই হউক, সে নিশ্চয়ই ধনবান্ এবং সুখী হইবে* ॥৪২

৪২। খড়্গা, ধনু, অষ্টকোণ, পদ্মচিহ্ন আর,
থাকে নর-নারী হাতে,
বুঝিবে তাহ'লে তাতে,
ধনী সুখী হবে তারা পৃথিবী মাঝার ॥

---

* বিশেষতঃ পদ্ম-চিহ্ন থাকিলে স্ত্রীলোক রাজমহিষী এবং পুরুষ রাজা হয়। ধনুকের চিহ্ন থাকিলে মহাবীর হয়, আর খড়্গের চিহ্ন থাকিলে মহাবল পরাক্রান্ত যোদ্ধা হয়, অষ্টকোণ চিহ্ন থাকিলে ভূমিপাল অর্থাৎ জমিদার বা গ্রামপতি হইয়া সুখী হয়।

যবাদি-চিহ্নহীনের ধনাদি-হীনতা।

৪৩। অযবস্য কুতো বিদ্যা মৎস্যহীনে কুতো ধনম্।
অপুচ্ছস্য কুতো বিদ্যা অযবস্য কুতো ধনম্।
ঊর্দ্ধরেখা-বিহীনস্য কুতো রাজ্যং কুতো যশঃ॥

যাহার করতলে যবচিহ্ন নাই, তাহার বিদ্যা ও ধন কেমন করিয়া হইবে? যাহার মৎস্যচিহ্ন নাই, তাহার ধন কিরূপে হইবে? যাহার করে মৎস্যপুচ্ছ চিহ্ন নাই, তাহার বিদ্যা কিরূপে হইবে? যাহার করতলে ঊর্দ্ধরেখা নাই, তাহার রাজ্য ও যশোলাভ কিরূপে হইবে? ॥৪৩

৪৩। করতলে যবচিহ্ন নাহিক থাকয়ে যার,
কেমনে হইবে তবে বিদ্যা আর ধন তার?
মৎস্যচিহ্ন-হীনজন কোথা পাইবেক ধন?
মৎস্যপুচ্ছ চিহ্নহীনে বিদ্যা নহে কদাচন।
ঊর্দ্ধরেখা নাহি করে যার কর বিভূষণ,
রাজ্য আর যশোলাভে আশা তার বিড়ম্বন।

ত্রিশূলচিহ্নে ধার্ম্মিক, দেবভক্ত ও রাজা।

৪৪। ত্রিশূলং করমধ্যেতু তেন রাজা প্রবর্ত্ততে।
যজ্ঞে ধর্ম্মেচ দানে চ দেবদ্বিজ-প্রপূজনে॥

যাহার হস্তে ত্রিশূলের চিহ্ন থাকে, সেই ব্যক্তি রাজা হইবে এবং হোমাদি ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানে এবং দেবতা ও ব্রাহ্মণসেবায় রত হইয়া জন-সমাজে দাতা ও ধার্ম্মিক বলিয়া পরিগণিত হইবে ॥৪৪

৪৪। ত্রিশূল থাকিলে করে রাজা হয় নয়।
হোম আদি দান ধর্ম্ম,
দ্বিজসেবা ক্রিয়া কর্ম্ম,
ক'রে হয় পূজনীয় পৃথিবী ভিতর॥

বাণিজ্যে ধনাগম ও সুখ-দুঃখে জীবনযাপন।

৪৫। অনামিকোর্দ্ধরেখায়াং ব্যবসায়ে ধনাগমঃ।
সুখদুঃখেন জীবেত পুত্রপৌত্র-গৃহাদিমান্॥

যাহার হস্ততলে উর্দ্ধরেখা অনামার মূল পর্য্যন্ত থাকে; ব্যবসায়ে তাহার যথেষ্ট ধন উপার্জ্জন হয় এবং সে ব্যক্তি পুত্রপৌত্রাদিমান্ হইয়া কখন সুখে কখন বা দুঃখে স্বগৃহে বাস করে॥৪৫

৪৫। অনামা মূল পর্য্যন্ত উর্দ্ধরেখা যার,
ব্যবসায়ে সুপ্রচুর ধনাগম তার।
পুত্রপৌত্র আদিসহ
যাপে কাল অহরহঃ
কভু সুখে কভু দুঃখে গৃহে আপনার॥

সুখ, দুঃখ ও দারিদ্র্য-রেখা।

৪৬। বহুরেখা ভবেৎ ক্লেশঃ স্বল্পাভির্ধনহীনতা।
রেখায়াং বা মনঃসৌখ্যং সামুদ্রবচনং যথা॥

করতলে অনেক রেখা থাকিলে ক্লেশ, অল্প রেখা থাকিলে দারিদ্র, এবং অনেকও নয় অল্পও নয়—এইরূপ মধ্য প্রকারের রেখা থাকিলে, মানসিক সুখ হয়। ইহাই সামুদ্রিক শাস্ত্রের বচন॥৪৬

৪৬। করে যার বহুরেখা সেই দুঃখী হয়।
থাকিলে অত্যল্প রেখা দরিদ্র নিশ্চয় ॥
অনল্প অবহুরেখা করতলে যার
মনঃসৌখ্য লভে সামুদ্রিকের বিচার ॥

৪৭। রেখাভির্ব্বহুভির্দুঃখং স্বল্পাভি র্ধনহীনতা।
রক্তাভিঃ শ্রিয়মাপ্নোতি কৃষ্ণাভিঃ প্রেষ্যতাং ব্রজেৎ ॥

যাহার করতলে বহু রেখা দৃষ্ট হয়, সে দুঃখী হয়; স্বল্পরেখা থাকিলে ধনহীন হয়; করতলস্থ রেখাগুলি রক্তবর্ণ হইলে, লক্ষ্মীবান্ হয় আর কৃষ্ণবর্ণ হইলে, দাসত্ব প্রাপ্ত হয় ॥৪৭

৪৭। যে নরের করতলে বহু রেখা দৃষ্ট হয়,
সেই জন হইবেক দুঃখভাগী সুনিশ্চয়;
অল্পরেখা যার করে,
ধনহীন সেই নরে,
রক্তবর্ণে লক্ষ্মীবান্ হয় সেই জন,
কৃষ্ণবর্ণে ক্লেশভাগী ভৃত্যের লক্ষণ ॥

মাতৃ-পিতৃ-রেখা।

৪৮। মাতৃরেখা করে চৈব একৈকং যুগ্মমেবচ।
একৈকমংশমাদায় যুগ্মরেখাচ দৃশ্যতে ॥

করতল মধ্যে পিতৃরেখা ও মাতৃরেখা নামে পৃথক্ দুইটি রেখা আছে। মাতৃরেখা তর্জ্জনীর মূল অবধি অঙ্গুষ্ঠের মূলপর্য্যন্ত আয়ুরেখার নিম্নদেশে সরল ভাবে অঙ্কিত থাকে; পিতৃরেখা তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মূলের মধ্যভাগ হইতে

বহির্গত হইয়া নিম্নভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকে। এই দুইটি রেখা দেখিয়াই প্রতীত হয় যে, মানব মাতাপিতার শোণিত ও শুক্রের সমান অংশ গ্রহণপূর্ব্বক জন্ম পরিগ্রহ করে ॥৪৮*

৪৮। করতলে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রেখাদ্বয়
মাতৃ-পিতৃ রেখা নামে প্রসিদ্ধ আছয়।
হইতে তর্জ্জনীমূল
যাবৎ অঙ্গুষ্ঠমূল—
আয়ুরেখা নিম্নে সমান্তরে যাহা রয়।
মাতৃরেখা নাম তার সামুদ্রিকে কয় ॥
অঙ্গুষ্ঠ তর্জ্জনীমূল-
মধ্য হতে বুঝ স্থূল
করতল নিম্নভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত,
সেই পিতৃরেখা, সামুদ্রিক শাস্ত্র ধৃত।
এই দুই রেখা দেখি হবে অনুমান
মাতাপিতৃ-শোণিত-শুক্রের পরিমাণ ॥

জন্ম-বিশুদ্ধিসূচক রেখা।

৪৯। করমধ্যে স্থিতা রেখা পিতৃবংশ-সমুদ্ভবঃ।
পূর্ণরেখা পিতুর্ব্বংশোহূর্দ্ধরেখা পরবংশকঃ ॥

---

* আয়ুরেখার পার্শ্বে যে আর একটি দীর্ঘ রেখা ঊর্দ্ধগামিনী হইয়াছে, তাহার নাম মাতৃরেখা। যে রেখা করতল-মূলের মধ্যস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া মাতৃরেখার ঊর্দ্ধদেশ স্পর্শ করিয়াছে, অথবা তাহার নিকটে গমন করিয়াছে, তাহার নাম পিতৃরেখা। কেহ কেহ ইহাকেই আয়ুরেখা বলেন। যে রেখা পিতৃরেখার মূলের নিম্নদেশ হইতে আরব্ধ হইয়া মধ্যমাঙ্গুলের দিকে গমন করিয়াছে, তাহার নাম ঊর্দ্ধরেখা।

করতলে যাহার পিতৃরেখা পূর্ণরূপে অঙ্কিত থাকে, সে ব্যক্তি পিতার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং ঐ রেখা যাহার করতলে অর্দ্ধরূপে অঙ্কিত থাকে, সে ব্যক্তি অপরের ঔরসে জন্মিয়াছে জানিবে ॥৪৯

৪৯। করতলে পিতৃরেখা পূর্ণায়ত যার,
স্ব-জনক হ'তে জন্ম জানিবে তাহার।
কিন্তু অর্দ্ধাঙ্কিত যার পিতৃরেখা হয়,
অন্যের ঔরসে জন্ম তাহার নিশ্চয় ॥

৫০। যস্য পাণিতলে রেখা দীর্ঘাকারদ্বয়ং ভবেৎ।
যুগ্মে মুখে চ সুজাতো হ্যযুগ্মে জারজো ধ্রুবম্ ॥

যাহার করতলস্থ দীর্ঘাকার রেখাদ্বয় (মাতৃরেখা ও পিতৃরেখা) মুখদেশে সংযুক্ত থাকে, সেব্যক্তি সুজাত (স্বপিতার ঔরসজাত) এবং মুখদ্বয় সংযুক্ত না থাকিলে সেব্যক্তি জারজ হয় ॥৫০

৫০। মাতৃরেখা পিতৃরেখা যুক্তমুখ যার রয়,
সে সুজাত, অন্যথায় জারজ-সে সুনিশ্চয় ॥

শুভ ফলসূচক অঙ্গুলীপর্ব্বরেখা।

৫১। অঙ্গুলীনাং পৃথগ্ রেখাত্রিতয়ং মন্যতে পৃথক্।
রেখাদ্বাদশং সৌখ্যঞ্চ ধনধান্যপ্রদায়কম্ ॥

কনিষ্ঠা, অনামিকা, মধ্যমা ও তর্জ্জনী এই চারিটি অঙ্গুলীর প্রত্যেকের পর্ব্বরেখা তিন তিনটি করিয়া গণনা করিলে যাহার দ্বাদশটি পৃথক্ পৃথক্ রেখা হয়, সেই ব্যক্তি ধন-ধান্যাদি সম্পন্ন ও মহাসুখী হয় ॥৫১॥

৫১। কনিষ্ঠা অনামা আর মধ্যমা তর্জ্জনী
প্রত্যেকের তিন তিন পর্ব্বরেখা গণি,
বারটি পৃথক্ রেখা,
করে যার যায় দেখা,
ধনধান্য-সমৃদ্ধি-ভাজন সেই জন,
মহাসুখে দেহযাত্রা করে সম্পাদন ॥

অশুভসূচক অঙ্গুলীপর্ব্বরেখা।

৫২। অঙ্গুলীনাং পৃথগ্‌রেখা গণনে চেৎ ত্রয়োদশ।
মহাদুঃখং মহাক্লেশং সামুদ্রবচনং যথা ॥

কাহারও কনিষ্ঠাদি চারিটি অঙ্গুলীর পর্ব্বরেখা যদি পৃথক্ গণনাতে ত্রয়োদশটি হয়, তাহা হইলে তাহার মহাদুঃখ ও মহাক্লেশ ঘটিয়া থাকে। ইহা সামুদ্রিক শাস্ত্রের বচন ॥৫২

৫২। কনিষ্ঠাদি চারিটির রেখা গণনায়
কাহারো যদ্যপি হয় তেরটি সংখ্যায়,
ঘটে মহাদুঃখ ক্লেশ,
নাহি পায় সুখলেশ,
অতিকষ্টে হয় তার জীবন যাপন।
সংশয় নাহিক ইথে, সামুদ্র বচন ॥

শুভাশুভ সূচক অঙ্গুলীপর্ব্বরেখা।

৫৩। রেখাপঞ্চদশে চৌরঃ ষোড়শে দ্যূতবঞ্চকঃ।
পাপী সপ্তদশে জ্ঞেয়ো ধর্ম্মী চাষ্টাদশে ভবেৎ ॥

অঙ্গুলির পর্ব্বরেখা গণনাতে যে ব্যক্তির পৃথক্ পৃথক্ পঞ্চদশটি রেখা হয়, সে চোর হইয়া থাকে। পর্ব্বরেখা গণনাতে ষোলটি হইলে, সে ব্যক্তি দ্যূতক্রীড়াকারী ও প্রতারক হয়। পর্ব্বরেখা সপ্তদশটি হইলে পাপী এবং অষ্টাদশ হইলে ধার্ম্মিক হয়॥৫৩

৫৩। পর্ব্বরেখা গণনায় পঞ্চদশ যার
চোর কার্য্যে রত, সেই নর-কুলাঙ্গার।
ষোড়শেতে দ্যূতকার,
প্রতারক শঠাচার;
পাপী সপ্তদশে, অষ্টাদশে ধর্ম্মরত,
সামুদ্রিক-বিশারদ সুধীগণ মত॥

গুণজ্ঞ, তপস্বী ও লোকপূজ্য রেখা।

৫৪। ঊনবিংশে ভবেন্মান্যো গুণজ্ঞো লোকপূজিতঃ।
তপস্বী বিংশতৌ জ্ঞেয়ো মহাত্মা চৈকবিংশতৌ॥

কনিষ্ঠাদি চারি অঙ্গুলির পর্ব্বরেখা পৃথক্ পৃথক্ গণনা করিলে যাহার ঊনিশটি রেখা হয়, সে ব্যক্তি গুণবান্ ও সাধারণের সমাদর-ভাজন হয়। পর্ব্বরেখা কুড়িটি হইলে তপস্বী এবং একুশটি হইলে মহাত্মা হয়॥৫৪

৫৪। পর্ব্বরেখাসংখ্যা যার ঊনিশটি হয়,
গুণজ্ঞ ও লোকপূজ্য মানী সে নিশ্চয়।
কুড়িটি থাকিলে হয়,
তপোরত মহাশয়;
একোত্তর বিংশতিতে মহিমামণ্ডিত,
জগতে মহিমা যার সেইত পূজিত॥

স্ত্রীলোকের করস্থ মৎস্যাদি চিহ্নের শুভফল।

৫৫। মৎস্যেন সুভগা নারী স্বস্তিকেন চ সুপ্রজাঃ।
পদ্মেন ভূপতেঃ পত্নী জনয়েদ্ ভূপতিং সুতম্ ॥

যে রমণীর হস্তে মৎস্যরেখা থাকে, সে সুভগা হয়। যাহার হস্তে স্বস্তিক চিহ্ন থাকে, সে কুলপাবন সন্তান প্রসব করে। যে নারীর হস্তে পদ্ম চিহ্ন থাকে, সে রাজমহিষী হয় এবং তাহার গর্ভজাত সন্তানও রাজা হয় ॥৫৫

৫৫। মৎস্যরেখা যে নারীর থাকে করতলে,
পরম সৌভাগ্যবতী হয় সে ভূতলে।
স্বস্তিক যাহার করে,
সুপুত্র সে গর্ভে ধরে;
করতলে পদ্মচিহ্ন যাহার শোভন,
ধরণীর পতি হয় তাহার নন্দন ॥

স্ত্রীলোকের অশুভফল সূচক কররেখা।

৫৬। বিধবা বহুরেখেণ বিরেখেণ দরিদ্রিণী।
ভিক্ষুকী সুশিরাঢ্যেন নারী করতলেন বৈ ॥

নারীদিগের করতলে বহু রেখা থাকিলে বিধবা হয়। যদি করতল নির্দ্দিষ্টরেখাবিহীন হয়, তাহা হইলে দরিদ্রা হয়। যদি করতলে শিরা থাকে, তাহাহইলে ভিক্ষুকী হইয়া থাকে ॥৫৬

৫৬। বহু রেখা যে নারীর করতলে রয়
বিধবা হইবে সেই নাহিক সংশয়।
রেখাহীন যার কর,
দৈন্য তার সহচর,
শিরাল হইলে কর সে ভিক্ষাজীবিনী।
বহুকষ্টে কাটে তার দিবস যামিনী॥

ব্যভিচারিণী স্ত্রীর লক্ষণ।

৫৭। সিতে কূপে গণ্ডয়োশ্চ সাধুবদ্‌ব্যভিচারিণী।
প্রলম্বিনী ললাটে চ দেবরং হন্তি সা তথা॥

যে স্ত্রীর গণ্ডদেশ শ্বেতবর্ণ ও কূপবৎ নিম্ন, সে সতীর ন্যায় থাকিলেও ব্যভিচারিণী হইবে। যাহার কপালে লম্বমান রেখা থাকে, তাহার দেবরকে সে বিনষ্ট করে॥৫৭

৫৭। শ্বেতাভ কপোল নিম্ন, কূপের সমান
যে নারীর, সে হইবে স্বৈরিণী-প্রধান।
যদিও সতীর ন্যায়
লোকের প্রত্যয় তায়,
ব্যভিচাররতা হবে সেই অভাগিনী;
ভালে লম্ব রেখা যদি, দেবর-ঘাতিনী॥

রমণীর সৌভাগ্যসূচক রেখা।

৫৮। মৃদু মধ্যোন্নতং রক্তং তলং পাণ্যোররন্ধ্রকম্।
প্রশস্তং শস্তরেখাঢ্যমল্পরেখং শুভপ্রদম্॥

রমণীর করতল মৃদু, মধ্যদেশ উন্নত, রক্তবর্ণ, ছেদহীন, প্রশস্ত, শ্রেষ্ঠ-রেখাসমন্বিত এবং অল্পরেখা বিশিষ্ট হইলে, সৌভাগ্য সূচনা করে ॥৫৮

৫৮। যদি হয় করতল কোমল, লোহিত,
ছেদবিরহিত, স্বল্পরেখাসমন্বিত,
প্রশস্ত, সুরেখান্বিত,
মধ্যস্থল সমুচ্ছ্রিত,
তবে রমণীর করে সৌভাগ্যসূচন,
নাহিক সংশয় ইথে, সামুদ্রে বচন ॥

সম্রাট্‌মহিষী প্রভৃতি সূচক রেখা।

৫৯। চক্রবর্ত্তিস্ত্রিয়াঃ পাণৌ নন্দ্যাবর্ত্তপ্রদক্ষিণঃ।
শঙ্খাতপত্রকমঠা রাজমাতৃত্বসূচকাঃ ॥

করতলে দক্ষিণাবর্ত্ত মণ্ডল থাকিলে, রমণী রাজচক্রবর্ত্তীর মহিষী হয়, কিংবা স্বয়ং সাম্রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া থাকে; করতলে শঙ্খ, ছত্র ও কমঠ চিহ্ন থাকিলে রাজমাতা হয় ॥৫৯

৫৯। দক্ষিণাবর্ত্ত-মণ্ডল যে নারীর করতলে,
রাজাধিরাজ-মহিষী হবে সে সুকৃতি-বলে।
অথবা মণ্ডলেশ্বরী
নিজে সেই ভাগ্যধরী;
শঙ্খ, ছত্র, কূর্ম্মচিহ্ন যে নারীর করে রয়,
সেই মহাপুণ্যবতী রাজার জননী হয় ॥

পতিঘ্নী কররেখা।

৬০। অঙ্গুষ্ঠমূলান্নির্গত্য রেখা যাতি কনিষ্ঠিকাম্।
যদি স্যাৎ পতিহন্ত্রী সা দূরতস্তাং ত্যজেৎ সুধীঃ॥

যাহার অঙ্গুষ্ঠমূল হইতে বহির্গত হইয়া একটি রেখা কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূল পর্য্যন্ত গমন করে, সে রমণী পতিঘাতিনী হয়; অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহাকে দূর হইতে পরিত্যাগ করিবেন॥৬০

৬০। নারীর অঙ্গুষ্ঠমূল হতে কনিষ্ঠার মূল-
ব্যাপিনী যে রেখা, উহা অতীব অনর্থমূল।
ঐ রেখা করতলে রহে যেই রমণীর,
পতিহন্ত্রী হবে সেই, দূরে তারে ত্যজে ধীর॥

মধ্যমা বা অঙ্গুষ্ঠে যবচিহ্নে ধনপ্রাপ্তি।

৬১। মধ্যমায়াং যদি যবা দৃশ্যন্তেঽত্যন্তশোভনাঃ।
তদান্যসঞ্চিতং বিত্তং প্রাপ্নোত্যঙ্গুষ্ঠকে যবে॥

যাহার মধ্যমাঙ্গুলিতে বা অঙ্গুষ্ঠে উত্তম যবরেখা দৃষ্ট হয়, সে ব্যক্তি অন্যের সঞ্চিত ধন প্রাপ্ত হয়॥৬১

৬১। অঙ্গুষ্ঠ বা মধ্যমাতে শ্রেষ্ঠ যবচিহ্ন যার,
অন্যের সঞ্চিত ধন লাভ সুনিশ্চিত তার॥

পিতামহাদির উপার্জ্জিত ধনলাভ চিহ্ন।

৬২। যস্যাথ চক্রমঙ্গুষ্ঠে যবঃ পূর্ণশ্চ দৃশ্যতে।
তদা পিতামহাদীনামর্জ্জিতং ধনমাপ্নুয়াৎ ॥

যাহার অঙ্গুষ্ঠে চক্রচিহ্ন ও পূর্ণ যবচিহ্ন দৃষ্ট হয়, সে ব্যক্তি পিতামহাদির উপার্জ্জিত ধন লাভ করে॥৬২

৬২। চক্র আর পূর্ণ যব যাহার অঙ্গুষ্ঠে রয়,
পিতামহাদির ধনে অধিকারী সেই হয়॥

মিত্রদ্বারা ধনলাভ ও ধনহানি-চিহ্ন।

৬৩। তর্জ্জন্যামথ চক্রঞ্চেৎ মিত্রদ্বারা ধনং লভেৎ।
তেনৈব বিপরীতে তু ব্যয়ো ভবতি নিশ্চিতম্ ॥

যাহার তর্জ্জনীতে চক্র চিহ্ন থাকে, সে মিত্র দ্বারা ধনলাভ করে; কিন্তু তদ্‌বিপরীত চিহ্ন থাকিলে, তদ্দ্বারা (মিত্রদ্বারা) তাহার ধনহানি হয়॥ ৬৩

৬৩। চক্রচিহ্ন তর্জ্জনীতে যার দৃষ্ট হয়,
সুহৃদ্ হইতে ধন লভে সে নিশ্চয়।
পরন্তু তদ্-বিপরীত চিহ্ন থাকে যার,
তাহা হ'তে ধনক্ষয় হইবেক তার॥

দৈবকর্ত্তৃক ধনলাভ ও ধনহানি-চিহ্ন।

৬৪। মধ্যমায়াং স্থিতে চক্রে দেবদ্বারা ধনং লভেৎ।
তেনৈব বিপরীতে তু ব্যয়ো ভবতি নিশ্চিতম্॥

যাহার মধ্যমাঙ্গুলিতে চক্রচিহ্ন থাকে, সে দেবদ্বারা ধনপ্রাপ্ত হয়; পরন্তু বিপরীত চিহ্ন থাকিলে তদ্দ্বারা (দেবদ্বারা অর্থাৎ দৈব প্রতিকূলতায়) ধনক্ষয় হয়॥৬৪

৬৪। মধ্যমাতে চক্রচিহ্ন রহে যার বর্ত্তমান,
দেবতার দ্বারা হয় সেইজন ধনবান্।
উক্ত চিহ্ন নাহি যার,
অথচ সে স্থলে তার,
অন্য কোনরূপ চিহ্ন যদি থাকে বিদ্যমান,
দৈব-প্রতিকূলতায় সর্ব্বধন-অবসান॥

নানাউপায়ে ধনলাভ ও ধনহানি চিহ্ন।

৬৫। অনামিকায়াং চক্রে তু সর্ব্বদ্বারা ধনং লভেৎ।
তেনৈব বিপরীতে তু ব্যয়ো ভবতি নিশ্চিতম্॥

যাহার অনামিকায় চক্রচিহ্ন থাকে, সে নানা উপায়ে ধন লাভ করে; কিন্তু তদ্বিপরীত চিহ্নে তাহাতেই (নানা উপায়েই) তাহার ধনক্ষয় হইয়া থাকে॥ ৬৫

৬৫। অনামাতে চক্রচিহ্ন দৃষ্ট হয় যার,
বিবিধ উপায়ে ধনার্জ্জন হয় তার।
কিন্তু বিপরীত রেখা যদি দৃষ্ট হয়,
তার ফলে ধননাশ জানিবে নিশ্চয়॥

ব্যবসায়ে ধনলাভ ও হানিচিহ্ন।

৬৬। কনিষ্ঠায়াং ভবেচ্চক্রং বাণিজ্যেন ধনং লভেৎ।
তেনৈব বিপরীতে তু ব্যয়ো ভবতি নিশ্চিতম্॥

যাহার কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে চক্র চিহ্ন থাকে, সে বাণিজ্যদ্বারা ধনলাভ করিবে; পরন্তু যদি তদ্‌বিপরীত অর্থাৎ সরল রেখাদি থাকে, তবে সেই বাণিজ্য-ব্যাপারেই তাহার নিশ্চয়ই ব্যয় সংসাধিত হয়, অর্থাৎ ক্রমশঃ মূলধন পর্য্যন্ত নষ্ট হয়॥৬৬

৬৬। কনিষ্ঠাতে চক্রচিহ্ন যার বিদ্যমান,
বাণিজ্য-ব্যাপারে সেই হয় ধনবান্।
চক্রহীন চিহ্ন যার—
কনিষ্ঠা অঙ্গুলি, তার—
থাকিলে সরল রেখা প্রভৃতি সে স্থানে,
লাভ দূরে থাক, তার মূলশুদ্ধ টানে॥

সর্ব্ববিদ্যায় পাণ্ডিত্যলাভ-চিহ্ন।

৬৭। চক্র-শঙ্খ-ধ্বজাকারো মাযাকারশ্চ দৃশ্যতে।
সর্ব্ববিদ্যা-পারদর্শী বুদ্ধিমান্ স ভবেন্নরঃ

যাহার করতলে চক্র, শঙ্খ, ধ্বজ ও মাষাকার (মাষকলাইএর ন্যায়) চিহ্ন দৃষ্ট হয়, সে ব্যক্তি সর্ব্ববিদ্যা-পারদর্শী এবং বুদ্ধিমান্ বলিয়া পরিগণিত হয়।৬৭

৬৭। চক্র শঙ্খ ধ্বজ আর চিহ্ন মাষ-সমাকার
যদি মানবের রহে বিরাজিত করতলে,
সর্ব্ববিদ্যা-পারদর্শী ধীমান্ সে ধরাতলে॥

সুখ-সৌভাগ্য ও পদোন্নতি-রেখা।

৬৮। যস্য পাণিতলে রেখা পীবরা দৃশ্যতে যদি।
অবিচ্ছিন্না পাদসৌখ্যং সম্পূর্ণা চ সুশোভনম্॥

যাহার করতলে স্থূল ও অবিচ্ছিন্ন রেখা দৃষ্ট হয়, তাহার পদোন্নতি হয় এবং ঐ রেখা সম্পূর্ণ থাকিলে, সুখ সৌভাগ্য লাভ হয়।৬৮

৬৮। স্থূল অবিচ্ছিন্ন রেখা করতলে যার,
অবশ্যই পদোন্নতি হইবেক তার;
সম্পূর্ণ থাকিলে রেখা সুখৈশ্বর্য্য হয়,
সামুদ্র-বচন, ইথে নাহিক সংশয়॥

ধনী, রাজা, রোগী ও বহুপুত্রবানের চিহ্ন।

৬৯। একমুদ্রো ভবেদ্ রাজা দ্বিমুদ্রো ধনবান্ নরঃ।
ত্রিমুদ্রো রোগসম্পন্নো বহুমুদ্রো বহুপ্রজঃ॥

যাহার অঙ্গুলীর অগ্রভাগে একটি মুদ্রা থাকে, সে ব্যক্তি রাজা হয়; দুইটি মুদ্রা থাকিলে, ধনবান্ হয়; তিনটি মুদ্রা থাকিলে, রোগী এবং বহুমুদ্রা থাকিলে, বহু সন্তানবিশিষ্ট হয়।৬৯

৬৯। অঙ্গুলির অগ্রভাগে এক মুদ্রা যার,
সেইজন পাইবেক রাজ্য-অধিকার;
ছুটি মুদ্রা থাকিলে, সে হয় ধনবান্,
মুদ্রাত্রয়ে হয় নর রোগের নিধান;
যদি কারো করতলে বহুমুদ্রা রয়,
অনেক সন্তান তার হইবে নিশ্চয়॥

মূষিক ও সর্পাদি-দংশন-যোগ।

৭০। তর্জ্জনীমূলগামিন্যাং রেখায়াং ছিদ্রতা যদি।
শ্বাবিন্মূষিক-মার্জ্জার-সর্পদষ্টো ভবিষ্যতি॥

যাহার তর্জ্জনীমূলগামিনী রেখায় ছেদ থাকে, সে ব্যক্তিকে শ্বাবিৎ (সজারু) মূষিক, মার্জ্জার ও সর্পে দংশন করিবে॥৭০

৭০। তর্জ্জনীমূলগা রেখা যার ছেদযুক্ত হয়,
সজারু, মূষিক, সর্প, মার্জ্জার তারে দংশয়॥

রাজপত্নীত্ব ও বহুপুত্রলাভ-রেখা।

৭১। যস্যাঃ করতলে রক্তা দীর্ঘরেখা চ দৃশ্যতে।
নৃপতিঞ্চ পতিং প্রাপ্য বহুপুত্রবতী ভবেৎ॥

যে রমণীর করতলে লোহিতবর্ণ দীর্ঘাকার রেখা দৃষ্ট হয়, সে রাজমহিষী ও বহু পুত্রবতী হইয়া থাকে॥৭১

৭১। রক্তবর্ণ দীর্ঘ-রেখা থাকে যার করে,
সেই রাজ্ঞী হয়, গর্ভে বহুপুত্র ধরে॥

দীর্ঘজীবী পুত্রপৌত্র-লাভ-চিহ্ন।

৭২। পাণিপাদতলে রেখা তাম্রবর্ণা নখানি চ।
জীববৎসা চিরঞ্জীবি-পুত্রপৌত্র-সমন্বিতা॥

যে নারীর করতলে ও পদতলে তাম্রবর্ণ রেখা থাকে, যাহার নখগুলিও তাম্রবর্ণ, সে জীববৎসা এবং চিরজীবী পুত্রপৌত্র সমন্বিতা হইয়া থাকে॥৭২

৭২। তাম্রবর্ণ রেখা করে, পদে তাম্র রেখা ধরে
নখরাজি তাম্রবর্ণ যার,
জীববৎসা সে রমণী, পুণ্যবতী তারে গণি,
দীর্ঘজীবী পুত্রপৌত্র তার॥

বহু সৌভাগ্যসূচক রেখা।

৭৩। করমধ্যস্থিতা রেখা-ত্রয়াদূর্দ্ধং ভবেদ্ যদি।
নৃপো বা নৃপতুল্যো বা চিরং খ্যাতোঽথবা ভবেৎ॥

যাহার করতলের মধ্যভাগ দিয়া তিনটির অতিরিক্ত একটি দীর্ঘাকার রেখা সরলভাবে সমুত্থিত হয়, সে ব্যক্তি রাজা বা রাজতুল্য হয়; অথবা চিরকাল যশোভাজন হয়॥৭৩ *

৭৩। করতল মধ্যভাগ ভেদিয়া যাহার
তিনের অধিক এক রেখা দীর্ঘাকার,
ঋজু ভাবে সমুত্থিত,
ঊর্দ্ধমুখে সমাঙ্কিত,

---

* ইহাকেই সৌভাগ্যরেখা বলে।

রাজা বা রাজার তুল্য হয় সেই জন,
অথবা সুচিরকাল যশের ভাজন॥

সুখ-দুঃখাদি-সূচক রেখা ও চিহ্ন।

৭৪। অঙ্গুষ্ঠমূলগা রেখাঃ পুত্রাশ্চ সুখদায়িকাঃ।
নিঃস্বাশ্চ বহুরেখাঃ স্যুর্নির্দ্রব্যাশ্চিবুকৈঃ কৃশৈঃ॥

অঙ্গুষ্ঠের মূলদেশে অধিক-সংখ্যক রেখা থাকিলে, মনুষ্য পুত্রবান্ ও সুখী হয়। যাহার করতলে অনেক রেখা থাকে, সে ব্যক্তি দরিদ্র হয়। চিবুক (গালের নিম্নভাগ) কৃশ হইলে, মানব দ্রব্যহীন হয়॥৭৪

৭৪। অঙ্গুষ্ঠের মূলে যার বহুরেখা রয়,
পুত্রবান্, সুখী, সেই হইবে নিশ্চয়।
করতলে বহু রেখা
যে নরের যায় দেখা,
সে জন দারিদ্র-দুঃখে কাটায় জীবন,
চিবুকে কৃশতা, দ্রব্যহীনের লক্ষণ॥

পত্নীসংখ্যা-নির্ণায়ক রেখা।

৭৫। কনিষ্ঠায়াঃ স্থিতা রেখাসংখ্যা যাবত্তিকাঃ স্মৃতাঃ।
তাবতী পুরুষাণাস্তু নারী ভবতি নিশ্চিতম্॥

পুরুষের কনিষ্ঠাঙ্গুলির নিম্নভাগে যতগুলি রেখা থাকিবে, তাহার ততগুলি পত্নী হইবে॥৭৫

৭৫। কনিষ্ঠার নিম্নদেশে থাকে রেখা যত,
পুরুষের ভার্য্যাসংখ্যা হইবেক তত ॥

মতান্তরে—

৭৬। কনিষ্ঠাঙ্গুলি-মূলেতু রেখাস্তিষ্ঠন্তি যা ধ্রুবম্।
বিবাহং তাবজ্জানীয়াদ্ যথোক্তং দানিভাষিতম্ ॥

পুরুষের কনিষ্ঠাঙ্গুলিমূলে যতগুলি রেখা থাকে, তাহার ভার্য্যাসংখ্যা ততগুলি হইবে—ইহা সামুদ্রিক-শাস্ত্রবিৎ দানিভাষিতের মত ॥৭৬

৭৬। নরের কনিষ্ঠামূলে থাকে রেখা যত।
দানিভাষিতের মতে ভার্য্যাসংখ্যা তত ॥

ভ্রষ্টা স্ত্রী ও বিবাহসংখ্যা-রেখা।

৭৭। কনিষ্ঠাঙ্গুলি-মূলেতু রেখা চোদ্‌বাহ-নির্ণিকা।
রেখাসংখ্যা কনিষ্ঠাধো যাবতী যুবতী তথা।
তাবতী তেন তস্যৈব নারীণাং স্মর্য্যতে নৃপ ॥

কনিষ্ঠার মূলদেশস্থ রেখা বিবাহ নির্ণয় করে; কনিষ্ঠার অধোভাগে ঐরূপ যতগুলি রেখা থাকিবে, পুরুষের ততগুলি পত্নী হইবে; ঐরূপ রেখা রমণীর একটি থাকিলে বিবাহ বুঝায়; অধিক থাকিলে অন্যাসক্তি বুঝায় ॥৭৭

৭৭। কনিষ্ঠার মূলদেশে রেখা যত দৃষ্ট হয়,
তাহাতে বিবাহ সংখ্যা হইবেক বিনির্ণয়;

পুরুষের সেইরূপ রেখা থাকিবেক যত,
তাহার কলত্রলাভ জানিবে হইবে তত।
নারীর সেরূপ রেখা একাধিক যদি রয়,
একে পতি, অধিকেতে উপপতি সুনিশ্চয়॥

পুত্রকন্যা-সংখ্যা-সূচক রেখা।

৭৮। কনিষ্ঠা-মূলরেখায়াঃ পরতশ্চ তথাহি বৈ।
ভবন্তি রেখাস্তারত্যঃ পুত্রাঃ কন্যাশ্চ নিশ্চিতাঃ।
কন্যা দ্বিমুখরেখায়ামেকাস্যায়াং তথাত্মজঃ॥

কনিষ্ঠাঙ্গুলির নিম্নস্থ রেখার (বিবাহরেখার) অধোভাগে যতগুলি রেখা থাকে, ততগুলি কন্যা পুত্র জন্মে; তন্মধ্যে যতগুলি দ্বিমুখী রেখা, ততগুলি কন্যা, আর যতগুলি একমুখী রেখা, ততগুলি পুত্র জন্মে॥৭৮

৭৮। কনিষ্ঠামূলের নিম্নে রহে যে বিবাহ-রেখা,
তার অধোভাগে যত রেখা যাইবেক দেখা,
তাহাতে নির্ণীত হয়
নরের অপত্যচয়,
দ্বিমুখী রেখায় হবে কন্যাসংখ্যা বিনির্ণয়,
একমুখী রেখা যত, তত হইবে তনয়॥

বচনান্তর—

৭৯। রেখাস্বধ স্থিতা রেখা-সংখ্যা যাবতিকাঃ স্মৃতাঃ।
তাবাংস্তু পুরুষাণাস্তু পুত্রো ভবতি নিশ্চিতম্।

রেখাস্বধঃ স্থিতা রেখা-সংখ্যা যাবতিকাঃ স্মৃতাঃ।
তাবতী পুরুষাণাস্তু কন্যা ভবতি নিশ্চিতম্ ॥

পুরুষের কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূলের অধোভাগস্থিত রেখার নিম্নে যতগুলি রেখা থাকে, তাহার ততগুলি পুত্র হয়; আর ঐ রেখাগুলির নিম্নে যতগুলি ক্ষুদ্র রেখা থাকে, ততগুলি কন্যা হয় ॥ ৭৯

৭৯। কনিষ্ঠামূলের নিম্নে বর্ত্তমান যে যে রেখা,
তাহাদের অধোভাগে যত রেখা যায় দেখা,
তত পুত্র জনমিবে;
কন্যাসংখ্যা বুঝ এবে—
সেই রেখাগুলি নিম্নে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা যত,
জানিবে তাহার কন্যাসংখ্যা হইবেক তত ॥

ঐশ্বর্য্য ও রাজযোগাদি চিহ্ন।

৮০। যুগ-মীনাঙ্কিতো যো বৈ ভবেৎ সত্রপ্রদো নরঃ।
বজ্রাকারাশ্চ ধনিনাং মৎস্যপুচ্ছনিভা বুধৈঃ ॥

৮১। শঙ্খাতপত্র-সিচিকা গজ-পদ্মোপমা নৃপে।
কুম্ভাঙ্কুশ-পতাকাভা মৃণালাভা নিধীশ্বরে ॥

৮২। দামাভাশ্চ গবাঢ্যানাং স্বস্তিকাভা নৃপেশ্বরে।
চক্রাসি-তোমর-ধনুর্দ্দণ্ডাভা নৃপতেঃ করে ॥

৮৩। উদূখলাভা যজ্ঞাঢ্যা বেদীভাশ্চাগ্নিহোত্রিণি।
বাপী-দেবকুল্যাভাশ্চ ত্রিকোণাভাশ্চ ধার্ম্মিকে॥

যাহার করতলে যুগ (জোয়াল) বা মৎস্যের চিহ্ন থাকে, সে ব্যক্তি যাজ্ঞিক হয়; বজ্র-চিহ্ন থাকিলে ধন সম্পন্ন হয়; এইরূপ মৎস্যপুচ্ছে পণ্ডিত; শঙ্খ, ছত্র, সিচিকা, হস্তী অথবা পদ্মচিহ্নে রাজা; কলস, অঙ্কুশ, পতাকা অথবা মৃণাল চিহ্নে নিধিপতি; রজ্জু চিহ্নে বহুধেনুসম্পন্ন; স্বস্তিক চিহ্নে রাজাধিরাজ; চক্র, খড়্গ, তোমর, ধনুঃ অথবা দণ্ডের চিহ্নে ভূপতি; উদূখল চিহ্নে খ্যাতিমান্ যাজ্ঞিক; বেদীচিহ্নে অগ্নিহোত্রী এবং তড়াগ, দেবনদী কিংবা ত্রিকোণাকার রেখা থাকিলে ধার্ম্মিক হয়॥৮০—৮৩

৮০—৮৩। যুগ বা মৎস্যের চিহ্ন যার করতলে রয়,
যাজ্ঞিক হইবে সেই সামুদ্রিক শাস্ত্রে কয়।

বজ্রচিহ্নে ধনবান্,
মৎস্যপুচ্ছে সুবিদ্বান্,
ছত্র, শঙ্খ, শতদল সিচিকা মাতঙ্গাকার—
পঞ্চ চিহ্ন করে যার, সে লভিবে রাজ্যভার।

মৃণাল অঙ্কুশ ঘট,
যার করে সুপ্রকট,
সে হইবে নিধিপতি; রজ্জু চিহ্ন করে যার,
সে জন লভিবে বহু গোধনের অধিকার।

স্বস্তিক যাহার করে,
সে সম্রাট্ নাম ধরে,

চক্র, খড়্গ, তোমর, কোদণ্ড, দণ্ড চিহ্ন যার—
করতলে শোভে, সেই লভে রাজ্য-অধিকার।
উদূখল চিহ্ন যেই
করতলে ধরে, সেই
হইবে যাজ্ঞিক শ্রেষ্ঠ ধনশালী খ্যাতিমান্;
বেদীচিহ্নে অগ্নিহোত্রী হবে যাজ্ঞিক-প্রধান।
তড়াগ বা দেবনদী
চিহ্ন করে রহে যদি,
অথবা ত্রিকোণাকার রেখা যদি করে রয়,
ধর্ম্মশীল হইবেক সত্য সত্য সুনিশ্চয়॥

বহু ধনলাভাদি-চিহ্ন।

৮৪। মৎস্যপুচ্ছে শতং জ্ঞেয়ং কুলিশে তু সহস্রকম্।
পদ্মে লক্ষেশ্বরশ্চেতি শঙ্খে কোটীশ্বরো ভবেৎ।
মৎস্যে শতং বিজানীয়াৎ মকরে তু সহস্রকম্॥

যাহার করতলে মৎস্যপুচ্ছ চিহ্ন থাকে, সে মানব শতপতি হয়; বজ্রচিহ্ন থাকিলে, সহস্রপতি হয়; করতলে সেইরূপ পদ্ম-চিহ্ন থাকিলে লক্ষপতি, শঙ্খ-চিহ্নে কোটিপতি, মৎস্যচিহ্নে শতপতি এবং মকর চিহ্ন থাকিলে সহস্র-পতি হইয়া থাকে॥৮৪

৮৪। করতলে মৎস্যপুচ্ছ থাকিলে সে শতপতি
বজ্রচিহ্ন করে যার সে হয় সহস্র-পতি;

পদ্মচিহ্নে লক্ষপতি,
শঙ্খ চিহ্নে কোটিপতি,
মৎস্যচিহ্ন করে যার সেই শতপতি হয়,
মকরে সহস্রপতি সামুদ্রিক-শাস্ত্রে কয়॥

অঙ্কুশ-কুণ্ডলাদি চিহ্নে রাজ্যলাভ।

৮৫। অঙ্কুশং কুণ্ডলং চক্রং যস্য পাণিতলে ভবেৎ।
চামরং পুণ্ডরীকঞ্চ তস্য রাজ্যং বিনির্দ্দিশেৎ॥

যাহার করতলে অঙ্কুশ, কুণ্ডল, চক্র, চামর ও শ্বেত পদ্মের চিহ্ন থাকে, সেই ব্যক্তির রাজ্যপ্রাপ্তি হইয়া থাকে॥৮৫

৮৫। অঙ্কুশ কুণ্ডল চক্র পুণ্ডরীক আর।
চামর থাকিলে করে লভে রাজ্যভার॥

রাজযোগ-রেখা ও চিহ্ন।

৮৬। ঘনাঙ্গুলিশ্চ সধনস্তিস্ত্রো রেখাশ্চ যস্য বৈ।
নৃপতেঃ করতলগা মণিবন্ধাৎ সমুত্থিতাঃ॥

যাহার অঙ্গুলি-ঘন-সন্নিবিষ্ট, সে ব্যক্তি ধনশালী হয়; আর যে ব্যক্তির মণিবন্ধ হইতে করতল পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধগামিনী তিনটি রেখা সমুত্থিত হয়, সে ব্যক্তি রাজা হয়॥৮৬

৮৬। ঘন সন্নিবিষ্ট যার অঙ্গুলিনিকর,
সেই জন হয় বহু ধনের ঈশ্বর।
হ'তে মণিবন্ধ স্থল,
যাবৎ চপেটতল,
উর্দ্ধরেখাত্রয় যার হয় সমুত্থিত,
সেই জন ধরাপতি হইবে নিশ্চিত॥

রমণীর কীর্ত্তিসূচক রেখা।

৮৭। ত্রিশূলাসি-গদা-শক্তি-দুন্দুভ্যাকৃতি-রেখয়া।
নিতম্বিনী কীর্ত্তিমতী করেণ পৃথিবীতলে॥

যে রমণীর করতলে ত্রিশূল, খড়্গ, গদা, শক্তি অথবা দুন্দুভির চিহ্ন থাকে সে ভূমণ্ডলে কীর্ত্তিশালিনী হয়॥৮৭

৮৭। ত্রিশূল বা দুন্দুভির চিহ্ন যার করে,
অথবা কৃপাণ, কিংবা শক্তিচিহ্ন ধরে,
সে রমণী ধরাতলে,
আপন সুকৃতি ফলে,
কীর্ত্তিমতী হয়, ইথে নাহিক সংশয়,
ধরামাঝে সেই নারী বরণীয় হয়॥

দীর্ঘায়ু পতি ও বহুপুত্রলাভ চিহ্ন।

৮৮। অঙ্কুশং কুণ্ডলং যানং যস্যাঃ পাণিতলে ভবেৎ।
দীর্ঘায়ুষং পতিং প্রাপ্য পুত্রবৃদ্ধির্ভবেদ্ধ্রুবম্॥

যে নারীর করতলে অঙ্কুশ, কুণ্ডল ও বান চিহ্ন থাকে, সে দীর্ঘজীবী পতি লাভ করে এবং বহু পুত্র প্রসবিনী হয়॥৮৮

৮৮। কুণ্ডল অঙ্কুশ যান চিহ্ন করতলে যার,
বহু পুত্র প্রসবে সে, দীর্ঘজীবী পতি তার॥

বণিক্‌পত্নীত্ব-সূচক চিহ্ন।

৮৯। তুলামানাকৃতী রেখা বণিক্‌পত্নীত্ব-হেতুকা।
গজবাজি-বৃষাকারা করে বামে মৃগীদৃশাম্॥

যে রমণীর দক্ষিণ করে তুলাদণ্ডের ন্যায় চিহ্ন এবং বাম করে হস্তী, ঘোটক ও বৃষ চিহ্ন দৃষ্ট হয়, সে বণিক্-পত্নী হয়॥৮৯

৮৯। তুলাদণ্ডাকৃতি চিহ্ন যাহার দক্ষিণ করে,
মাতঙ্গ তুরঙ্গ বৃষ চিহ্ন যার বাম করে—
দৃষ্ট হয়, সেই নারী বণিকের জায়া হয়,
সামুদ্রিক শাস্ত্র-বাণী ইথে নাহিক সংশয়॥

কৃষকপত্নীত্ব ও তীর্থকর-পুত্রপ্রাপ্তি চিহ্ন।

৯০। রেখা প্রাসাদ-বজ্রাভা সূতে তীর্থকরং সুতম্।
কৃষীবলস্য পত্নী স্যাৎ শকটেন মৃগেণ বা॥

যে নারীর করতলে প্রাসাদ-বা বজ্র-চিহ্ন থাকে, সে তীর্থকর পুত্র প্রসব করে; করতলে শকট বা মৃগ-চিহ্ন থাকিলে, সে কৃষকের পত্নী হয়॥৯০

৯০। বজ্র বা প্রাসাদ চিহ্ন করতলে যার,
সাধু তীর্থকর পুত্র জনমিবে তার।
শকট বা মৃগচিহ্ন করে যার রয়,
হইবে কৃষক-পত্নী সে নারী নিশ্চয়॥

কৃষকপত্নী ও রাজমহিষীর চিহ্ন।

৯১। কৃষীবলস্য পত্নী স্যাৎ শকটেন যুগেন বা।
চামরাঙ্কুশ-কোদণ্ডৈ রাজপত্নী ভবেদ্ ধ্রুবম্॥

যে রমণীর করতলে চামর, অঙ্কুশ বা ধনুকের চিহ্ন থাকে, সে রাজ-পত্নী হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই; যাহার করতলে শকটচিহ্ন (গাড়ীর ন্যায় চিহ্ন) যুগ চিহ্ন (জোয়ালের চিহ্ন) থাকে, সে কৃষিজীবীর পত্নী হয়॥৯১

৯১। চামর অঙ্কুশ চিহ্ন যে নারীর করে,
অথবা কোদণ্ড-চিহ্ন করে যে বা ধরে,
রাজ-পত্নী সেই হয়,
ইথে নাহিক সংশয়;
শকট বা যুগ-চিহ্ন যার করতলে,
কৃষীজীবি-পত্নী সেই হবে ভাগ্যবলে॥

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

১২০। প্রতি বাম অঙ্গুলি যাহার করতলে,
পাঁচটি নৃপাঙ্ক চিহ্ন ধরে ভাগ্যবলে,
লভিবে রাজ্যাধিকার সেই মহাজন,
বহুলাভকর এই চিহ্ন সুশোভন ॥

রাজত্বসূচক চিহ্ন।

১২১। অঙ্গুষ্ঠে কুলিশং চিহ্নং যস্য পাণিতলে ভবেৎ।
তোরণং পুণ্ডরীকঞ্চ রাজ্যং তস্য ভবিষ্যতি ॥

যে ব্যক্তির অঙ্গুষ্ঠে বজ্র-চিহ্ন এবং করতলে তোরণ ও শ্বেতপদ্ম চিহ্ন বিদ্যমান থাকে, সে ব্যক্তি রাজা হয় ॥১২১

১২১। অঙ্গুষ্ঠে কুলিশ-চিহ্ন, আর যেবা করতলে
তোরণ সিতাব্জ-চিহ্ন ধরে নিজ পুণ্যফলে,
রাজপদ লভিবেক সেই মহাভাগ্যবান্,
সামুদ্রিক-তন্ত্র-বাণী, ইহাতে নাহিক আন ॥

হস্তের আকৃতি ও লক্ষণবিশেষ দ্বারা স্ত্রী ও পুরুষের শুভাশুভ।

১২২। কপিতুল্যকরা নিঃস্বা ব্যাঘ্রতুল্যকরৈর্বলম্।
চৌর্য্যায় কৃষ্ণমাংসৈশ্চ দীর্ঘৈর্ভর্ত্তুশ্চ মৃত্যবে ॥

যাহার হস্ত বানরের হস্তের ন্যায়, সেই ব্যক্তি ধনহীন হইবে; যাহার হস্ত ব্যাঘ্রের হস্তের ন্যায়, সে ব্যক্তি বলশালী হইবে। যে রমণীর হস্তের মাংস

কৃষ্ণবর্ণ, সে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিবে; পরন্তু নারীর হস্তদ্বয় দীর্ঘাকার হইলে, উহার স্বামীর মৃত্যুসূচনা করে॥১২২

১২২। কপিতুল্য কর যার নির্দ্ধন সে নর;
ব্যাঘ্রকর-তুল্য করে হয় বলধর।
যে নারীর হস্তমাংস কৃষ্ণবর্ণ হয়,
চোর-কার্য্যে রত সেই হইবে নিশ্চয়;
রমণীর কর যদি দীর্ঘাকার হয়,
পতির নিধন তাহে সূচনা করয়॥

১২৩। ক্রব্যাদরূপৈর্হস্তৈশ্চ বৃক-কাকাদি-সন্নিভৈঃ।
শিরালৈর্বিষমৈঃ শুষ্কৈ র্বিত্তহীনা ভবন্তি হি॥

যদি মানবের হস্ত রাক্ষস, শার্দ্দূল বা কাক প্রভৃতির ন্যায় হয়, তবে তাহা অশুভ সূচনা করিয়া থাকে। যে নারীর হস্ত শিরাময়, অসমতল ও শুষ্ক, সে দরিদ্রা হইবে॥১২৩

১২৩। রাক্ষস, শার্দ্দূল, কাকাদির সম,
হস্তদ্বয়, করে অশুভ সূচন।
রমণীর হস্ত শুষ্ক ও বিষম
অথবা শিরাল, দারিদ্র-লক্ষণ॥

করপৃষ্ঠের চিহ্নদ্বারা স্ত্রীলোকের শুভাশুভ।

১২৪। বিরোমং বিশিরং শস্তং পাণিপৃষ্ঠং সমুন্নতম্।
বৈধব্যহেতু রোমাঢ্যং নির্ম্মাংসং স্নায়ুমৎ ত্যজেৎ॥

রমণীর করতলের পৃষ্ঠভাগ রোমহীন, শিরাশূন্য এবং সমুন্নত হইলে, সৌভাগ্য সূচনা করে। যাহার করপৃষ্ঠ রোমাঢ্য অর্থাৎ বহু রোমান্বিত, সে নারী বিধবা হইবে ; আর যে নারীর করপৃষ্ঠ মাংসহীন ও শিরাল (বহুশিরাময়) সেই নারীকে পরিত্যাগ করিবে (অর্থাৎ সে কুলক্ষণা জানিবে) ॥১২৪

১২৪। করতল-পৃষ্ঠ-ভাগ রোম-বিরহিত
শিরাহীন আর যদি হয় সমুচ্ছ্রিত,
তবে রমণীর করে সৌভাগ্য সূচনা
শিবপ্রোক্ত সামুদ্রিক-তন্ত্রের গণনা।
কিন্তু যদি করপৃষ্ঠে রোম দৃষ্ট হয়,
বিধবা হইবে সেই নাহিক সংশয়।
যার করপৃষ্ঠ মাংসহীন, শিরান্বিত,
সেই নারী কুলক্ষণা, ত্যাজ্যা সুনিশ্চিত ॥

স্থূল সূক্ষ্ম অঙ্গুলীবিশেষে মানবের শুভাশুভ।

১২৫। হস্তাঙ্গুলয় এব স্যুর্বায়ুদ্বার-নিভাঃ শুভাঃ।
মেধাবিনাঞ্চ সূক্ষ্মাঃ স্যুর্ভৃত্যানাং চিপিটাঃ স্মৃতাঃ।
স্থূলাঙ্গুলীভির্নিস্বাঃ স্যুর্নতাঃ স্যুঃ সুক্রূশৈস্তথা ॥

যাহার হস্তাঙ্গুলি সকলের অগ্রভাগ সূক্ষ্ম, সেই ভাগ্যবান্ ব্যক্তি মেধাবী হইবে ; যাহার হস্তাঙ্গুলি চিপিট অর্থাৎ চেপ্টা, সে ব্যক্তি অন্যের ভৃত্য

হইবে ; যাহার হস্তাঙ্গুলি স্থূল, সে নির্ধন হইবে এবং যে ব্যক্তির হস্তাঙ্গুলি কৃশ, সে ব্যক্তি বিনয়শালী হইবে ॥১২৫

১২৫। করাঙ্গুলি-অগ্রভাগ সূক্ষ্ম হয় যার,
সে হবে মেধাবী এই সামুদ্র-বিচার।
চিপিট যাহার হয় করাঙ্গুলিচয়
ভৃত্য হইবেক সেই, নাহিক সংশয়।
স্থূল যার করাঙ্গুলি সে হবে নির্ধন,
কৃশ করাঙ্গুলি হয় বিনয়ি-লক্ষণ ॥

অঙ্গুষ্ঠ-চিহ্ন ও অঙ্গুলীপর্ব্বে বিশেষ সৌভাগ্য।

১২৬। তাম্রৈর্ভূপা ধনাঢ্যাশ্চ অঙ্গুষ্ঠৈঃ সযবৈস্তথা।
অঙ্গুষ্ঠমূলজৈঃ পুত্রী স্যাদ্দীর্ঘাঙ্গুলিপর্ব্বকঃ ॥

যে ব্যক্তির অঙ্গুষ্ঠ মধ্যে অথবা অঙ্গুষ্ঠ-মূলে তাম্রবর্ণ যব রেখা দৃষ্ট হয়, সেই ব্যক্তি ধনবান্ এবং রাজা হইবে। যাহার অঙ্গুলিপর্ব্ব দীর্ঘাকার, সেই ব্যক্তি পুত্রবান্ হইবে ॥১২৬

১২৬। অঙ্গুষ্ঠের মাঝে কিংবা মূলে যেই জন
তাম্রবর্ণ যব-রেখা করয়ে ধারণ,
ধনাঢ্য সে জন
হইবে রাজন।
যাহার অঙ্গুলিপর্ব্ব হয় দীর্ঘাকার,
পুত্রবান্ হইবেক সামুদ্র-বিচার ॥

ঘন, বিরলাঙ্গুলি ও রেখাবিশেষে সুখী দীর্ঘায়ু ও রাজা এবং ধনহীনতা।

১২৭। দীর্ঘায়ুঃ সুভগশ্চৈব নির্ধনো বিরলাঙ্গুলিঃ।
ঘনাঙ্গুলিশ্চ সধনস্তিস্রো রেখাশ্চ যস্য বৈ।
নৃপতেঃ করতলগা মণিবন্ধাৎ সমুত্থিতাঃ॥

যাহার অঙ্গুলিগুলি বিরল (ফাঁক ফাঁক) সেই ব্যক্তি দীর্ঘজীবী হইবে এবং পুত্রপৌত্র প্রভৃতি আর আর সৌভাগ্য লাভ করিবে বটে, কিন্তু সেব্যক্তি পরে ধনহীন হইবে। যাহার অঙ্গুলি সকল ঘন, সেই ব্যক্তি ধনবান্ হইবে আর যাহার মণিবন্ধ হইতে তিনটি রেখা সমুত্থিত হইয়া করতল পর্য্যন্ত প্রসারিত থাকে, সেই ব্যক্তি রাজা হইবে॥১২৭

১২৭। অঙ্গুলি সকল যাহার বিরল
পুত্রাদি সৌভাগ্যশালী হইবে সেজন
আর দীর্ঘজীবী হবে ; পরে সে নির্ধন।
অঙ্গুলি নিচয় যদি ঘন হয়
সে মানব ধনশালী হইবে নিশ্চয়,
সামুদ্রিক তন্ত্রে এই আছয়ে নির্ণয়।
সে হবে রাজন পুণ্য নিকেতন
মণিবন্ধ হ'তে যার হয়ে সমুত্থিত।
রেখাত্রয় করতলে হয় প্রসারিত॥

অঙ্গুষ্ঠের আকার বিশেষে মানববিশেষ সুখী ও দুঃখী।

১২৮। উন্নতো মাংসলোঽঙ্গুষ্ঠো বর্ত্তুলোঽতুলভোগদঃ।
বক্রো হ্রস্বশ্চ চিপিটঃ সুখসৌভাগ্য-ভঞ্জক॥

অঙ্গুষ্ঠ উন্নত, মাংসল (স্থূল) এবং বর্ত্তুল (সুগোল) হইলে, উহা নিরতিশয় ভোগদায়ক হইয়া থাকে; পরন্তু উহা বক্র, খর্ব্ব এবং চিপিট (চ্যাপ্‌টা) হইলে সুখ-সৌভাগ্য-বিনাশক হইয়া থাকে॥১২৮

১২৮। অঙ্গুষ্ঠ সুগোল স্থূল উন্নত হইবে যার,
ভুঞ্জিবে সেজন ভোগ, সুখ ভাগ্য-অনুসার।
কিন্তু যদি বক্র, খর্ব্ব অথবা চিপিট হয়,
সুখ ও সৌভাগ্য ভঙ্গ করিবেক সুনিশ্চয়॥

খর্ব্ব কৃশ দীর্ঘ ও ভগ্নাঙ্গুলী দ্বারা রমণীর অল্পায়ুঃ সতীত্ব ও সুখ দুঃখ।

১২৯। দীর্ঘাঙ্গুলীভিঃ কুলটা কৃশাভিরতিনির্ধনা।
হ্রস্বাভিঃ স্যাচ্চ হ্রস্বায়ুর্ভগ্নাভির্ভগ্নবর্ত্তিনী॥

যে নারীর অঙ্গুলিগুলি দীর্ঘাকার, সে কুলটা হইবে, যাহার অঙ্গুলিগুলি কৃশ, সে নারী অতীব নির্ধনা হইবে; যে নারীর অঙ্গুলিনিচয় খর্ব্বাকার, সে অল্পায়ুঃ হইবে এবং যাহার অঙ্গুলি সকল ভগ্নবৎ (ভাঙ্গা ভাঙ্গা) সে রমণী ভগ্নাবস্থায় জীবন যাপন করিবে॥১২৯

১২৯। অঙ্গুলি যাহার হয় দীর্ঘাকার
কুলটা সে কলঙ্কিনী।
অঙ্গুলি নিচয় যদি কৃশ হয়
ধনহীনা সে কামিনী।
খর্ব্ব হয় যার অঙ্গুলি-আকার
অল্পায়ু জানিবে তায়।
অঙ্গুলি সকলে ভাঙ্গা ভাঙ্গা হলে
রবে ভগ্ন অবস্থায়॥

চেপ্টা ও পরস্পর-সংলগ্ন অঙ্গুলিদ্বারা রমণী দাসী, দরিদ্রা ও পতিঘ্নী।

১৩০। চিপিটাভির্ভবেদ্দাসী চিপিটাভি দরিদ্রিণী।
পরস্পরং যদাঙ্গুল্যঃ সমারূঢ়া ভবন্তি হি।
হত্বা বহূনপি পতীন্ পরপ্রেষ্যা ভবেৎ তদা॥

যে নারীর অঙ্গুলি চিপিটাকার অর্থাৎ চেপ্টা হইবে, সে অন্যের দাসী হইবে এবং দরিদ্রা হইবে। যে নারীর অঙ্গুলিসকল "পরস্পর সমারূঢ়া" অর্থাৎ একটির গায়ে আর একটি সংলগ্ন হইয়া উঠিয়াছে, সে বহুপতি বিনাশ করিয়া পরপ্রেষ্যা অর্থাৎ অন্যের কিঙ্করী হইবে॥১৩০

১৩০। যাহার অঙ্গুলি হয় চিপিট-আকার
দাসী হইবেক, চির-দারিদ্র তাহার।

একটি অঙ্গুলি যদি অপরের গায়
সংলগ্ন হইয়া উঠে, জানিবে তাহায়,
বহু পতি বিনাশিয়া সেই অভাগিনী,
অন্যের কিঙ্করী হবে কুল-কলঙ্কিনী ॥

অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগদ্বারা রমণীর সৌভাগ্য।

১৩১। অম্ভোজ-মুকুলাকারমঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি-সম্মুখম্।
হস্তদ্বয়ং মৃগাক্ষীণাং বহুভোগায় জায়তে ॥

যে ভাগ্যবতী রমণীর হস্তদ্বয় রমণীয় এবং অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ পদ্মমুকুল সদৃশ সেই রমণী বহু সুখ-সৌভাগ্য ভোগ করে ॥১৩১

১৩১। রম্য করযুগে পদ্ম-মুকুলের প্রায় যার
সুন্দর অঙ্গুষ্ঠ শোভে, সে নারী সৌভাগ্যাধার ॥

রমণীর অঙ্গুলী সকলের আকৃতিদ্বারা শুভ ও অশুভ।

১৩২। শুভদঃ সরলাঙ্গুষ্ঠো বৃত্তো বৃত্তনখো মৃদুঃ।
অঙ্গুল্যশ্চ সুপর্ব্বাণো দীর্ঘবৃত্তাঃ ক্রমাৎ কৃশাঃ।
চিপিটাস্ত্বপুটা রুক্ষাঃ পৃষ্ঠরোমযুজোঽশুভাঃ ॥

যে মহিলার অঙ্গুষ্ঠ সরল, সুগোল, কোমল ও সুবর্ত্তুলাকার নখবিশিষ্ট, সে সুলক্ষণা রমণী শুভদায়িনী হইবে। যে নারীর অঙ্গুলিনিচয় দীর্ঘাকার,

সুগোল এবং মূলদেশ হইতে অগ্রভাগ পর্য্যন্ত ক্রমশঃ কৃশ এবং পর্ব্বগুলি অতি সুন্দর, সেই শুভ লক্ষণা রমণী সৌভাগ্যশালিনী হইবে। আর যাহার অঙ্গুলি-নিকর চিপিটাকার অর্থাৎ চেপ্‌টা, অসম, উন্নত, রুক্ষ এবং অঙ্গুলির পৃষ্ঠদেশ লোমশ, সেই নারী অশুভদায়িনী হইবে॥১৩২

১৩২। অঙ্গুষ্ঠ সরল সুগোল কোমল,
বৃত্তনখ-সমন্বিত হয় যার কর,
সেই সুলক্ষণা নারী মঙ্গল-আকর।
অঙ্গুলি নিচয় গোল দীর্ঘ হয়
মূল হ'তে ক্রম-সূক্ষ্ম গঠন যাহার
পর্ব্বগুলি হয় যার শোভার আধার,
যে রমণী করে এ অঙ্গুলি ধরে
সেই সীমন্তিনী হয় মহাভাগ্যবতী,
সত্য সত্য সামুদ্রিক তন্ত্রের ভারতী।
অঙ্গুলি যাহার চিপিট-আকার
বিষম, উন্নত, রুক্ষ, পৃষ্ঠে রোমযুত
অভাগিনী সেই নারী অশুভ-সংযুত॥

খর্ব্ব, কৃশ, বক্র ও বিরল অঙ্গুলী পর্ব্বরেখা দ্বারা রমণী চির রোগিণী ও দুঃখভাগিনী।

১৩৩। অতি হ্রস্বাঃ কৃশা বক্রা বিরলা রোগ-হেতুকাঃ।
দুঃখায়াঙ্গুলয়ঃ স্ত্রীণাং বহুপর্ব্ব-সমন্বিতাঃ॥

যে নারীর করাঙ্গুলিসকল অতিশয় খর্ব্বাকার, কৃশ, বক্র এবং বিরল

(ফাঁক ফাঁক) সে চিরদিন রোগ ভোগ করিবে ; আর যাহার অঙ্গুলিতে তিনটির অধিক পর্ব্ব দৃষ্ট হয়, সেই নারী দুঃখভাগিনী হইবে ॥১৩৩

১৩৩। অতি খর্ব্ব, কৃশ, বক্র, বিরল, অঙ্গুলি যার
সেই নারী চিরকাল বহিবেক রোগ-ভার।
তিনের অধিক পর্ব্ব অঙ্গুলিতে যেবা ধরে,
সেই অভাগিনী নারী চিরদুঃখ ভোগ করে ॥

রমণীর অঙ্গুলী রক্তবর্ণ পীতবর্ণাদিদ্বারা শুভ ও অশুভ।

১৩৪। অরুণাঃ সশিখাস্তুঙ্গাঃ করজাঃ সুদৃশাং শুভাঃ।
নিম্না বিবর্ণাঃ শুক্ত্যাভাঃ পীতা দারিদ্রদায়িকাঃ ॥

অঙ্গুলি-নিচয় রক্তবর্ণ শিখা-সমন্বিত, এবং উন্নত হইলে রমণীর শুভ সূচনা করিয়া থাকে ; আর অঙ্গুলি সকল যদি নিম্ন, বিবর্ণ, পীতবর্ণ অথবা শুক্তির আভা বিশিষ্ট অর্থাৎ ঝিনুকের ন্যায় বর্ণের হয়, তবে নারীর দারিদ্র সূচনা করিয়া থাকে ॥১৩৪

১৩৪। রক্তবর্ণ শিখান্বিত অঙ্গুলি উন্নতাকার
সৌভাগ্য সূচনা করে এই চিহ্ন অঙ্গনার।
পীতবর্ণ বিবর্ণ বা শুক্তি-আভা, নিম্ন যার
অঙ্গুলি, দারিদ্রপ্রদ নিশ্চয় বুঝহ সার ॥

অঙ্গুলীর নখের আকৃতিদ্বারা ক্লীব, দরিদ্র ও তার্কিক।

১৩৫। তুষতুল্যনখৈঃ ক্লীবাঃ কুটিলৈঃ স্ফুটিতৈ র্নরাঃ।
নিঃস্বাশ্চ কুনখৈস্তদ্বদ্ বিবর্ণৈঃ পরতর্ককাঃ॥

যে ব্যক্তির নখগুলি তুষের ন্যায় লঘু, সে ক্লীব হইবে; যাহার নখগুলি বক্রাকার, স্ফুটিত ও কুৎসিত, সেই ব্যক্তি নির্ধন হইবে; আর নখ বিবর্ণ হইলে, সেই ব্যক্তি পরতর্ককারী হইয়া থাকে॥১৩৫

১৩৫। তুষবৎ লঘু নখ, ক্লীবের লক্ষণ।
কুৎসিত, স্ফুটিত, বক্র নখেতে নির্ধন;
অঙ্গুলিতে যাহার বিবর্ণ নখ রয়
পরতর্ককারী সেই হইবে নিশ্চয়॥

করতল নিম্ন, সমান, অসমান প্রভৃতিদ্বারা বিত্ত-নাশক ধনশালী দাতা।

১৩৬। পিতৃবিত্ত-বিনাশশ্চ নিম্নাৎ করতলান্নরাঃ।
সংবৃতৈশ্চৈব নিম্নৈশ্চ ধনিনঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
প্রোত্তানকর-দাতারো বিষমৈ র্বিষমা নরাঃ॥

যে ব্যক্তির করতল নিম্ন, তাঁহার পিতৃবিত্ত বিনাশ প্রাপ্ত হয়; যাহার করতল সংবৃত অথচ নিম্ন, সেই ব্যক্তি ধনশালী বলিয়া কীর্ত্তিত হন; যাঁহার

করতল উচ্চ, তিনি দাতা হইবেন ; আর করতল বিষম (অসমান) হইলে মানুষও বিষম অবস্থাপন্ন হইয়া থাকে ॥১৩৬

১৩৬। করতল নিম্ন যার পিতৃবিত্ত নাশ তার
সংবৃত অথচ নিম্ন করতল যায়,
সে হইবে ধনশালী, সামুদ্র-বিচার।
যার হয় সমুন্নত সেই নর সদাব্রত
বদান্য সতত দীনে দয়া অনুপম,
বিষম যাহার কর, সে নর বিষম ॥

করতল ও স্তনদেশ রক্ত পীত ও রুক্ষ দ্বারা পুরুষ ধনবান্, লম্পট ও দরিদ্র।

১৩৭। করৈঃ করতলৈশ্চৈব লাক্ষাভৈরীশ্বরঃ স্তনৈঃ।
পরদার-রতাঃ পীতৈরুক্ষৈর্নিঃস্বা নরা মতাঃ ॥

যাহার হস্ত, হস্ততল, ও স্তনদেশ লাক্ষার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, সে ব্যক্তি ধনবান্ হইবে। করতল পীতবর্ণ হইলে, মানব পরনারী-নিরত হইবে এবং যাহার করতল রুক্ষ সে ব্যক্তি নির্ধন হইবে ॥১৩৭

১৩৭। করতল, কর, কিংবা স্তনদেশ আর,
ধরে যেই মানবের লাক্ষার আকার,
সেই জন হইবেক বহু ধনবান্,
বুঝহ প্রবীণ, সামুদ্রিকের সন্ধান।
রুক্ষ করতল যার সে হয় নির্ধন,
পীত বর্ণ যার, পারদারিক সে জন ॥

করতলের বর্ণ, রেখা ও চিহ্নাদিদ্বারা রমণী শুভদায়িকা।

১৩৮। মৃদু মধ্যোন্নতং রক্তং তলং পাণ্যোররন্ধ্রকম্।
প্রশস্তং শস্তরেখাঢ্যমল্পরেখং শুভপ্রদম্।

যে রমণীর করতল মৃদু, লোহিত বর্ণ, রন্ধ্রবিহীন অর্থাৎ যাহাতে ছেদ নাই, এরূপ আর অল্পরেখা-সমন্বিত,প্রশস্ত ও লক্ষণান্বিত-রেখাবিশিষ্ট এবং যে করতলের মধ্যভাগ উন্নত, সেই মহিলা শুভদায়িকা হইবে॥১৩৮

১৩৮। করতল মৃদু রক্ত, ছেদ-বিরহিত,
মধ্যোন্নত, প্রশস্ত, প্রশস্ত-রেখান্বিত,
অল্প রেখা-সমন্বিত যেই মহিলার
শুভপ্রদা সে রমণী, সামুদ্র-বিচার॥

মণিবন্ধের আকৃতি দ্বারা রাজা, অধম ও দরিদ্র।

১৩৯। মণিবন্ধে র্নিগূঢ়ৈশ্চ সুশ্লিষ্টৈঃ শুভগন্ধিভিঃ।
নৃপা হীনাঃ করৈশ্ছিন্নৈঃ সশব্দৈর্ধনবর্জ্জিতাঃ॥

মণিবন্ধ (অর্থাৎ হাতের কবজা) যদি নিগূঢ়, সুগঠিত এবং শোভনগন্ধ

যুক্ত হয়, তবে সেই ব্যক্তি রাজপদ লাভ করিবে। আর যে ব্যক্তির মণিবন্ধ শব্দ যুক্ত হয় এবং হস্তে ছেদ-সমন্বিত হয়, সে অধম ও ধনহীন হইবে॥১৩৯

১৩৯। নিগূঢ় সুগন্ধযুত মণিবন্ধ যার,
আর সুগঠিত, সেই লভে রাজ্যভার।
যদি উহা শব্দযুত-হস্তে ছিন্ন হয়
অধম নির্ধন তারে জানিবে নিশ্চয়॥

রমণীর মণিবন্ধ ও হস্তের আকৃতিদ্বারা ভাগ্যবতী দুঃখিনী ও পাপিনী।

১৪০। নিগূঢ়-মণিবন্ধৌ চ পদ্মগর্ভোপমৌ করৌ।
ন নিম্নং নোন্নতং স্ত্রীণাং ভবেৎ করতলং শুভম্।
দুঃখিতা পাপনিরতা চোর্দ্ধনাড়ী চ ডাকিনী॥

যে রমণীর মণিবন্ধ (হাতের কব্জা) নিগূঢ় এবং হস্তদ্বয় পদ্মের অভ্যন্তর ভাগের ন্যায় মনোহর আর নিম্ন বা উন্নত নহে, সেই ভাগ্যবতী রমণী পরম মঙ্গলময়ী হইবেক। পরন্তু যাহার মণিবন্ধ ঊর্দ্ধনাড়ী-সমন্বিত, সে হতভাগিনী নারী দুঃখিনী এবং পাপকার্য্য-নিরতা হইয়া ডাকিনীবৎ কালযাপন করিবে॥১৪০

১৪০। পদ্মগর্ভ সম অতি মনোহর,
অনিম্ন অনুচ্চ হয় যার কর,

গূঢ় মণিবন্ধ ধরে যে কামিনী
সে নারী হইবে সৌভাগ্যশালিনী।
উৰ্দ্ধনাড়ীবৃত মণিবন্ধ যার
পাপরতা সেই বহে দুঃখ-ভার ;
ডাকিনী সমান হবে সে অঙ্গনা
সামুদ্র-তন্ত্রের এ সার গণনা ॥

বাহুর আকৃতিদ্বারা রাজচক্রবর্ত্তী, শুভ ও শ্রেষ্ঠ।

১৪১। নির্ম্মাংসৌ চৈব ভুগ্নাঙ্গৌ শ্লিষ্টৌ চ বিপুলৌ শুভৌ।
আজানুলম্বিতৌ বাহু বৃত্তৌ পীনৌ নৃপেশ্বরে।
নির্ম্মাংসৌ রোমশৌ হ্রস্বৌ শ্রেষ্ঠৌ করিকর-প্রভৌ॥

মাংসহীন, ঈষদ্‌বক্র, পরস্পর সংশ্লিষ্টপ্রায় এবং বিপুল বাহুদ্বয় শুভসূচক; আজানু-লম্বমান, সুগোল এবং স্থূল বাহুযুগল রাজ-চক্রবর্ত্তীর চিহ্ন সূচনা করিয়া থাকে। বাহুযুগল অমাংসল, রোমযুক্ত, হ্রস্ব এবং করিশুণ্ডবৎ ক্রমশ কৃশ হইলে তাহা শ্রেষ্ঠত্ব-সূচক হয় ॥১৪১

১৪১। অল্পবক্র, সুমিলিত নির্ম্মাংস বিপুল,
বাহুদ্বয় শুভ, সামুদ্রিকে কহে স্থূল।
আজানু লম্বিত, গোল, স্থূল বাহুদ্বয়
যদি করি শুণ্ডাকার, তবে শ্রেষ্ঠ হয় ॥

বাহুর আকৃতিদ্বারা সম্রাট্।

১৪২। সমাংসৌ চৈব ভুগ্নাগ্রৌ শ্লিষ্টৌ চ বিপুলৌ ভুজৌ।
আজানুলম্বিতৌ বাহু পীতৌ পীতৌ নৃপেশ্বরঃ॥

যে মানবের বাহুযুগল মাংসল, ঈষদ্ বক্র, সুসংশ্লিষ্ট, বিশাল, জানু পর্য্যন্ত লম্বমান, পরিচ্ছন্ন ও পীবর (স্থূল ও সুগঠিত) সেই নরশ্রেষ্ঠ সম্রাট্ হইবে॥১৪২

১৪২। মাংসল, ঈষদ্ বক্র, যার ভুজদ্বয়,
জানুদেশ পর্য্যন্ত লম্বিত দৃষ্ট হয়
সুসংশ্লিষ্ট, পরিচ্ছন্ন, পীবর দর্শন
যদি হয়, তবে উহা সম্রাট-লক্ষণ॥

বাহুর আকৃতিদ্বারা দরিদ্র সুখী ও শ্রেষ্ঠ।

১৪৩। নির্ম্মাংসৌ রোমশৌ হ্রস্বৌ ভুজৌ দারিদ্র্যদায়কৌ।
অলোমশৌ তু সুখিনৌ শ্রেষ্ঠৌ করিকরপ্রভৌ॥

যে ব্যক্তির বাহু যুগল মাংসল নহে পরন্তু রোমযুক্ত এবং ক্ষুদ্র সে দরিদ্র হইবে। লোমবিহীন হইলে সে ব্যক্তি সুখী হইবে; আর ভুজদ্বয় করি-শুণ্ডাকার অর্থাৎ ক্রমশঃ কৃশ হইলে উহা শ্রেষ্ঠতা-সূচক॥১৪৩

১৪৩। মাংসহীন, লোমযুক্ত, হ্রস্ব ভুজদ্বয়,
দারিদ্র জনক, ইথে নাহিক সংশয়।
লোমহীন বাহু যার সুখী সেই জন,
করি শুণ্ডাকার বাহু শ্রেষ্ঠের লক্ষণ॥

দ্বিতীয় খণ্ড।

স্বামি-দুঃখপ্রদা, দুর্ভগা ও ধার্ম্মিকা স্ত্রীর চিহ্ন।

৯২ কঙ্ক-জম্বূক-মণ্ডূক-বৃক-বৃশ্চিক-ভোগিনঃ।
রাসভোষ্ট্র-বিড়ালাঃ স্যুঃ করস্থা দুঃখদাঃ স্ত্রিয়াঃ।
পাণৌ প্রদক্ষিণাবর্ত্তো ধর্ম্ম্যো বামো ন শোভনঃ॥

যে স্ত্রীর করতলে কঙ্ক (চিল), শৃগাল, ভেক, ব্যাঘ্র, বৃশ্চিক, সর্প, গর্দ্দভ, উষ্ট্র ও বিড়াল-চিহ্ন বিদ্যমান থাকে, সেই রমণী স্বামীর দুঃখদায়িকা হয়। স্ত্রীলোকের করতলে দক্ষিণাবর্ত্ত রেখা থাকিলে, সে ধর্ম্মপরায়ণা হয়; আর বামাবর্ত্ত রেখা থাকিলে, হতভাগিনী হইয়া থাকে॥৯২

৯২। শার্দ্দূল বৃশ্চিক কঙ্ক, উষ্ট্র, ফেরু আর
মণ্ডূক ও ভুজঙ্গম, রাসভ, মার্জ্জার—
এই নয় চিহ্ন ধরে,
যে রমণী বাম করে,
প্রদানে স্বামীকে সেই সদা দুঃখভার॥
থাকিলে দক্ষিণাবর্ত্ত রেখা করতলে,
ধর্ম্মপরায়ণা হয় সে নারী ভূতলে।
সেইরূপ বামাবর্ত্ত রেখা যদি রয়,
ভাগ্যহীনা সেই নারী হইবে নিশ্চয়॥

ভগিনী ও ভ্রাতৃসংখ্যা-সূচক রেখা।

৯৩। বৃদ্ধামূলে চ যা রেখা ভ্রাতৃ-ভগ্নী-প্রদায়িকা।
কৃষ্ণা সূক্ষ্মা ক্রমেণৈব হীনা ছিদ্রপ্রদায়িকা॥

অঙ্গুষ্ঠের মূলে যতগুলি রেখা থাকে, ততগুলি ভ্রাতা ও ভগিনী হয়, আর যদি ঐ রেখাগুলি কৃষ্ণবর্ণ ও ক্রমসূক্ষ্ম হয়, তাহার ফলে ভ্রাতা ও ভগিনীর বিনাশ এবং কলঙ্ক হয়॥৯৩

৯৩। নরের অঙ্গুষ্ঠমূলে রেখা থাকে যত,
ভ্রাতা ও ভগিনী-সংখ্যা হয় তার তত।
কিন্তু রেখা কৃষ্ণবর্ণ ক্রম-সূক্ষ্ম হ'লে,
তাহাদের নাশ ও কলঙ্ক তার ফলে॥

সম্পত্তি ও যশোলাভ-রেখা।

বৃদ্ধামূলস্থ মধ্যে চেন্মিলিতা বিভবো যশঃ।
পৃথগ্‌রেখা ভবেজ্‌জ্ঞেয়ং নিশ্চিতং লক্ষণস্তুদম্‌॥

অঙ্গুষ্ঠ-মূলের মধ্যে যদি বহুরেখা মিলিত থাকে, তাহাহইলে সম্পত্তি ও যশো লাভ হয়; আর ঐ রেখাগুলি পৃথক্ পৃথক্ হইলে কুলক্ষণ বুঝায়॥৯৪

৯৪। অঙ্গুষ্ঠের মূলভাগে সমবেত বহু রেখা
যেই মহাভাগ্যবান্ মানবের যায় দেখা,
সম্পত্তি ও যশোলাভ হয় তার সুনিশ্চয়,
পৃথক্ থাকিলে রেখা কুলক্ষণযুত হয়॥

বহু সুখদুঃখ ও সৌভাগ্যসূচক ঊর্দ্ধরেখা।

৯৫। রেখান্বিতাং ত্ববিধবাং কুর্য্যাৎ সম্ভোগিনীং স্ত্রিয়ম্।
রেখা যা মণিরন্ধোত্থা গতা মধ্যাঙ্গুলীং করে॥

৯৬। গতা পাণিতলে যা চ যোর্দ্ধপাদতলে স্থিতা।
স্ত্রীণাং পুংসাং তথা বা স্যাদ্‌রাজ্যায় চ সুখায় চ।
পুত্রপৌত্রাদি-সম্পন্না সোর্দ্ধরেখা শুভপ্রদা॥

যে রেখা মণিবন্ধ (হাতের কব্‌জী) হইতে উত্থিত হইয়া করতলের মধ্যভাগ দিয়া ঊর্দ্ধমুখে মধ্যমাঙ্গুলির মূলপর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকে, তাহার নাম "ঊর্দ্ধরেখা"। এই ঊর্দ্ধরেখা কোন কোন ভাগ্যবান্ ব্যক্তির পদতলেও দৃষ্ট হয়। ঈদৃশ ঊর্দ্ধরেখা রমণীর করতলে বিদ্যমান থাকিলে, সে অবিধবা ও নানাসুখ-ভাগিনী হয়। যে নারীর করতলে এবং পদতলে এই ঊর্দ্ধরেখা থাকে, সে কদাচ বিধবা হয় না, পরন্তু সৌভাগ্যবতী হয় এবং পুত্র-পৌত্রাদি-সম্পন্না হইয়া থাকে। নারী বা পুরুষ যাহারই করতলে এই রেখা থাকে, সে রাজপদ লাভ করে ও সুখ ভোগকরে এবং তাহার পুত্রপৌত্রাদিক্রমে বংশবৃদ্ধি ও সর্ব্বপ্রকার সুখলাভ হয়॥৯৫-৯৬

৯৫-৯৬। করতলে মণিবন্ধ হতে সমুত্থিত,
মধ্যমা মূল পর্য্যন্ত হলে প্রসারিত,
ঊর্দ্ধরেখা তার নাম,
সকল কল্যাণ-ধাম;
রমণীর করে যদি রহে বিদ্যমান,
অবৈধব্য, ভোগসুখ করে তারে দান।

যে রমণী করতলে আর পদতলে,
অখণ্ড এ ঊর্দ্ধরেখা ধরে ভাগ্যবলে।
আজীবন ভর্ত্তৃমতী,
পরম সৌভাগ্যবতী,
পুত্রপৌত্র লয়ে সুখে যাপয়ে জীবন।
কিবা নারী কিবা নরে
ঊর্দ্ধরেখা যার করে
রাজ্যলাভ করে সুখভাগী সেই জন॥

অঙ্গুষ্ঠে কুণ্ডলীচিহ্নে বহুভোগী ও সুখী।

৯৭। অঙ্গুষ্ঠোদর-মধ্যে তু কুণ্ডলী যস্য দৃশ্যতে।
ভোজ্যমুৎপাদ্যতে তস্য প্রচুরঞ্চ সুখং ভবেৎ॥

যেব্যক্তির অঙ্গুষ্ঠের উদরমধ্যে কুণ্ডলী রেখা দৃষ্ট হয়, সে ভোগী হয় এবং প্রচুর সুখভাগী হইয়া থাকে॥৯৭

৯৭। যাহার কুণ্ডলীরেখা অঙ্গুষ্ঠ-উদরে রয়।
ভোগী ও পরমসুখী হয় সেই সুনিশ্চয়॥

পুত্র-পৌত্রাদিযুক্তা ও রাজপত্নীত্বসূচক চিহ্ন।

৯৮। যস্যাঃ করতলে পদ্মং পূর্ণকুম্ভস্তথৈবচ।
রাজপত্নীত্বমাপ্নোতি পুত্রপৌত্রৈঃ প্রবর্দ্ধতে॥

যেস্ত্রীর করতলে পদ্ম ও পূর্ণকুম্ভ চিহ্ন দৃষ্ট হয়, সে রমণী রাজপত্নী হয়, এবং তাহার পুত্রপৌত্র বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে॥৯৮

৯৮। পূর্ণকুম্ভ চিহ্ন করে ধরে যে কামিনী,
কিংবা পদ্মচিহ্ন যেবা ধরে নিতম্বিনী,
লভে নরপতি পতি সেই পুণ্যবতী,
পুত্রপৌত্ররতী হয়, সামুদ্রভারতী॥

মাতৃভক্ত রেখা ও ভোগশালী চিহ্ন।

৯৯। বৃদ্ধামূলে চ রেখে দ্বে মাতুর্ভক্তো বিশেষতঃ।
বহুভোগৈর্ব্বর্দ্ধিতঃ স্যাদ্ যস্য বজ্রাঙ্কিতং পরম্॥

যাহার অঙ্গুষ্ঠের মূলে দুইটি রেখা থাকে, সে ব্যক্তি অতিশয় মাতৃভক্ত হয় এবং ঐস্থানে বজ্রচিহ্ন থাকিলে বহু ভোগশালী হয়॥৯৯

৯৯। অঙ্গুষ্ঠের মূলদেশে থাকে যার রেখাদ্বয়,
সেই ভাগ্যবান্ হয় মাতৃভক্ত অতিশয়।
পরন্তু অশনি-চিহ্ন দৃষ্ট হলে সেই স্থলে,
মহা ভোগশালী নর হইবে সুকৃতিবলে॥

সুখ, সম্পত্তি ও সর্ব্ববিদ্যালাভসূচক চিহ্ন।

১০০। অঙ্গুষ্ঠোদরমধ্যেতু যবো যস্য বিরাজতে।
বিভবং ভোজনং তস্য স নরঃ সুখমেধতে।
সর্ব্ববিদ্যাপ্রশস্তশ্চ স ভবেন্নাত্র সংশয়ঃ॥

অঙ্গুষ্ঠের উদরের মধ্যভাগে যাহার যব রেখা দৃষ্ট হয়, সেব্যক্তি বিভবশালী, ভোক্তা ও সর্ব্ববিধ সুখে সুখী হইবে এবং সে ব্যক্তি সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ হইবে —ইহাতে সন্দেহ নাই ॥১০০

১০০। অঙ্গুষ্ঠ-উদর মাঝে যব-রেখা থাকে যার
সে হয় বিভবশালী ভোক্তা সুখী তারে বলি
সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ সবে গায় যশ তার ॥

যশস্বী, বিদ্বান্, ধনবান্ ও ধনদাতা চিহ্ন।

১০১। অঙ্গুষ্ঠোদরমধ্যেতু রেখা যস্য যবাকৃতিঃ।
যশস্বী চ ভবেদ্ বিদ্বান্ ধনদাতা চ নিত্যশঃ ॥

যাহার অঙ্গুষ্ঠ গর্ভ মধ্যে যবাকার রেখা থাকে, সেই ব্যক্তি যশস্বী, বিদ্বান্, লক্ষ্মীবান্ ও দাতা হয় ॥১০১

১০১। অঙ্গুষ্ঠের গর্ভমাঝে যদি যবাকার রেখা,
ভাগ্যবলে মানবের করতলে যায় দেখা,
যশস্বী, বিদ্বান্, দাতা, লক্ষ্মীবান্ সেই জন ;
মহাসুখে জীব-যাত্রা করিবেন সমাপন ॥

অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বে যবরেখায় সুখী।

১০২। অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বমধ্যেতু যবো যস্য বিরাজতে।
পররেখা ভবেদ্ যস্য স নরঃ সুখমেধতে ॥

যাহার অঙ্গুষ্ঠের পর্ব্বমধ্যে যবরেখা থাকে এবং তাহার সহিত অন্তরেখা সংযুক্ত থাকে, সে ব্যক্তি সুখী হয় ॥১০২

১০২। অঙ্গুষ্ঠের পর্ব্বমাঝে যব রেখা থাকে যার,
অন্তরেখা সম্মিলিত যদি থাকে সঙ্গে তার,
চির দিন তরে সুখী হইবেক সেই জন,
সন্দেহ নাহিক ইথে, সমুদ্র-তন্ত্র-বচন ॥

১০৩। তাম্রে ভূপা ধনাঢ্যাশ্চ অঙ্গুষ্ঠৈঃ সযবৈস্তথা।
অঙ্গুষ্ঠমূলজৈঃ পুত্রী স্যাদ্দীর্ঘাঙ্গুলিপর্ব্বকঃ ॥

যাহার অঙ্গুষ্ঠের মূলদেশে যবচিহ্ন থাকে এবং ঐ অঙ্গুলি যদি তাম্রবর্ণ হয়, তবে সে ব্যক্তি বিপুল বিভবশালী নরপতি হইবে। আর যে ব্যক্তির অঙ্গুলিমূলে যবচিহ্ন থাকে এবং অঙ্গুলিপর্ব্ব সকল দীর্ঘাকার হয়, সে ব্যক্তি পুত্রবান্ হইবে ॥১০৩

১০৩। কাহারো অঙ্গুষ্ঠমূলে যবচিহ্ন যদি রয়,
আর সে অঙ্গুলি যদি লোহিত-বরণ হয়,
বিপুল বিভবপতি
হবে সে ধরণীপতি।
অঙ্গুষ্ঠের মূলদেশে যবচিহ্ন রহে যার
আর সর্ব্বাঙ্গুলি পর্ব্ব যদি হয় দীর্ঘাকার
পুত্রবান্ সেই নর হইবেক সুনিশ্চয়
সামুদ্রিক তন্ত্রবাণী অন্যথা নাহিক হয় ॥

সর্ব্বসমৃদ্ধি ও শতায়ুঃ চিহ্ন।

১০৪। অঙ্গুষ্ঠোদরমধ্যে তু যবো যস্য বিরাজিতঃ।
উন্নতং শোভনং তেন শতং জীবতি মানবঃ॥

যাহার হস্তে অঙ্গুষ্ঠের মধ্যরেখার মধ্যে যবচিহ্ন দৃষ্ট হয়, সে ব্যক্তি ধন, মান, জ্ঞানপ্রভৃতি সর্ব্ববিধ সমৃদ্ধিতে সমুন্নত ও শোভিত হইয়া সংসারে কালাতিপাত করে এবং শতবর্ষ আয়ু লাভ করে॥১০৪

১০৪। অঙ্গুষ্ঠ-উদরমাঝে রহে যেই মধ্যরেখা,
তার অভ্যন্তরে যার যবচিহ্ন যায় দেখা,
ধরা মাঝে সেই জন,
ধনে মানে সুশোভন,
নানাবিধ সুখৈশ্বর্য্য ভুঞ্জিবে অবনীতলে,
শতায়ু লভিয়া কাল যাপিবেক কুতূহলে॥

নীচবংশসম্ভূত হইলেও রাজমহিষী চিহ্ন।

১০৫। যস্যাঃ পাণিতলে রেখা প্রাকার-তোরণং ভবেৎ।
অপি দাসকুলে জাতা রাজ্ঞিত্বমধিগচ্ছতি॥

যে রমণীর করতলে তোরণ সহিত প্রাচীরের আকৃতি সদৃশ চিহ্ন দৃষ্ট হয়, সে মহিলা দাসবংশে জন্মিলেও রাজমহিষী হইবে॥১০৫

১০৫। তোরণ-প্রাকার চিহ্ন করতলে ধরে যেই,
দাসীকুলে জন্মিলেও রাজার মহিষী সেই॥

অল্পায়ুঃ, দীর্ঘায়ুঃ ও শুভাশুভসূচক রেখা।

১০৬। অল্পায়ুষে লঘুচ্ছিন্না দীর্ঘচ্ছিন্না মহায়ুষে।
শুভন্তু লক্ষণং স্ত্রীণাং প্রোক্তন্ত্বশুভমন্যথা॥

যাহার অঙ্গুষ্ঠের নিম্নে রেখা অল্প অল্পছিন্ন ভাবে পরিদৃষ্ট হয়, সেই ব্যক্তির আয়ু অল্প হয়; আর ঐ রেখা যদি দীর্ঘভাবে ছিন্ন থাকে, তবে দীর্ঘায়ু হইয়া থাকে। পরন্তু স্ত্রীলোকের হস্তে এই রেখা থাকিলে, তাহা শুভসূচক হয় এবং এই রেখা না থাকিলে অশুভ সূচনা করে॥১০৬

১০৬। অঙ্গুষ্ঠের নিম্নভাবে থাকয়ে যে রেখা,
অল্প অল্প ছিন্ন তাহা যার যায় দেখা,
অল্পায়ু হইবে সেই,
সামুদ্র-সিদ্ধান্ত এই;
কিন্তু উহা যদি দীর্ঘ-ভাবে ছিন্ন হয়,
দীর্ঘায়ু হইবে সেই নাহিক সংশয়।
পরন্তু তাদৃশ রেখা থাকিলে রমণী-করে,
শুভ হয়; না থাকিলে অশুভ সূচনা করে॥

অশ্ব, গজ প্রভৃতি চিহ্নে রমণীর রাজপত্নীত্ব।

১০৭। বাজি-কুঞ্জর-শ্রীবৃক্ষ-যূপেষু-যব তোমরৈঃ।
ধ্বজ চামর-মালাভিঃ শৈল-কুণ্ডল-বেদিভিঃ॥

১০৮। শঙ্খাতপত্র-পদ্মৈশ্চ মৎস্য-স্বস্তিক-সদ্রথৈঃ।
লক্ষণৈরঙ্কুশাদ্যৈশ্চ স্ত্রিয়ঃ স্যু রাজবল্লভাঃ॥

যে রমণীর হস্তে বা পদে অশ্ব, গজ, বিল্ববৃক্ষ, যূপ * বাণ, যব, তোমর + ধ্বজা, চামর, মাল্য, শৈল, কর্ণভূষণ, বেদী, শঙ্খ, ছত্র, পদ্ম, মীন, স্বস্তিক ‡ উত্তমরথ, অঙ্কুশ প্রভৃতির কোন চিহ্ন বিদ্যমান থাকে, তবে সে মহীয়সী মহিলা রাজার প্রিয়তমা পত্নী হইবে ॥১০৭।১০৮

১০৭।১০৮। স্যন্দন, মাতঙ্গ, যূপ,* যব, বিল্বতরু, শর,
চামর তোমর,+ মাল্য, পতাকা, ক্ষুদ্র ভূধর,
বেদিকা, কুণ্ডল, ছত্র,
শঙ্খ, মীন, শতপত্র,
স্বস্তিক,‡ তুরঙ্গ আর অঙ্কুশাদি চিহ্ন রয়
যে নারীর করে পদে, সে রাজদয়িতা হয় ॥

ভাগ্যবতী রমণীর সুলক্ষণা রেখা।

১০৯। রক্তা ব্যক্তা গভীরা চ স্নিগ্ধা পূর্ণা চ বর্ত্তুলা।
করেরেখাঙ্গনায়া স্যাচ্ছুভা ভাগ্যানুসারতঃ ॥

রমণীর করতলস্থ রেখাগুলি যদি রক্তবর্ণ, সুস্পষ্ট, গভীর, স্নিগ্ধ (উজ্জ্বল), পূর্ণ ও বর্ত্তুলাকার হয়, তবে সে মহিলা স্বকীয় ভাগ্যানুসারে সুলক্ষণা বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে ॥১০৯

১০৯। লোহিত, গভীর, পূর্ণ, স্নিগ্ধ, বৃত্তাকার,
স্পষ্ট রেখাগুলি নিজ ভাগ্য-অনুসার—

---

* যূপ—জয়স্তম্ভ বা যজ্ঞীয় পশুবন্ধন স্তম্ভ। + তোমর—লৌহ শাবল। ‡ স্বস্তিক পিটুলিনির্ম্মিত মঙ্গলদ্রব্য বিশেষ বা চতুষ্পথ, বা সর্পফণা অথবা বারান্দাওয়ালা বাটী।

যে রমণী করতলে রহে বিদ্যমান,
সুলক্ষণা সেই নারী, ইথে নাহি আন ॥

দীক্ষা, ধর্ম্ম, পদবী, সুখ, বিদ্যা-প্রভৃতি-সূচক রেখা।

১১০। দীক্ষাণাঞ্চ তথা ধর্ম্ম-পদবী-সুখমেব চ।
বিদ্যামানাপমানঞ্চ অমুলা-মূলসংস্থিতা ॥

যাহার অমূলা অর্থাৎ কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূলদেশে রেখা বর্ত্তমান থাকে, তাহার দীক্ষা, ধর্ম্ম, পদবী, সুখ, বিদ্যা, মানাপমান সংবর্দ্ধিত হয় ॥১১০

১১০। কনিষ্ঠার নামান্তর অমূলা জ্যোতিষে কয়,
তার মূলদেশ যার রেখাঙ্কিত দৃষ্ট হয়,
দীক্ষা, ধর্ম্ম, পদ, সুখ, বিদ্যা, মান অপমান,
বাড়ে তার ভাগ্যফলে, সামুদ্রিকে সপ্রমাণ ॥

বহুসুখ-সূচক রেখা।

১১১। কনিষ্ঠা-মূলসংযুক্তা ত্রিরেখা যস্য দৃশ্যতে।
একং যুগ্মঞ্চ ত্রিতয়ং চতুর্থং বাণসম্মিতম্।
যুগ্মং বাপি পৃথগ্ বাপি বিপুলং ভোগদায়কম্ ॥

যে ব্যক্তির কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূলদেশে সংযুক্ত রেখাত্রয় দৃষ্ট হয়, অথবা ঐ স্থলে সংযুক্ত বা পৃথক্ রূপে একটি, দুইটি, তিনটি চারিটি বা পাঁচটি রেখা বর্ত্তমান থাকে, সেব্যক্তি বিপুল সুখের অধিকারী হয়॥ ১১১

১১১। কনিষ্ঠার মূলদেশে সমবেত রেখাত্রয়,
ভাগ্যবান্ যে নরের করতলে দৃষ্ট হয়,
যুক্ত বা পৃথক্ রূপে কিংবা তথা যায় দেখা,
এক, দুই, তিন, চারি, অথবা পাঁচটি রেখা,
সুবিপুল ভোগ সুখ লভিবে সে মহাজন,
সামুদ্রিক তন্ত্র-বাণী মিথ্যা নহে কদাচন॥

ধনী, দীর্ঘজীবী ও সৌভাগ্য-সূচক প্রভৃতি রেখা।

১১২। দীর্ঘায়ুঃ সুভগশ্চৈব সঘনো বিরলাঙ্গুলিঃ।
ঘনাঙ্গুলিশ্চ অধনস্তিস্রো রেখাশ্চ যস্য বৈ।
অঙ্গুষ্ঠমূলগা রেখাঃ পুত্রাশ্চ সুখদায়িকাঃ॥

যে ব্যক্তির অঙ্গুলিগুলি বিরল (ফাঁক ফাঁক) হয়, সে ব্যক্তি ধনী, দীর্ঘজীবী ও সৌভাগ্যশালী হইয়া থাকে। যে ব্যক্তির অঙ্গুলিগুলি ঘন এবং তাহাতে তিন তিনটি রেখা থাকে, সে ব্যক্তি ধনহীন হইয়া থাকে; অঙ্গুষ্ঠের মূলদেশে বহু রেখা থাকিলে, পুত্র ও সুখ সম্পত্তি বর্দ্ধিত হয়॥ ১১২

১১২। বিরল যাহার হয় অঙ্গুলি নিকর
ধনী, দীর্ঘজীবী সেই সৌভাগ্য-আকর;

যাহার অঙ্গুলিচয়
ঘন-সন্নিবিষ্ট হয়,
তিনটি তিনটি রেখা করয়ে ধারণ,
সে হইবে ধনহীন, সামুদ্র-বচন ॥

মহাবলশালী ও সুলক্ষণসূচক রেখা।

১১৩। সর্ব্বাঃ সুচক্রৈঃ পরিতোহঙ্গুলীর্মহা-
বলপ্রাপ্তি-র্ব্বরেণ্য-লক্ষণম্ ॥

যাহার অঙ্গুলি সকলে চক্রাকৃতি রেখা সকল অঙ্কিত থাকে, সে ব্যক্তি মহাবলশালী ও সর্ব্ববিধ শোভন লক্ষণ সম্পন্ন হয় ॥১১৩

১১৩। অঙ্গুলি-সমূহে চক্রাকৃতি রেখা রহে যার,
মহাবলপরাক্রম সর্ব্ব সুলক্ষণ তার ॥

কুলটা-লক্ষণসূচক রেখা।

১১৪। অঙ্গুষ্ঠ-মূলাদ্ যদি বৈ তু রেখা
স্থূলা তথা চক্রকৃতা চ নারী।
অবারিতা ষণ্ডপ্রচণ্ডতা চ
পরান্বিতা শূন্যহৃদা চ খণ্ডিতা ॥

যে নারীর অঙ্গুষ্ঠমূল হইতে মধ্যভাগ পর্য্যন্ত স্থূল ও চক্রাকার রেখা

থাকে, সে কুলটা, নষ্টপ্রকৃতি, দয়াহীনা, পরপুরুষগামিনী এবং যণ্ডের ন্যায় প্রচণ্ডা ও স্বাধীনা হয়॥১১৪

১১৪। নারীর অঙ্গুষ্ঠমূল হতে হয়ে সমুত্থিত,
মধ্যভাগ পর্য্যন্ত যদ্যপি হয় সমন্বিত,
স্থূল চক্রাকার রেখা,
করতলে যায় দেখা,
সে হয় কুলটা, ভ্রষ্টা, দয়াহীনা, প্রকোপিনী,
অন্যাসক্তা যণ্ডতুল্য-প্রচণ্ডা কামচারিণী॥

সামান্য ও বহুসম্পত্তিলাভ-সূচক চিহ্ন।

১১৫। মৎস্যেনৈকেন চৈশ্বর্য্যং সহস্রং লাভসম্পদম্।
পদ্মং শঙ্খং বিজানীয়াদ্ ব্যজনঞ্চ ক্রমেণ চ॥

যাহার করতলে একটি মাত্র মৎস্য চিহ্ন থাকে, সে ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যশালী হয়; করতলে চক্র, তালবৃন্ত, শঙ্খ অথবা পদ্ম চিহ্ন থাকিলে সহস্র সহস্র সম্পত্তির অধিকারী হয়॥১১৫

১১৫। একমাত্র মৎস্যচিহ্ন যার করতলে,
ঐশ্বর্য্য লভয়ে সেই নিজ ভাগ্যবলে;
চক্র, তালবৃন্ত, শঙ্খ, পদ্ম করে যার,
সহস্র সহস্র হয় সম্পদ তাহার॥

লক্ষপতি, কোটি ও শতকোটী প্রভৃতি চিহ্ন।

১১৬। পদ্মে কোটির্ভবেচ্ছত্রে শঙ্খে কোটিশতানি চ।
লক্ষাধিপশ্চ ব্যজনে চক্রে রাজা ন সংশয়ঃ॥

যে ব্যক্তির করতলে ছত্র কিংবা পদ্ম চিহ্ন থাকে, সে ব্যক্তি কোটীশ্বর হয়; শঙ্খচিহ্ন থাকিলে শতকোটীশ্বর হয়; তালবৃন্ত চিহ্ন থাকিলে লক্ষেশ্বর হয় এবং চক্রচিহ্ন থাকিলে রাজা হয়; ইহাতে সন্দেহ নাই॥ ১১৬

১১৬। ছত্র কিংবা পদ্ম চিহ্ন রহে যার করতলে,
কোটীশ্বর হয়ে সেই যাপে কাল কুতূহলে।
শঙ্খচিহ্ন করে যার, হয় শত কোটীশ্বর,
তালবৃন্ত চিহ্নে নর হইবেক লক্ষেশ্বর॥
চক্রচিহ্ন করতলে ধরে যেই মহাজন,
ধরাপতি হয় সেই মহাসুকৃতি-ভাজন॥

কলহপ্রিয়া, কুটিলা, বিধবা ও দুঃখিনীর চিহ্ন।

১১৭। অনামিকা ভবেচ্ছিন্না সা ভবেৎ কলহপ্রিয়া।
মধ্যমা চ ভবেচ্ছিন্না সা নারী কুটিলা স্মৃতা॥
১১৮। তর্জ্জনী চ ভবেচ্ছিন্না বিধবা সা প্রকীর্ত্তিতা।
কনিষ্ঠাচ ভবেচ্ছিন্না সা নারী দুঃখভাগিনী॥

যে নারীর অনামিকা অঙ্গুলির রেখাগুলি ছিন্ন থাকে, সে কলহপ্রিয়া হয়, যাহার মধ্যমাস্থিত রেখাগুলি ছিন্ন হয়,সে কুটিলহৃদয়া হইবে; তর্জ্জনীর রেখাগুলি.ছিন্ন হইলে, সে নারী বিধবা হইবে এবং কনিষ্ঠার রেখাগুলি ছিন্ন হইলে দুঃখভাগিনী হইবে॥১১৭—১১৮

১১৭—১১৮। অনামার রেখাগুলি যে নারীর ছিন্ন হয়,
মুখরা কলহপ্রিয়া হবে সেই নিঃসংশয়।

মধ্যমার রেখাচয় যদি ছিন্নভিন্ন রয়,
কুটিল হৃদয়া তারে সামুদ্রিকতন্ত্রে কয় ।
ছিন্ন যার করস্থিত তর্জ্জনীর রেখা চয়,
পতিহীনা সেই নারী হইবেক সুনিশ্চয় ।
কনিষ্ঠার রেখাগুলি ছিন্ন যার করতলে,
দুঃখের ভাগিনী সেই হইবে ধরণীতলে ॥

অঙ্গুলীরেখায় স্বর্ণাঙ্গুরী লাভ ।

১১৯ । সমস্তাঙ্গুলিকানাস্তু কোষ্ঠরেখা ভবেদ্ যদি ।
তদা স্বর্ণাঙ্গুরীং দিব্যাং চিরং স লভতে ধ্রুবম্ ॥

যে ব্যক্তির সমস্ত অঙ্গুলির প্রকোষ্ঠে রেখা অঙ্কিত থাকে, সে দিব্য স্বর্ণাঙ্গুরী লাভ করিবে ; ইহাতে সন্দেহ নাই ॥১১৯

১১৯ । সর্ব্বাঙ্গুলি-প্রকোষ্ঠেতে রেখা সমঙ্কিত যার,
দিব্য স্বর্ণাঙ্গুরীয়ক শোভিবে অঙ্গুলি তার ॥

অঙ্গুলীচিহ্নে বহুলাভ ও রাজ্যাধিকার প্রাপ্তি

১২০ । পঞ্চভিঃ সব্য-করগা নৃপাঙ্কৈঃ পূরিতাঙ্গুলীঃ ।
নৃপাধিকারমাপ্নোতি বহুলাভকরঃ পুমান্ ॥

যাহার করতলের প্রতি বামাঙ্গুলিতে পাঁচটি পাঁচটি নৃপাঙ্ক চিহ্ন দৃষ্ট হয়, সেই ব্যক্তি নৃপাধিকার প্রাপ্ত হয় এবং বহু লাভবান্ হইয়া থাকে ॥ ১২০

বাহুর আকৃতিদ্বারা রমণী শুভলক্ষণা।

১৪৪। স্যাতাং দোসৌ সুনির্দ্দোষৌ গূঢ়াস্থি-গ্রন্থি-কোমলৌ।
বিশিরৌ চ বিরোমাণৌ সরলৌ হরিণীদৃশাম্ ॥

যে রমণীর বাহুযুগল নির্দ্দোষ, যাহার বাহুদ্বয়ের অস্থি ও গ্রন্থি নিগূঢ় এবং কোমল (অর্থাৎ হস্তের অস্থি ও গাঁইটগুলি দেখিতে পাওয়া যায় না অথচ নহে ; যাহার বাহুদ্বয় শিরাবিহীন ও রোমশূন্য এবং সরল, সেই [illegible] মহিলাকে শুভলক্ষণা বলিয়া জানিবে ॥ [illegible]

১৪৪। গূঢ় সুকুমার অস্থি-গ্রন্থিচয়-সমন্বিত,
দোষহীন, ঋজু আর শিরা-লোম-বিরহিত—
এহেন সরল বাহু [illegible] যে মৃগলোচনা,
সেই পুণ্যবতী নারী অতীব শুভলক্ষণা ॥

বাহুর আকৃতিদ্বারা রমণী বিধবা, ভাগ্য-হীনা ও চিররোগিণী।

১৪৫। বৈধব্যং স্থূলরোমাণৌ হ্রস্বৌ দৌর্ভাগ্যসূচকৌ।
পরিক্লেশায় নারীণাং পরিদৃশ্য-শিরৌ ভুজৌ ॥

রমণীর বাহুযুগল স্থূলরোমবিশিষ্ট এবং হ্রস্ব হইলে, তাহা বৈধব্য ও দুর্ভাগ্য সূচনা করে। যে নারীর বাহুযুগলে শিরা দৃষ্ট হয়, সে চিরকাল ক্লেশভাগিনী হইয়া থাকে ॥ ১৪৫

১৪৫। স্থূল-রোমবৃত, খর্ব্ব, বাহুযুগ অবলার,
বৈধব্য দুর্ভাগ্য করে সূচনা নিশ্চয় তার।
যে নারীর বাহুযুগ শিরা-সমন্বিত হয়,
চিরক্লেশভাগিনী সে হইবেক অসংশয়॥

মস্তকের আকৃতিদ্বারা স্ত্রীপুরুষের সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য প্রভৃতি যোগ।

১৪৬। ছত্রাকারৈঃ শিরোভিস্তু নৃপঃ শিবময়ো ধনী।
চিপিটৈশ্চ পিতুর্মৃত্যু র্ধনাঢ্যঃ পরিমণ্ডলৈঃ॥

১৪৭। ঘটমূর্দ্ধা পাপরুচি র্ধনাঢ্যৈঃ পরিবর্জ্জিতঃ।
প্রলম্বমস্তকং যস্যা দেবরং হন্তি সা ধ্রুবম্॥

১৪৮। রোমশেন শিরালেন প্রাংশুনা রোগিণী মতা।
স্থূলমূর্দ্ধাচ বিধবা দীর্ঘশীর্ষাচ বন্ধকী।
বিশালেনাপি শিরসা ভবেদ্দৌর্ভাগ্যভাজনম্॥

যে ব্যক্তির মস্তক ছত্রাকার, তিনি পরম কল্যাণ-ভাজন, ধনবান্ এবং রাজা হইবেন। যাহার মস্তক চিপিটাকার (চেপ্টা) সেই ব্যক্তির পিতার মৃত্যু হইবে। যাহার মস্তক সুগোল, সেই ব্যক্তি প্রচুর ধনশালী হইবে। যে মানবের শিরোদেশ ঘটাকার, সেই ব্যক্তি পাপ-পরায়ণ ও ধনহীন হইবে। রমণীর মস্তক দীর্ঘাকার হইলে, সে দেবর-ঘাতিনী হইয়া

থাকে। যে নারীর মস্তকে লোম ও শিরা থাকে, সে রোগিণী হইবে। যে রমণীর মস্তক স্থূল, সে বিধবা হইবে। নারীর মস্তক দীর্ঘ হইলে, সে বন্ধ্যা হয় এবং বিশাল হইলে, সে দুর্ভাগিণী হইয়া থাকে।১৪৬—১৪৮

১৪৬—১৪৮। যাহার মস্তক হয় ছত্রাকার,
সেই ভাগ্যবান্ লভে রাজ্যভার;
মহাধনবান্ কল্যাণ-নিধান—
হইবে সে জন, সামুদ্র-বিধান।
শিরোদেশ যার চিপিট-আকার
হইবে মরণ তাহার পিতার।
সুগোল মস্তকে হবে মহাধনী,
ঘটাকারে পাপী ধনহীন গণি।
নারীর মস্তক যদি দীর্ঘ হয়,
দেবর-ঘাতিনী সে হবে নিশ্চয়।
রোমশ শিরাল উন্নত যাহার,
রোগিণী সে হবে সামুদ্র-বিচার।
রমণীর মস্তক যদি স্থূল হয়,
বিধবা সে হবে, নাহিক সংশয়।
দীর্ঘ যার হয়, বন্ধ্যা সে নিশ্চয়;
বিশাল হইলে দুর্ভাগিণী হয়॥

রাজা, দুঃখী, অধম ও পাপিষ্ঠসূচক মস্তক।

১৪৯। ছত্রাকারং নরেন্দ্রাণাং শিরো দীর্ঘঞ্চ দুঃখিনাম্।
অধমানাঞ্চ পাপানাং যেষাং স্থূলপটং পুনঃ॥

যে ব্যক্তির মস্তক ছত্রাকার, সে ব্যক্তি রাজা হইবে। মস্তক দীর্ঘাকার হইলে, সে ব্যক্তি দুঃখী হইবে। এবং যাহার মস্তক স্থূল ও পটবৎ, সে অধম ও পাপশীল হইবে ॥১৪৯

১৪৯। যাহার মস্তক হয় ছত্রাকার,
লভিবে সে জন রাজ্য-অধিকার।
দীর্ঘ যার হয়
দুঃখী সে নিশ্চয়।
স্থূল পটবৎ হইলে অধম
আর পাপী হবে সামুদ্র-নিয়ম ॥

ধনশালী ও বহুলোকের উপর কর্ত্তৃত্ব-সূচক মস্তক।

১৫০। স্থূলশীর্ষো নরো যস্তু ধনবান্ পরিকীর্ত্তিতঃ।
শূলাকারেণ শীর্ষেণ মানবো মানবাধিপঃ ॥

যে ব্যক্তির মস্তক স্থূল, সে ধনশালী হইবে এবং যাহার শীর্ষদেশ শূলাকার, সে ব্যক্তি অনেক মনুষ্যের অধিপতি হইবে ॥১৫০

১৫০। মস্তক যাহার স্থূল, সেই হবে ধনেশ্বর।
শূলাকার শীর্ষদেশে মানবের অধীশ্বর ॥

পুণ্যবান্, নরশ্রেষ্ঠ, দুঃখী প্রভৃতিসূচক মস্তক।

১৫১। বিষমেণ তু শীর্ষেণ নরেন্দ্রঃ পুণ্যহেতুকঃ।
দীর্ঘশীর্ণশিরো যস্তু দুঃখিনো নাত্র সংশয়ঃ।
গজকুম্ভশিরা যস্ত রাজা স্যান্নাত্র সংশয়ঃ॥

যাহার শিরোদেশ বিষম, সেই ব্যক্তি পুণ্যবান্ এবং নরেন্দ্র অর্থাৎ নর-সমাজে প্রধানরূপে বরণীয় হয়। যাহার মস্তক দীর্ঘ অথচ শীর্ণ, সেই ব্যক্তি দুঃখী হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই; আর যে ব্যক্তির মস্তক গজকুম্ভবৎ, সেই ভাগ্যবান্ ব্যক্তি রাজা হইবে॥১৫১

১৫১। বিষম মস্তক যার সেই পুণ্যবান্,
মানব-মণ্ডলী মাঝে লভে পূজা মান।
দীর্ঘ শীর্ণ শির যার; দুঃখী সেই জন;
গজকুম্ভাকার শির রাজার লক্ষণ॥

স্থূল ও শিরাসমন্বিত মস্তকে রাজা।

১৫২। শিরালমুন্নতং যস্য প্রশস্তঞ্চ শিরো যদি।
স রাজা পৃথিবীং ভুঙ্‌ক্তে গজবাজিসমন্বিতম্॥

যে ব্যক্তির মস্তক শিরাল অর্থাৎ স্থূলশিরা-সমন্বিত, উন্নত এবং প্রশস্ত সেই ব্যক্তি হস্তিঘোটকাদি-সমন্বিত মেদিনী ভোগ করিবে॥১৫২

১৫২। শিরাল, উন্নত, শির প্রশস্ত যাহার,
গজবাজি-সমন্বিত মেদিনী তাহার॥

বিদেশে মৃত্যুসূচক কেশ।

১৫৩। কেশাশ্চৈব পূজিতাশ্চ প্রবাসে ম্রিয়তে নরঃ॥

যে ব্যক্তির কেশ পরম সুন্দর, বিদেশে তাহার মৃত্যু হয়॥১৫৩

১৫৩। দেখিতে সুন্দর যার কেশগুলি হয়।
বিদেশে তাহার মৃত্যু হইবে নিশ্চয়॥

রাজলক্ষণসূচক কেশ।

১৫৪। কৃষ্ণৈরাকুঞ্চিতৈঃ কেশৈঃ স্নিগ্ধৈরেকৈকসম্ভবৈঃ।
অভিন্নাগ্রৈশ্চ মৃদুভি র্ন চাতিবহুভি র্নৃপাঃ॥

যাহাদের কেশগুলি কৃষ্ণবর্ণ, আকুঞ্চিত, স্নিগ্ধ এবং একটির সহিত অন্যটি পৃথক্ ভাবে উৎপন্ন আর কেশগুলি সুকোমল ও অবহুল অর্থাৎ অত্যন্ত পুরু নহে, সেই সকল ব্যক্তি রাজা হইবে। তাৎপর্য্য এই যে—ঈদৃশ কেশকলাপ রাজলক্ষণ সূচক॥১৫৪

১৫৪। কেশগুলি কৃষ্ণবর্ণ, স্নিগ্ধ, আকুঞ্চিত আর
পরস্পর অসংলগ্ন, ভিন্ন নহে অগ্র যার,
অথচ কোমল আর বহু যদি নাহি হয়,
ঈদৃশ যাহার কেশ, রাজা সেই অসংশয়॥

অশুভসূচক কেশ।

১৫৫। বহুমূলৈশ্চ বিষমৈঃ স্থূলাগ্রৈঃ কপিলৈ স্তথা।
নিম্নৈশ্চৈবাতিকুটিলৈ র্ঘনৈরশুভমূৰ্দ্ধজৈঃ ॥*

মানবের কেশগুলি বহুমূল অর্থাৎ এক সঙ্গে একাধিক কেশ সংমিলিত ভাবে উৎপন্ন এবং বিষম (অসমান), স্থূলাগ্র. কপিলবর্ণ, অতিশয় কুটিল (কোঁকড়ান) ও ঘন হইলে, তাহা অশুভ চিহ্ন বলিয়া বুঝিতে হইবে॥১৫৫

১৫৫। বহুমূল, অসমান, স্থূলাগ্র, কপিল,
নিম্ন, অতিশয় ঘন, নিতান্ত কুটিল,
এতাদৃশ কেশ হয় অশুভ লক্ষণ,
সামুদ্র-তন্ত্রের বাণী বুঝে বিচক্ষণ॥

রমণীর সৌভাগ্যসূচক কেশ।

১৫৬। কেশা অলিকুলচ্ছায়াঃ স্নিগ্ধাঃ সূক্ষ্মাঃ সুকোমলাঃ ॥
কিঞ্চিদাকুঞ্চিতাগ্রাশ্চ কুটিলাশ্চাতিশোভনাঃ ॥

যে রমণীর কেশ-কলাপ ভ্রমরপুঞ্জের ন্যায় গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ, স্নিগ্ধ (উজ্জল ও চাকচক্যশালী ,সূক্ষ্ম ও সুকোমল এবং কেশদামের অগ্রভাগ ঈষৎ কুঞ্চিত ও কুটিল (বক্র), সে সৌভাগ্যবতী হইয়া থাকে॥১৫৬

১৫৬। অলিপুঞ্জ সম কৃষ্ণবর্ণ অবলার
কেশদাম স্নিগ্ধ, সূক্ষ্ম, সুকোমল আর—

---

* অসিতমূর্দ্ধজৈঃ ইতি বা পাঠঃ।

আকুঞ্চিত অগ্রভাগ, কুটিল শোভন,
যদি হয়, তবে ধরে সৌভাগ্যলক্ষণ ॥

দুঃখ, দারিদ্র্য প্রভৃতিসূচক কেশ।

১৫৭। পরুষাঃ স্ফুটিতাগ্রাশ্চ বিরলাশ্চ শিরোরুহাঃ।
পিঙ্গলা লঘবো রুক্ষা দুঃখদারিদ্রবন্ধদাঃ ॥

যে ব্যক্তির কেশ কর্কশ, এবং উহার অগ্রভাগ স্ফুটিত, আর বিরল (ফাঁক ফাঁক) পিঙ্গলবর্ণ, লঘু অথচ রুক্ষ, সে ব্যক্তি দুঃখ দারিদ্র ভোগ করে এবং বন্ধন প্রাপ্ত হয় ॥১৫৭

১৫৭। যার কেশদাম লঘু, কর্কশ, বিরল,
স্ফুটিতাগ্র, রুক্ষ, আর দেখিতে পিঙ্গল,
বন্ধন, দারিদ্র তার চির সহচর,
ধরাতলে দুঃখ ভোগ করে সেই নর ॥

তস্কর, দুঃখী প্রভৃতিসূচক কেশ।

১৫৮। কুটিলৈর্মূর্দ্ধজৈ রুক্ষৈঃ স্থূলৈশ্চ তস্করা নরাঃ।
দুঃখিতাঃ পুরুষা জ্ঞেয়াঃ ক্ষুধয়া পরিপীড়িতাঃ ॥

যাহাদের কেশকলাপ কুটিল (কোঁকড়া-কোঁকড়া), রুক্ষ ও স্থূল; তাহারা তস্কর হইবে এবং সেই সকল ব্যক্তি দুঃখী ও ক্ষুধায় সর্ব্বদা পরিপীড়িত হইয়া দিনযাপন করিবে ॥১৫৮

১৫৮। যাদের কুটিল, রুক্ষ, স্থূল, কেশদাম হয়,
বসুন্ধরা মাঝে তারা চোর হবে সুনিশ্চয় ;
দুঃখভারে প্রপীড়িত হবে সেই সব নর,
ক্ষুধার জ্বালায় দগ্ধ হইবেক নিরন্তর ॥

সর্ব্বদা সুখভোগসূচক রেখা।

১৫৯। বিরলা মধুরাঃ কেশাঃ স্নিগ্ধা ভ্রমরসন্নিভাঃ।
মেঘবর্ণাশ্চ যে কেশাস্তে নরাঃ সুখভাগিনঃ ॥

যে সকল মানুষের কেশকলাপ বিরল, (পাতলা) মধুর (সুদৃশ্য), স্নিগ্ধ (চাকচক্যশালী) এবং ভ্রমরতুল্য কৃষ্ণবর্ণ অথবা মেঘবৎ গাঢ় নীলাভ কৃষ্ণবর্ণ, তাহারা সদা সুখ ভোগ করে ॥১৫৯

১৫৯। বিরল, সুদৃশ্য, স্নিগ্ধ কেশ অলিপঙ্‌ক্তি প্রায়,
কৃষ্ণ কিংবা মেঘবর্ণ যাহাদের দেখা যায়,
তাহারাই ভাগ্যবান্ সদা সুখভোগী হয়,
সামুদ্রতন্ত্রের বাণী, সত্য সত্য সুনিশ্চয় ॥

রমণীর ঐশ্বর্য্য, সৌভাগ্য ও শুভসূচক মস্তক ও সিঁথি।

১৬০। সীমন্তঃ সরলঃ শস্তো মৌলিঃ শস্তঃ সমুন্নতঃ।
গজকুম্ভনিভো বৃত্তঃ সৌভাগৈশ্বর্য্যসূচকঃ ॥

রমণীর সীমন্তদেশ (সিঁথি) সরল, এবং মস্তক সমুন্নত হইলে, তাহা প্রশস্ত অর্থাৎ শুভসূচক জানিতে হইবে। যদ্যপি রমণীর মস্তক গজকুম্ভাকার ও সুগোল হয়, তাহা হইলে, সেই রমণী সৌভাগ্যবতী ও ঐশ্বর্য্যশালিনী হইবে॥১৬০

১৬০। সীমন্ত সরল আর মস্তক উন্নত,
রমণীর শুভচিহ্ন সামুদ্রসম্মত।
মস্তক মাতঙ্গকুম্ভাকৃতি গোলাকার,
সৌভাগ্য ঐশ্বর্য্য করে নারীর প্রচার॥

কপালরেখায় সুখী, পুত্রবান্ ও ষষ্টি বর্ষ আয়ু।

১৬১। ললাটে যত্র দৃশ্যন্তে তিস্রো রেখাঃ সমাহিতাঃ।
সুখী পুত্রসমাযুক্তঃ স ষষ্টিং জীবতে নর

যাহার ললাটদেশে তিনটি রেখা দৃষ্ট হয়, সে ব্যক্তি সুখী ও পুত্রবান্ হইবে এবং (৬০) ষষ্টিবৎসর জীবিত থাকিবে॥১৬১

১৬১। ললাটে যাহার রহে রেখাত্রয় বিদ্যমান।
ষষ্টিবর্ষ আয়ু তার, হবে সুখী, পুত্রবান্॥

ললাটরেখায় চল্লিশ, বিংশ এবং শত-বর্ষ পরমায়ু যোগ।

চত্বারিংশচ্চ বর্ষাণি দ্বিরেখা-দর্শনান্নরঃ।
বিংশত্যব্দমেকরেখা আকর্ণাচ্চ শতায়ুষঃ॥

যাহার ললাটে দুইটি রেখা দৃষ্ট হয়, সে চল্লিশ বৎসরকাল জীবিত থাকে, আর যদি একটিমাত্র রেখা থাকে, তবে আয়ু কুড়ি বৎসর মাত্র হয়। পরন্তু ললাটের মধ্যভাগ হইতে উভয় পার্শ্বে কর্ণপর্য্যন্ত যে ব্যক্তির একটি মাত্র রেখা প্রসারিত থাকে, সেই ব্যক্তির আয়ুকাল একশত বর্ষব্যাপী হইয়া থাকে ॥১৬২

১৬২। ললাটে দুইটি রেখা দৃষ্ট হয় যার
চল্লিশ বৎসর হয় পরমায়ু তার।
একরেখা রহে যার
কুড়িবর্ষ আয়ু তার,
কিন্তু ললাটের মধ্যে এক রেখা যার,—
দুইদিকে প্রসারিত আকর্ণ-বিস্তার।
শতবর্ষ হয় তার আয়ুর গণন,
নাহিক সংশয় ইথে সামুদ্র-বচন ॥

ললাটের রেখাবিশেষে বিশ, ষাট্ ও সত্তর বৎসর পরমায়ু।

১৬৩। সপ্তত্যায়ু র্দ্বিরেখে তু ষষ্ট্যায়ুস্তিসৃভির্ভবেৎ।
ব্যক্তাব্যক্তাভী রেখাভি র্বিংশত্যায়ুর্ভবেন্নরঃ ॥

যাহার ললাটদেশে দুইটি রেখা থাকে, সে ব্যক্তি ৭০ সপ্ততি বর্ষকাল জীবিত থাকে; তিনটি রেখা থাকিলে, তাহার আয়ু ৬০ ষাট্ বৎসর হইবে; যে ব্যক্তির ললাটে স্পষ্ট ও অস্পষ্ট কতকগুলি রেখা দৃষ্ট হয়, সেই ব্যক্তি ২০ বিংশতি বর্ষ জীবিত থাকিবে ॥১৬৩

১৬৩। ললাটে দুইটি রেখা যার বিদ্যমান
সত্তর বৎসর তার আয়ু-পরিমাণ ;
ভালে রেখাত্রয় যার
ষষ্টিবর্ষ আয়ু তার,
স্পষ্ট ও অস্পষ্ট রেখা যদি থাকে কতিপয়,
বিংশতি বৎসর আয়ু করে তবে বিনির্ণয় ॥

চল্লিশ বৎসর পরমায়ু ও অপমৃত্যুসূচক ললাট-রেখা।

১৬৪। চত্বারিংশচ্চ বর্ষাণি হীনরেখস্তু জীবতি।
ছিন্নাভিশ্চৈব রেখাভিরপমৃত্যু র্নরস্য হি ॥

যাহার কপালে রেখা না থাকে, সে ব্যক্তি চল্লিশ বৎসর জীবিত থাকিবে ; যাহার ললাটে ছিন্নভিন্ন কতকগুলি রেখা থাকে, তবে তাহার অপমৃত্যু সূচনা করিয়া থাকে ॥১৬৪

১৬৪। ভালে যার রেখা নাহি থাকে বিদ্যমান,
চল্লিশ বৎসর তার আয়ু পরিমাণ।
ছিন্নভিন্ন রেখা যার রহে কতিপয়,
অপমৃত্যু তাহে তার ঘটিবে নিশ্চয় ॥

ললাটে ত্রিশূলাদি চিহ্নে ধনবান্, পুত্রবান্ ও দীর্ঘায়ুযোগ।

১৬৫। ত্রিশূলং পট্টিশং বাপি ললাটে যস্য দৃশ্যতে।
ধনপুত্রসমাযুক্তঃ স জীবেৎ শরদাং শতম্॥

যাহার কপালে ত্রিশূল বা পট্টিশ-(তীক্ষ্ণধার শূল) চিহ্ন থাকে, সেব্যক্তি ধনবান্ ও পুত্রবান্ হয় এবং একশত বৎসর কাল জীবিত থাকে॥১৬৫

১৬৫। ত্রিশূল বা পট্টিশের চিহ্ন যার ভালে রয়।
পুত্রবান্ ধনবান্ শতায়ু সে সুনিশ্চয়॥

ললাটবিশেষে দরিদ্র হইলেও ধনশালি-যোগ।

১৬৬। উন্নতৈ বিপুলৈঃ শঙ্খৈ ললাটে বিষমৈস্তথা।
নির্ধনা ধনবন্তশ্চ অর্দ্ধেন্দুসদৃশৈ র্নরাঃ॥

যাহার ললাটদেশ উন্নত, বিশাল, শঙ্খাকার, বিষম অর্থাৎ অসমতল, কিংবা অর্দ্ধচন্দ্রাকার, সে ব্যক্তি দরিদ্র হইলেও ধনশালী হইবে॥১৬৬

১৬৬। উন্নত, বিপুল, শঙ্খাকার ভাল যার,
বিষম অথবা যদি অর্দ্ধচন্দ্রাকার,
সেইজন যদি হয় দরিদ্র-সন্তান,
হইবেক ভাগ্যশালী মহাধনবান্॥

আচার্য্য, পাপকারী ও ধনশালিসূচক ললাট।

১৬৭। আচার্য্যাঃ শুক্তি-বিশালৈঃ শিরালৈঃ পাপকারিণঃ।
উন্নতাভিঃ শিরাভিশ্চ স্বস্তিকাভি র্ধনেশ্বরাঃ॥

যাহার ললাটদেশ শুক্তির ন্যায় (ঝিনুকের মত) আকার-বিশিষ্ট এবং বিপুল ও আয়ত, সে ব্যক্তি আচার্য্য হইবে। ললাট দেশ বহুশিরা-সমন্বিত হইলে, সে ব্যক্তি পাপকারী হইবে। যাহার ললাটে স্বস্তিক-নামক মাঙ্গল্য দ্রব্যের চিহ্ন দৃষ্ট হয়, এবং ললাটদেশ উন্নত শিরাসমূহে পরিব্যাপ্ত, সে ব্যক্তি মহাধনশালী হইবে॥১৬৭

১৬৭। ললাট শুক্তিকাতুল্য বিশাল আয়ত যার,
লভিবে আচার্য্যপদ সেজন জানিবে সার।
বহুশিরা-সমন্বিত ললাট যাহার হয়,
পাপিষ্ঠ হইবে সেই, সামুদ্রিক শাস্ত্রে কয়।
স্বস্তিকের চিহ্ন যার ভালতটে শোভাপায়,
আর যদি বহুশিরা পরিব্যাপ্ত থাকে তায়,
সেই মহাভাগ হবে অতিশয় ধনবান্;
সামুদ্রিকশাস্ত্র-বাণী, ইহাতে না হবে আন॥

নিম্ন, সংবৃত ও উন্নতললাটে যথাক্রমে নিষ্ঠুর, কৃপণ ও রাজা।

১৬৮। নিম্নৈর্ললাটৈ র্বধার্হাঃ ক্রূরকর্ম্মরতাস্তথা।
সংবৃতৈশ্চ ললাটৈশ্চ কৃপণা উন্নতৈর্নৃপাঃ॥

যে ব্যক্তির ললাট নিম্ন, সে বধযোগ্য নিষ্ঠুর কার্য্যে সর্ব্বদা নিরত থাকে ; যাহার ললাট সংবৃত, সে ব্যক্তি কৃপণ হইবে ; আর ললাট উন্নত হইলে, সে ব্যক্তি রাজপদ লাভ করিবে ॥১৬৮

১৬৮। যাহার ললাটদেশ হয় সমুন্নত,
বধার্হ দারুণ কার্য্যে সদা সেই রত।
সংবৃত ললাট যার সে হয় কৃপণ,
উন্নত ললাট নরপতির লক্ষণ।

ললাটরেখায় পঞ্চনবতি (৯৫) ও শতবর্ষায়ু এবং রাজা।

১৬৯। ললাটোপস্থতাস্তিস্রো রেখাঃ স্যুঃ শতবর্ষিণাম্।
নৃপত্বং স্যাচ্চতসৃভিরায়ুঃ পঞ্চনবত্যথ ॥

যদি ললাট দেশে তিনটি রেখা পরস্পর সন্নিকৃষ্ট ভাবে দৃষ্ট হয়,তবে মানব ১০০ শতবর্ষ জীবিত থাকিবে ; তাদৃশ চারিটি রেখা থাকিলে ৯৫ পঞ্চনবতি বর্ষ পরমায়ু হইবে এবং সেই ব্যক্তি রাজা হইবে ॥১৬৯

১৬৯। পরস্পর সন্নিকৃষ্ট ভালতটে রেখাত্রয়,
মানবের শতবর্ষ পরমায়ু প্রকাশয়।
তাদৃশ চারিটি রেখা
ভালে যার যায় দেখা,
পঞ্চাধিক নবতি বৎসর আয়ু তার হয়,
লভিবে সে রাজপদ, সামুদ্রিক শাস্ত্রে কয় ॥

ললাটরেখায় অশীতি (৮০) ও নবতি (৯০) বর্ষায়ু ও লম্পট।

১৭০। কেশান্তোপগতাভিশ্চ অশীত্যায়ুর্নরো ভবেৎ।
নবতিঃ স্যাদরেখাভি র্বিচ্ছিন্নাভিস্তু পুংশ্চলঃ॥

যে ব্যক্তির ললাটস্থ রেখা কেশান্ত সন্নিগত অর্থাৎ কেশের অন্তভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকে, তাহার পরমায়ু ৮০ অশীতি বৎসর হইবে। যাহার কপাল রেখাবিহীন, সে ব্যক্তি ৯০ নবতি বৎসর জীবিত থাকিবে। যাহার কপালে রেখাগুলি বিচ্ছিন্ন ভাবে বিদ্যমান থাকে, সে লম্পট হইবে॥১৭০

১৭০। যাবৎ কেশান্ত ভাগ বিস্তৃত ললাট রেখা,
অশীতি বৎসর আয়ু, তাহে যাইবেক দেখা।
যাহার ললাটে রেখা নাহি রহে বিদ্যমান,
নবতি বৎসর তার পরমায়ু পরিমাণ।
যাহার কপালে রেখা ছিন্নভিন্ন ভাবে রয়,
লম্পট সে হতভাগ্য হইবেক অসংশয়॥

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

অশীতি বৎসর পরমায়ুসূচক ললাট-রেখা।

১৭১। ললাটে দৃশ্যতে রেখাশ্চতস্রঃ পাণ্ডুরূপিকাঃ।
অবিচ্ছিন্না বিবর্ণাঃ স্যুরশীত্যায়ুঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

যাহার ললাটে পাণ্ডুবর্ণ বা বিবর্ণ এবং ছেদবিহীন চারিটি রেখা দৃষ্ট হয়, তাহার পরমায়ু অশীতি বৎসর হইবে॥ ১৭১

১৭১। পাণ্ডুবর্ণ বিবর্ণ বা ছেদহীন চারিরেখা,
কপালে যে মানবের ভাগ্যবলে যায় দেখা,
অশীতি বৎসর-ব্যাপী পরমায়ু তার হয়;
সামুদ্রিক-তন্ত্র বাণী সত্য সত্য সুনিশ্চয়॥

কুড়ি, ত্রিশ, চল্লিশ ও পঞ্চাশ বর্ষ এবং অত্যল্পায়ু-সূচক ললাট-রেখা।

১৭২। পঞ্চভিঃ সপ্তভিঃ * ষড়্‌ভিঃ পঞ্চাশদ্‌বহুভিস্তথা।
চত্বারিংশচ্চ রক্তাভিঃ † ত্রিংশদ্‌-ভ্রূতলগামিভিঃ।
বিংশতির্বাম-বক্রাভিরায়ুঃ ক্ষুদ্রাভিরল্পকম্॥

যাহার ললাটে পাঁচটি, সাতটি, ছয়টি অথবা বহুসংখ্যক রেখা থাকে, তাহার আয়ুকাল ৫০ পঞ্চাশৎ বর্ষ হয়; ললাটে রক্তবর্ণ অনেকগুলি রেখা থাকিলে আয়ু ৪০ চল্লিশ বৎসর হয়; ললাট-রেখা ভ্রূতল পর্য্যন্ত গমন করিলে, আয়ুকাল ৩০ ত্রিশ বৎসর হয়; যাহার ললাটস্থ রেখাসমূহ বামদিকে বক্র দৃষ্ট হয়, তাহার আয়ু ২০ বিংশতি বৎসর মাত্র হয়; পরন্তু এই রেখাগুলি ক্ষুদ্র হইলে, আয়ু নিতান্ত অল্পপরিমিত হইয়া থাকে॥১৭২

* কেহ কেহ বলেন "নবভিঃ"। † কোন কোন পুস্তকে "বক্রাভিঃ" আছে।

১৭২। পাঁচ সাত ছয় কিংবা বহুতর রেখা
যাহার ললাট-দেশে যাইবেক দেখা,
পঞ্চাশ বৎসর তার পরমায়ু হয়,
সামুদ্রিক শাস্ত্র-বাণী নাহিক সংশয়।
ভালে রক্তবর্ণ বহু রেখা যদি রয়,
চল্লিশ বৎসর আয়ু তাহার নিশ্চয়।
ভ্রূতল পর্য্যন্ত গত রেখা রহে যার,
ত্রিংশৎ বৎসর আয়ু জানিবে তাহার।
বাম দিকে বক্র রেখা ললাটে অঙ্কিত
থাকিলে বিংশতি বর্ষ আয়ু সুনিশ্চিত।
কিন্তু রেখাগুলি ক্ষুদ্র যদ্যপি হইবে,
জীবনের পরিমাণ অত্যল্প জানিবে॥

অশীতিবর্ষ ও শতবর্ষ পরমায়ু-সূচক ললাটরেখা।

১৭৩। ললাটে দৃশ্যতে যস্য বক্ররেখা-চতুষ্টয়ম্।
অশীত্যায়ুঃ সমাপ্নোতি পঞ্চরেখাঃ শতং সমাঃ॥

যাহার ললাটে বক্রাকার চারিটি রেখা বিদ্যমান থাকে, সেই ব্যক্তির পরমায়ু ৮০ অশীতি বৎসর হইবে; আর যাহার ললাটে পাঁচটি সমানাকার (অথবা তাদৃশ বক্রাকার) রেখা থাকিবে, সেই ব্যক্তি ১০০ একশত বৎসর পরমায়ু লাভ করিবে॥১৭৩

১৭৩। যাহার ললাটে রয় বক্ররেখা চতুষ্টয়,
অশীতি বৎসর আয়ু হবে তার অসংশয়।
কিন্তু যার শোভে ভালে পঞ্চ রেখা সমাকার,
একশত বর্ষ কাল পরমায়ু হবে তার॥

উন্মত্ত-সূচক ললাট।

১৭৪। যস্যোন্নতং ললাটঞ্চ তাম্রবর্ণঞ্চ দৃশ্যতে।
রেখাহীনশ্চ কক্ষশ্চ স চোন্মত্তো মহীং ভ্রমেৎ॥

যাহার ললাট তাম্রবর্ণ ও উন্নত এবং যাহার কক্ষদেশ রেখাবিহীন, সেই ব্যক্তি উন্মত্ত হইয়া পৃথিবী পরিভ্রমণ করিবে॥১৭৪

১৭৪। উন্নত লোহিত ললাট যাহার
কক্ষ রেখাহীন যদি হয় তার,
উন্মত্ত হইয়া ভ্রমিবে ভূতল,
সামুদ্রিক-বাণী না হবে বিফল॥

নরপতি-সূচক ললাট।

১৭৫। শুভমর্দ্ধেন্দু সংস্থানমতুঙ্গং স্যাদলোমশম্।
নৃপতীনাং ভবেচ্চিহ্নং ললাটং শুভদর্শনম্॥

যাহার ললাট অর্দ্ধচন্দ্রাকার, অনুচ্চ, লোমহীন,এবং দেখিতে সুন্দর, সেই ব্যক্তি অতীব মঙ্গলাস্পদ নরপতি হইবে॥১৭৫

১৭৫। অনুন্নত, রোমহীন, অর্দ্ধচন্দ্রাকার
অতি রমণীয় হয় ললাট যাহার,
সেই জন হইবেক ধরণী-ঈশ্বর
পরম মঙ্গলাস্পদ সেই নরবর॥

ললাটের আকৃতি ও রেখাদ্বারা ধনশালী, দুঃখী, দুরাত্মা ও রাজা।

১৭৬। উন্নতেন ললাটেন ধনাঢ্যো জায়তে নরঃ।
বিষমেণ ললাটেন দুঃখিতো দুর্জ্জনো নরঃ।
ললাটে চার্দ্ধচন্দ্রাঢ্যে জায়তে পৃথিবীপতিঃ॥

যাহার ললাট উন্নত, সে ব্যক্তি ধনশালী হইবে; যাহার ললাট অসমান, সে দুঃখী ও দুরাত্মা হইবে; আর যদি ললাটে অর্দ্ধচন্দ্রাদির ন্যায় আকার-বিশিষ্ট কোন রেখা থাকে, তবে সে ব্যক্তি রাজা হইবে॥১৭৬

১৭৬। উন্নত ললাট যার, সেই ধনবান্
দুর্গত দুরাত্মা হবে, যার অসমান।
অর্দ্ধচন্দ্র আদি রেখা যদি রহে ভালে,
সেই ভাগ্যবান্ রাজা হবে যথাকালে॥

ললাটের আকৃতিদ্বারা ঐশ্বর্য্যশালী, অল্প-জীবী ও গর্দ্দভ বাণিজ্যে জীবিকা।

১৭৭। বিপুলেন ললাটেন ধনাঢ্যো জায়তে নরঃ।
অল্পেন চ ললাটেন চাল্পায়ু র্জায়তে নরঃ।
খরক্রয়করো নিত্যং প্রাপ্নোতি বধ-বন্ধনম্ ॥

যাহার ললাটদেশ বিশাল, সেব্যক্তি ঐশ্বর্য্যশালী হইবে। ললাট ক্ষুদ্র হইলে, মানব অল্পজীবী হইবে এবং উত্তরকালে তাহার বধ ও বন্ধন ভয় আছে বুঝিতে হইবে; আর সেব্যক্তি গর্দ্দভাদির বাণিজ্যে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে ॥১৭৭

১৭৭। যাহার ললাট দেশ হয় সুবিপুল,
ধনাঢ্য সেজন, কহে সামুদ্রিকে স্থূল।
ভাল যার অপ্রসর
অল্পজীবী সেই নর,
বধ ও বন্ধন প্রাপ্ত হয় সেই জন,
গর্দ্দভাদি ব্যবসায়ে যাপয়ে জীবন ॥

সর্ব্বত্র প্রভুত্ব ও রমণী-জনপ্রিয়-সূচক ললাট-চিহ্ন।

১৭৮। ত্রিশূলং কুলিশং চাপং ললাটে যস্য দৃশ্যতে।
ঈশ্বরং তং বিজানীয়াৎ প্রমদাজনবল্লভঃ ॥

যে ব্যক্তির ললাটে বজ্র, ত্রিশূল ও ধনুর চিহ্ন বর্ত্তমান থাকে, সে সকলের উপর প্রভুত্ব করিবে এবং রমণীজনের প্রিয় হইবে॥১৭৮

১৭৮। কুলিশ ত্রিশূল ধনুঃ যার ভাল-বিভূষণ,
প্রভুত্ব লভিবে সেই, হবে রমণী-রমণ॥

ললাটরেখায় ১০০।৮০।৭০।৪০।২০ বৎসর পরমায়ু; রেখাহীনে ২৫ বৎসর পরমায়ু।

১৭৯। পঞ্চভিঃ শতমাদিষ্টো হ্যশীতিঃ ষড়্‌ভিরেবচ।
ভবেৎ সপ্ততিস্তিস্‌ভি র্দ্বাভ্যাং বৈ বিংশতিস্ত্বয়ম্।
১৮০। রেখৈকেণ ললাটেন বিংশত্যায়ুঃ প্রকীর্ত্তিতম্।
অরেখেণ ললাটেন বিজ্ঞেয়ং পঞ্চবিংশতিঃ॥

যে ব্যক্তির ললাটদেশে পাঁচটি রেখা পরিদৃষ্ট হয়, সে ১০০ একশত বৎসর পরমায়ু লাভ করিবে; ছয়টি রেখা থাকিলে তাহার আয়ু ৮০ অশীতি বৎসর হইবে; তিনটি রেখা থাকিলে ৭০ সত্তর বৎসর হইবে; দুইটি থাকিলে ৪০ চল্লিশ বৎসর এবং একটি থাকিলে ২০ বিংশতি বৎসর পরমায়ু হইবে। পরন্তু যাহার ললাটে একটিও রেখা দৃষ্ট না হয়, তাহার আয়ু ২৫ পঞ্চবিংশতি বৎসর মাত্র হয়॥১৭৯—১৮০

১৭৯—১৮০। কপালে পাঁচটি রেখা যার দৃষ্ট হয়,
শত বর্ষ আয়ু তার হইবে নিশ্চয়।
ছয়টিতে আশীবর্ষ আয়ু নিরূপণ,
তিনটি থাকিলে আয়ু সত্তর গণন॥

ছুটিতে চল্লিশ, একে কুড়ি বর্ষ কাল,
আয়ুজ্ঞানে ঘুচিবেক মনের জঞ্জাল।
যদ্যপি ললাট-দেশ রেখাহীন হয়
পঁচিশ বৎসর তাহে আয়ুর নির্ণয়॥

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির ললাট-রেখা।

১৮১। রেখাঃ পঞ্চ ললাটস্থাঃ সমাঃ কর্ণান্ত-লোচনঃ।
ভবেত্তু যস্য গম্ভীরং তং বিদ্যাৎ সফলায়ুষম্॥

যাহার ললাটতটে পাঁচটি সমানাকার রেখা দৃষ্ট হয়, এবং যাহার চক্ষুর্দ্বয় আকর্ণ-বিশ্রান্ত ও সুগভীর, সেই ব্যক্তিকে সফল-জন্মা পুরুষ বলিয়া জানিবে অর্থাৎ তাদৃশ ব্যক্তির জন্ম সার্থক॥১৮১

১৮১। আকর্ণান্ত চক্ষুর্দ্বয় সুগভীর যার,
আর ভালে পঞ্চ রেখা রহে সমাকার,
সফল জনম তাঁর সামুদ্র-প্রমাণ,
ধরাতলে সেই নর অতি ভাগ্যবান্॥

ললাট-রেখায় দীর্ঘজীবী, বিদ্বান্, সুখী ও ভোগী।

১৮২। রেখাচতুষ্টয়ং যস্য ললাটে চ প্রদৃশ্যতে।
চিরায়ুষোঽপি বিদ্বাংস্তু সুখভোগাদিভির্যুতঃ॥

যে ব্যক্তির ললাটে চারিটি রেখা দৃষ্ট হয়, তিনি দীর্ঘজীবী, বিদ্বান্, এবং সুখী, ভোগী ও ধনাদি সম্পন্ন হইবেন॥১৮২

১৮২। রেখা-চতুষ্টয় যার কপালে বিরাজমান।
চিরায়ু বিদ্বান্ সেই সুখী, ভোগী, ধনবান্॥

ললাট-রেখা-সংখ্যায় পুত্র-সুখ, অল্পায়ু ও রাজা।

১৮৩। পঞ্চ রেখা ভবেদ্ যস্য সুতসৌখ্যস্য কারণম্।
হীনায়ুশ্চ ত্রিরেখায়াং রেখৈকেণ নৃপো ভবেৎ॥

যে ব্যক্তির ললাটে পাঁচটি রেখা দৃষ্ট হয়, সে ব্যক্তি পুত্রাদি সহ সুখে কাল যাপন করে; ললাটে তিনটি রেখা থাকিলে, মানব অল্পায়ু হয় এবং একটিমাত্র রেখা থাকিলে রাজা হয়॥১৮৩

১৮৩। কপালে পাঁচটি রেখা যে নরের যায় দেখা
পুত্রাদি লইয়া সুখী হবে সেই জন।
রেখাত্রয় রহে যার অল্প আয়ু হয় তার
থাকিলে একটি রেখা সে হবে রাজন॥

শুভসূচক ললাটরেখা ও গ্রীবা-রেখা।

১৮৪। ললাটে দৃশ্যতে যস্য সম-রেখা-চতুষ্টয়ম্।
গ্রীবারেখা পঞ্চ যস্য শুভং তস্য বিনির্দ্দিশেৎ॥

যাহার ললাটদেশে চারিটি সমাকার রেখা থাকে এবং গ্রীবাদেশে পাঁচটি মাত্র রেখা দৃষ্ট হয়, সে ব্যক্তি শুভফল লাভ করে॥১৮৪

১৮৪। কপালে চারিটি রেখা রহে যার সমাকার,
পঞ্চমাত্র রেখা আর
গ্রীবাদেশে রহে যার,
হইবেক সেই জন পরম-মঙ্গলাধার ॥

ভাগ্যবতী, অরোগিণী ও রাজ্যাধিকারিণী রমণীর ললাট।

১৮৫। ভালঃ শিরা-বিরহিতো নিলোমোঽর্দ্ধেন্দুসন্নিভঃ।
অনিম্নস্ত্র্যঙ্গুলো নার্য্যাঃ সৌভাগ্যারোগ্যকারণম্।
ব্যক্তস্বস্তিক-রেখঞ্চ ললাটং রাজ্যসম্পদে ॥

যে রমণীর ললাটদেশ শিরাবিহীন, লোমশূন্য, অর্দ্ধচন্দ্রতুল্য, অনিম্ন ও অঙ্গুলিত্রয়-পরিমিত, সেই ভাগ্যবতী নারী অরোগিণী এবং সৌভাগ্যবতী হইবে। আর সুস্পষ্ট স্বস্তিকরেখা-সমন্বিত হইলে, রাজ্যাধিকারিণী ও বিভব-শালিনী হইয়া থাকে ॥১৮৫

১৮৫। ললাট যে রমণীর শিরা-বিরহিত
অনিম্ন নির্লোম আর অর্দ্ধেন্দু সদৃশাকার
অঙ্গুলি ত্রিতয় পরিমিত—
সুভগা সে ব্যাধি-বিরহিত।
ললাটে স্বস্তিক চিহ্ন স্পষ্ট যার রয়
রাজসম্পদভাগিনী সে নারী নিশ্চয় ॥

শুভদায়িকা রমণীর ভ্রূযুগল ও ললাট।

১৮৬। ন পৃথূ বালেন্দুনিভে ভ্রুবৌ চাথ ললাটকম্।
শুভমর্দ্ধেন্দু সংস্থানমতুঙ্গং স্যাদলোমকম্॥

যে রমণীর ভ্রূযুগল অনতিবিশাল, এবং নবোদিত সুধাকরের ন্যায় মনোহর ও বক্রাকার আর ললাটদেশ লোমবিহীন, অনুচ্চ ও অর্দ্ধচন্দ্রাকার, সেই মহিলা শুভদায়িকা হইবে॥১৮৬

১৮৬। কুটিল ভ্রূযুগ যার নহে সুবিপুল,
অর্দ্ধেন্দু সদৃশাকার;
অলোম ললাট আর
অনুন্নত অর্দ্ধ-শশধর-সমতুল
শুভময়ী সেই নারী উজ্জলিবে কুল॥

দেবর-নাশিনী রমণীর ললাটরেখা।

১৮৭। প্রলম্বিনী ললাটে তু দেবরং হন্তি চাঙ্গনা॥

যে নারীর ললাটতটে "প্রলম্বিনী" রেখা দৃষ্ট হয়, সে দেবর-নাশিনী হইয়া থাকে। (ললাটস্থ দীর্ঘাকার রেখাবিশেষকে সামুদ্রিকশাস্ত্রে প্রলম্বিনী বলে)॥১৮৭

১৮৭। নারীর ললাটে যদি রহে "প্রলম্বিনী"।
হইবেক সেই নারী দেবর-ঘাতিনী॥

কর্ত্রীত্বসূচক রমণীর ললাট-চিহ্ন।

১৮৮। ভালগেন ত্রিশূলেন নির্ম্মিতেন স্বয়ম্ভুবা।
নিতম্বিনী-সহস্রাণাং স্বামিত্বং যোষিদাপ্নুয়াৎ ॥

যে রমণীর ললাটে স্বয়ম্ভু নির্ম্মিত ত্রিশূলের ন্যায় চিহ্ন লক্ষিত হয়, সে সহস্র সহস্র নিতম্বিনীর (স্ত্রীর) উপর প্রভুত্ব লাভ করিবে ॥১৮৮

১৮৮। স্বয়ম্ভু-ত্রিশূল চিহ্ন ললাটে যে মহিলার।
হাজার হাজার নারী বশীভূতা রবে তার ॥

শুভদায়িনী নারীর ললাট-চিহ্ন।

১৮৯। একরেখা ভবেদ্ যস্যা ললাটে শোভনা ভবেৎ।
শ্রীবৎসং স্বস্তিকঞ্চৈব ললাটে দৃশ্যতে সদা ॥

যে রমণীর কপালে একটি রেখা এবং শ্রীবৎস ও স্বস্তিক চিহ্ন বর্ত্তমান থাকে, সে শুভদায়িনী হইবে ॥১৮৯

১৮৯। শ্রীবৎস স্বস্তিকচিহ্ন সহ এক রেখা যার,
ভালে শোভে, সে রমণী সর্ব্বসৌভাগ্য আগার ॥

পঞ্চপুত্র প্রসবকারিণী রমণীর ললাট-চিহ্ন।

১৯০। ললাটে দৃশ্যতে যস্যা স্ত্রিশূলং কৃষ্ণপিঙ্গলম্।
সা পঞ্চ জনয়েৎ পুত্রান্ ধনধান্যং বিবর্দ্ধয়েৎ ॥

যে মহিলার ললাটে কৃষ্ণবর্ণ বা পিঙ্গলবর্ণ ত্রিশূল-চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, সে পাঁচটি পুত্র প্রসব করিবে এবং তাহার ধনধান্যাদি সম্পদ্ পরিবর্দ্ধিত হইবে ॥১৯০

১৯০। কৃষ্ণ বা পিঙ্গলবর্ণ ত্রিশূলের রেখা
ললাট ফলকমাঝে যার যায় দেখা,
পঞ্চ পুত্র প্রসবিবে সেই নিতম্বিনী
ধনধান্যসমন্বিতা সৌভাগ্যশালিনী ॥

ভ্রূর আকৃতিদ্বারা সুখী, দরিদ্র, ধনবান্ ও অগম্যাগামী।

১৯১। বিশালোন্নতাঃ সুখিনো দরিদ্রা বিষমভ্রুবঃ।
ধনী দীর্ঘাসংসক্ত ভ্রূর্ব্বালেন্দুন্নতসুভ্রুবঃ ॥
১৯২। আঢ্যা নিঃস্বাশ্চ খণ্ডভ্রূর্ম্মধ্যেচ বিনতভ্রুবঃ।
স্ত্রীষ্বগম্যাস্বাসক্তাঃ স্যুঃ সুতার্থে পরিবর্জ্জিতাঃ ॥

মানবগণের মধ্যে যাহাদের ভ্রূযুগল বিশাল ও উন্নত, তাহারা সুখী হয় এবং যাহাদের ভ্রূযুগল বিষম (অসমান), তাহারা দরিদ্র হইয়া থাকে। যাহাদের ভ্রূযুগল দীর্ঘ, অসংসক্ত (জোড়া নহে), এবং নবোদিত সুধাকরের ন্যায় সুদৃশ্য ও উন্নত, তাহারা ধনবান্ হয়। যাহাদের ভ্রূর মধ্যভাগে ছেদ থাকে, তাহারা নির্ধন হয়। যাহাদের ভ্রূযুগল অবনত, তাহারা প্রথমে অগম্যা নারীতে আসক্ত হয়, পরে পুত্রের অনুরোধে বা ভয়ে তাহা হইতে বিরত হইয়া থাকে ॥১৯১—১৯২

১৯১—১৯২। বিশাল উন্নত, ভ্রূযুগল যার,
নরমাঝে সুখী জানিবে তায়;
ভ্রূযুগ যাহার বিষম-আকার,
দারিদ্র-যাতনা ভোগে ধরায়।
দীর্ঘ, সমুন্নত, বালেন্দু শোভন
অসংলগ্ন যার, হবে সে ধনী;
মধ্যে ছেদ যদি হয় দরশন
নির্ধন বলিয়া তাহারে গণি।
ভ্রূযুগল যার হয় অবনত
অগম্যা আসক্ত হবে প্রথমে,
পরে পুত্র লাগি হইয়ে সংযত
ত্যজিবে সেপথ সে জন ক্রমে॥

ভ্রূযুগল দ্বারা নারীর সুলক্ষণ-সূচনা।

১৯৩। ভ্রুবৌ সুবর্ত্তুলৌ তন্ব্যাঃ স্নিগ্ধে কৃষ্ণে অসংহতে।
প্রশস্তে মৃদুরোমাণৌ সুভ্রুবঃ কার্ম্মুকাকৃতী॥

যে রমণীর ভ্রূযুগল সুগোল, স্নিগ্ধ, কৃষ্ণবর্ণ এবং অসংযত অর্থাৎ পরস্পর মিলিত নহে আর সুকোমল-রোমাবলী-সমন্বিত ও ধনুকের ন্যায় বক্র, তাহারা অতি সুলক্ষণা বলিয়া মনে করিবে॥১৯৩

১৯৩। স্নিগ্ধ, কৃষ্ণবর্ণ, যার অসংলগ্ন ভ্রূযুগল,
সুগোল, কার্ম্মুক তুল্য, লোম যাহে সুকোমল,
সেই ভাগ্যবতী নারী অতি সুলক্ষণা হয়,
সামুদ্র শাস্ত্রের বাণী, ইথে নাহিক সংশয়॥

কুলক্ষণা নারীর ভ্রূযুগল।

১৯৪। খররোমা চ পৃথুলা বিকীর্ণা সরলা স্ত্রিয়াঃ।
ন ভ্রূঃ প্রশস্তা মিলিতা দীর্ঘরোমা চ পিঙ্গলা॥

যে নারীর ভ্রূযুগল কর্কশ রোমবিশিষ্ট, বিস্তৃত, বিকীর্ণ, সরল, পরস্পর মিলিত, পিঙ্গলবর্ণ এবং দীর্ঘরোমযুক্ত, সেই নারী প্রশস্তা নহে অর্থাৎ তাঁহাকে কুলক্ষণা বলিয়া জানিবে॥১৯৪

১৯৪। বিস্তারিত, সুকর্কশ লোম-সমন্বিত,
বিকীর্ণ, সরল, পরস্পর-সংমিলিত,
পিঙ্গল-বরণ দীর্ঘ রোম যাহে রয়
ঈদৃশ ভ্রূযুগে নারী কুলক্ষণা হয়॥

সচ্চরিত্র ও রাজবশীভূতকারী ভ্রূযুগলের মধ্যে চিহ্ন-বিশেষ।

১৯৫। বিশেষঃ পুনরেবাস্য ভ্রুবোর্মধ্যেচ বীক্ষ্যতে।
ন নারীং রোচতে ত্বন্যাং রাজা চাপি বশো ভবেৎ॥

যে ব্যক্তির ভ্রূযুগলের মধ্যে বিশেষ কোনরূপ চিহ্ন দৃষ্ট হয়, তাহার অন্য কোন রমণীতে আসক্তি হয় না অর্থাৎ তিনি স্বভার্য্যারত হইয়া থাকেন এবং রাজাও তাঁহার বশীভূত হইয়া থাকেন॥১৯৫

৩৩। ভ্রূলতা যুগল মাঝে কাহারো যদ্যপি রয়
কোনও বিশেষ চিহ্ন, তবে সেই মহাশয়—
অন্য নারী প্রতি কভু না হবে আসক্তিমান্
নৃপতিও বশে তার করিবেন অবস্থান॥

সুখ-ভাগী, পাপাত্মা ও দুঃশীল-সূচক চক্ষুর আকৃতি।

১৯৬। বক্রান্তৈঃ পদ্মপত্রাভৈ র্লোচনৈঃ সুখভাগিনঃ।
মার্জ্জার-লোচনৈঃ পাপা দুরাত্মা মধুপিঙ্গলৈঃ॥

যে ব্যক্তির নয়নদ্বয়ের প্রান্তভাগ কিঞ্চিৎ বক্র এবং চক্ষুর্দ্বয় পদ্মপত্রের ন্যায় আভা-সমন্বিত, সেই ব্যক্তি সুখভাগী হইবে। যাহার চক্ষুঃ বিড়ালের চক্ষুর ন্যায় সেই ব্যক্তি পাপাত্মা হইবে আর চক্ষুর্দ্বয় মধুর ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ হইলে সে ব্যক্তি দুঃশীল হইবে॥১৯৬

১৯৬। কিঞ্চিৎ কুটিল যার নেত্রপ্রান্তদ্বয়,
আর যদি নেত্র পদ্মপত্র তুল্য হয়,
সুখভাগী হইবেক সেই ভাগ্যবান্
নিঃসংশয় সামুদ্রিক তন্ত্রের বিধান।
মার্জ্জার-চক্ষুর তুল্য যার চক্ষুর্দ্বয়
পাপাত্মা সে হইবেক জানিবে নিশ্চয়।
মধু তুল্য যে নরের পিঙ্গল নয়ন
দুঃশীল হইবে সেই অতি অভাজন॥

ক্রূর, পাপাত্মা, বলশালী ও সেনানী-সূচক চক্ষুর আকৃতি।

১৯৭। ক্রূরাঃ কেকরনেত্রাশ্চ হরিতাক্ষাঃ সকল্মষাঃ।
জিহ্মৈশ্চ লোচনৈঃ শূরাঃ সেনান্যো গজলোচনাঃ॥

যে ব্যক্তির চক্ষুঃ কেকর অর্থাৎ টেরা, সে অতি ক্রূর জানিবে; চক্ষুঃ হরিতবর্ণ হইলে, তাহাকে পাপাত্মা বলিয়া জানিবে। যাহার চক্ষু বক্র, সে ব্যক্তি শূর অর্থাৎ বলশালী হইবে; আর যাহার চক্ষু হস্তীর চক্ষুর ন্যায়, সেই ব্যক্তি সেনানী হইবে ॥১৯৭

১৯৭। অতি ক্রূর সেই, যার কেকর নয়ন;
পাপিষ্ঠ সে, চক্ষু যার হরিত বরণ;
চক্ষু যার বক্র, সেই মহাবল-ধর
সেনানী হইবে, গজনেত্র যেই নর ॥

সৌভাগ্যশালী, বিদ্বান্, মন্ত্রী ও বহুলোকের কর্তৃত্ব-সূচক নেত্র।

১৯৮। গম্ভীরাক্ষা ঈশ্বরাঃ স্যুর্ম্মন্ত্রিণঃ স্থূলচক্ষুষঃ।
নীলোৎপলাক্ষা বিদ্বাংসঃ সৌভাগ্যং শ্যামচক্ষুষাম্ ॥

যে সকল ব্যক্তির লোচন গম্ভীর, তাহারা বহু লোকের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবে; যাহাদের চক্ষু স্থূল, তাহারা মন্ত্রী হইবে; যাহাদের নেত্র নীলোৎপলের ন্যায়, তাহারা বিদ্বান্ হইবে এবং যাহাদের চক্ষু শ্যামবর্ণ, তাহারা সৌভাগ্যশালী হইবে ॥১৯৮

১৯৮। যাদের গম্ভীর চক্ষু তারা, বহু জনেশ্বর,
স্থূল চক্ষু যাহাদের, তারা মন্ত্রী ধুরন্ধর।
নীলোৎপল তুল্য নেত্রে হইবেক সুবিদ্বান্,
শ্যামবর্ণ নেত্রে হয় পরম সৌভাগ্যবান্ ॥

পাপিষ্ঠ, দরিদ্র ও চক্ষুরুৎপাটন-সূচক নেত্র।

১৯৯। স্যাৎ কৃষ্ণতারকাক্ষাণামক্ষ্ণামুৎপাটনং কিল।
মণ্ডলাক্ষাশ্চ পাপাঃ স্যুর্নিঃস্বাঃ স্যুর্দ্দীনলোচনাঃ॥

নয়নের তারকা কৃষ্ণবর্ণ হইলে, উহাতে নিশ্চয়ই চক্ষুরুৎপাটন সূচনা করে। যাহাদের চক্ষু মণ্ডলাকার, তাহারা পাপিষ্ঠ হইবে আর যাহাদের চক্ষু দীন-ভাবাপন্ন, তাহারা দরিদ্র হইয়া থাকে॥১৯৯

১৯৯। চক্ষুর তারকা যদি কৃষ্ণবর্ণ হয়,
চক্ষুরুৎপাটন চিহ্ন তাহে প্রকাশয়।
নয়ন যুগল যার
হয় মণ্ডল-আকার,
সেই নর হইবেক পাপ-পরায়ণ
দীন-ভাবাপন্ন নেত্রে নির্ধন-লক্ষণ॥

শুভ ও অসতীসূচক রমণীর নেত্রদ্বয়।

২০০। নীলোৎপলনিভং চক্ষুর্নাসালগ্নং শুভাবহম্।
কেকরে পিঙ্গলে নেত্রে শ্যামে লোলেক্ষণেঽসতী॥

রমণীর চক্ষুর্দ্বয় নীলোৎপল তুল্য সুন্দর ও নাসিকা-সংলগ্ন হইলে, তাহা শুভ-সূচক বলিয়া জানিতে হইবে। যে নারীর লোচনদ্বয় কেকর (টেরা), পিঙ্গলবর্ণ কিংবা শ্যামবর্ণ ও চঞ্চল, সে অসতী হইবে॥২০০

২০০। নাসা-লগ্ন নেত্র নীলোৎপল তুল্য যার,
শুভ চিহ্ন তাহে প্রকাশিবে অবলার।
নারীর লোচনদ্বয়
যদ্যপি পিঙ্গল হয়,
অথবা কেকর, শ্যাম, চঞ্চল নয়ন,
অসতী সে, সামুদ্রিক তন্ত্রের বচন॥

প্রশস্ত ও শুভসূচক রমণীর নেত্র-চিহ্নাদি।

২০১। ললনা-লোচনে শস্তে রক্তান্তে কৃষ্ণতারকে।
গোক্ষীর-বর্ণ-বিশদে সুস্নিগ্ধে কৃষ্ণপক্ষ্মণী॥

যে রমণীর নেত্রদ্বয়ের প্রান্তভাগ রক্তবর্ণ, তারকাদ্বয় কৃষ্ণবর্ণ এবং তাহার চারিদিক গোদুগ্ধবৎ শ্বেতবর্ণ ও সুস্নিগ্ধ আর পক্ষ্মলোমগুলি কৃষ্ণবর্ণ হয়, তবে তাহা প্রশস্ত শুভ চিহ্ন বলিয়া মনে করিতে হইবে॥২০১

২০১। রমণীর নেত্রপ্রান্ত লোহিতবরণ,
তাহে কৃষ্ণবর্ণ তারা পরম শোভন,
আর চারিদিকে তার
দুগ্ধ-শ্বেত আভা যার,
অতি স্নিগ্ধ, পক্ষ্মলোম কৃষ্ণবর্ণ যার
প্রশস্ত শোভন চিহ্ন হয় অবলার॥

অল্পায়ু, কুলটা ও সৌভাগ্যহীনা রমণীর নেত্র।

২০২। উন্নতাক্ষী ন দীর্ঘায়ুঃ বৃত্তাক্ষী কুলটা ভবেৎ।
মেষাক্ষী মহিষাক্ষী চ কেকরাক্ষী ন শোভনা॥

নারীর নেত্রদ্বয় উন্নত হইলে, সে দীর্ঘজীবিনী হয় না; যে রমণীর নয়নযুগল গোলাকার, সে কুলটা হয়; যাহার চক্ষুর্দ্বয় মেষচক্ষুর ন্যায় কিংবা মহিষচক্ষুর ন্যায় অথবা যে নারী কেকরাক্ষী (টেরা চক্ষু বিশিষ্টা) সে কদাচ সৌভাগ্যশালিনী হয় না অর্থাৎ তাহার জীবনে নানাবিধ অশুভ ঘটনা সংঘটিত হইয়া থাকে॥২০২

২০২। অল্পায়ু সে নারী, যার উন্নত লোচন;
সুগোল নয়ন হয় কুলটা-লক্ষণ।
মেষাক্ষী বা মহিষাক্ষী, কেকর নয়না—
রমণী কদাচ নাহি হয় সুলক্ষণা॥

অহঙ্কারিণী, দুঃশীলা ও পতিঘাতিনী নারীর চক্ষু।

২০৩। কামিনীনান্তু নিতরাং গো-পীতাক্ষী সুদুর্ম্মদা।
পারাবতাক্ষী দুঃশীলা রক্তাক্ষী ভর্তৃঘাতিনী॥

নারীগণের মধ্যে যাহার চক্ষু গো-চক্ষুর ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ, তাহারা অত্যন্ত অহঙ্কৃতা হইয়া থাকে; যাহার চক্ষু পারাবতের চক্ষুর ন্যায়, সে দুঃশীলা হয়; এবং যাহার চক্ষু রক্তবর্ণ, সে পতিঘাতিনী হইবে॥২০৩

২০৩। গোচক্ষুর ন্যায় যার পিঙ্গল নয়ন,
অতি অহঙ্কৃতা সেই নারীর গণন।
পারাবত-চক্ষু তুল্য নয়ন যাহার,
দুঃশীলা হইবে সেই সামুদ্র-বিচার।
লোহিত বরণ যার হয় নেত্র দ্বয়,
পতি-বিনাশিনী সেই হইবে নিশ্চয়॥

দুষ্টা, কুলক্ষণা ও বন্ধ্যা প্রভৃতি-সূচক নেত্র।

২০৪। কোটর-নয়না দুষ্টা গজনেত্রা ন শোভনা।
পুংশ্চলী বামকাণাক্ষী বন্ধ্যা দক্ষিণকাণিকা॥

যে নারী কোটরনয়না (যাহার চক্ষু অক্ষিগহ্বরে বিলুপ্তপ্রায়), সে দুষ্টা হইবে; নারীর চক্ষু গজচক্ষুর ন্যায় হইলে, তাহা শোভন অর্থাৎ সুলক্ষণ নহে। যাহার বামচক্ষু কাণা, সে পুংশ্চলী (পরপুরুষগামিনী) হইবে; আর যাহার দক্ষিণচক্ষু কাণা, সে বন্ধ্যা হইবে॥২০৪

২০৪। অবলা যদ্যপি হয় কোটরনয়না
দুষ্টা হইবেক সেই, জ্যোতিষগণনা।
হস্তীর নয়ন প্রায় হয় যে নয়ন,
রমণীর শুভ তাহা নহে কদাচন।
বামনেত্র কাণ হলে পুংশ্চলী গণন,
দক্ষিণ নয়ন কাণে, বন্ধ্যার লক্ষণ॥

ধনধান্য-সমৃদ্ধি-ভাগিনী ও দেবর-ঘাতিনী স্ত্রীর চক্ষু।

২০৫। রমণী মধুপিঙ্গাক্ষী ধনধান্যসমৃদ্ধিভাক্।
প্রলম্ব-মণিকং যস্যা দেবরং হন্তি সা ধ্রুবম্॥

'যে নারীর লোচন-যুগল মধুর ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ, সে ধনধান্য-সমৃদ্ধি-ভাগিনী হইবে। যে নারীর নয়নের মণি লম্বমান (লম্বা রেখা তুল্য), সে দেবর-ঘাতিনী হইবে—ইহাতে সন্দেহ নাই॥২০৫

২০৫। মধুতুল্য পিঙ্গল-নয়না যে কামিনী
সেই হইবে ধনধান্য-সমৃদ্ধি-ভাগিনী।
যাহার নয়নমণি হয় লম্বমান
দেবরঘাতিনী সেই সামুদ্র-প্রমাণ॥

নেত্রাকৃতিদ্বারা রমণীর শুভ সূচনা।

২০৬। ললনা-লোচনে শস্তে রক্তান্তে কৃষ্ণতারকে।

রমণীর লোচন দ্বয়ের প্রান্তভাগ লোহিতবর্ণ এবং নেত্রতারকা কৃষ্ণবর্ণ হইলে, তাহা শুভচিহ্ন জানিতে হইবে॥২০৬

২০৬। যাহার লোচনপ্রান্ত লোহিত বরণ,
আর কৃষ্ণতারা যার শোভে দু'নয়ন,
সেই নিতম্বিনী হয় অতীব শোভনা,
সত্য সত্য সামুদ্রিকতন্ত্রের গণনা॥

কোপন-স্বভাব, কার্য্যকুশল ও পরোক্ষদর্শী মানবের নেত্র।

২০৭। রক্তাক্ষাশ্চ নরা যে তু ব্যাঘ্রসিংহাস্তু কোপনাঃ।
কুক্কুটাক্ষাঃ সদা দক্ষাঃ পরোক্ষাঃ শুভলোচনাঃ॥

যাহাদের চক্ষু রক্তবর্ণ এবং ব্যাঘ্র বা সিংহের চক্ষুর ন্যায়, সেই সকল ব্যক্তি কোপন স্বভাব হইয়া থাকে এবং যাহাদের চক্ষু দেখিতে কুক্কুট-চক্ষুর ন্যায়, তাহারা কার্য্যকুশল,পরোক্ষদর্শী এবং শুভচক্ষুমান্ হইবে॥২০৭

২০৭। যে নরের নেত্রদ্বয় লোহিত বরণ
সিংহ-ব্যাঘ্র-নেত্র তুল্য যাহার লোচন,
কোপন-স্বভাব সেই হইবে নিশ্চয়,
সামুদ্রিক শাস্ত্রে আছে ইহার নির্ণয়।
কুক্কুট-নেত্রের ন্যায় যাহার লোচন,
সেই নর কার্য্যদক্ষ পরোক্ষদর্শন॥

ক্রূরকর্ম্মা, সৌভাগ্যশালী ও দুঃশীল প্রভৃতিসূচক নেত্র।

২০৮। ময়ূর-নকুলাক্ষাশ্চ শরচ্চন্দ্রোপমাঃ শুভাঃ।
শৃগালাক্ষা নরা যে চ পিঙ্গাক্ষাঃ ক্রূরকর্ম্মিণঃ।
গবাক্ষাঃ শুভগা নিত্যং কেকরাক্ষা দুরাশয়াঃ॥

যে মানবের নেত্রদ্বয় ময়ূর কিংবা নকুলের (বেজির) চক্ষুর ন্যায় অথচ শরৎকালীন চন্দ্রের তুল্য রমণীয়, তাহাদিগকে শুভলক্ষণযুক্ত বুঝিতে হইবে। যাহাদের চক্ষু শৃগালচক্ষুর ন্যায় এবং পিঙ্গলবর্ণ, তাহারা ক্রূরকর্ম্মা হইয়া থাকে। যাহাদের চক্ষু গোচক্ষুর ন্যায়, তাহারা সৌভাগ্যশালী হয়; আর যাহাদের চক্ষু কেকর (টেরা), তাহারা দুঃশীল হইয়া থাকে ॥২০৮

২০৮। ময়ূর-নকুল-নেত্র সদৃশ আকৃতি আর
শারদ চন্দ্রমাপ্রায় মনোহর শোভাধার,
এই শুভ নেত্রচিহ্ন যে নর করে ধারণ,
ক্ষিতিতলে সেই নর হয় শুভ-নিকেতন।
শৃগালনেত্রের ন্যায় পিঙ্গল নয়ন যার
নরমাঝে ক্রূরকর্ম্মা বলিয়া গণনা তার।
গোচক্ষু-সদৃশ চক্ষু ধরে যেবা ভাগ্যবলে,
পরম সৌভাগ্যশালী হয় সে ধরণীতলে।
কেকর নয়ন-যুগ যে নরের দৃষ্ট হয়,
নরগণ মাঝে সেই হবে অতি দুরাশয় ॥

নেত্রাকৃতিতে পত্নীবিয়োগবিহীন প্রভৃতি সূচনা।

২০৯। ন স্ত্রী ত্যজতি রক্তাক্ষং নার্থঃ কপিললোচনম্।
ন সুনেত্রো মহৈশ্বর্য্যং নরো রূপং ধনং সুখম্ ॥

যে পুরুষের চক্ষু রক্তবর্ণ, স্ত্রীলোক তাদৃশ পুরুষকে পরিত্যাগ করে না অর্থাৎ কদাচ তাহার পত্নীবিয়োগ হয় না; যে রমণীর চক্ষু কপিলবর্ণ, তাহার কদাচ ধনাভাব ঘটে না। যে ব্যক্তির নেত্রদ্বয় পরমসুন্দর, তাহার কখনও ঐশ্বর্য্য, রূপ ধন অথবা সুখের অভাব হয় না ॥২০৯

২০৯। পুরুষের যদি হয় লোহিত লোচন,
রমণী তাহারে নাহি ত্যজে কদাচন।
কপিল বরণ চক্ষু যেই অবলার
ধনাভাব কভু নাহি ঘটিবে তাহার।
সুন্দর নয়নযুগ যার, সেই নর
হয় রূপ সুখ ধন ঐশ্বর্য্য-আকর॥

রমণীর অশুভ ও শুভ সূচক চক্ষু।

২১০। পক্ষ্মভিঃ সুঘনৈঃ স্নিগ্ধৈঃ কৃষ্ণৈঃ সূক্ষ্মৈঃ সুভাগ্যভাক্
কপিলৈর্বিরলৈঃ স্থূলৈর্নিন্দ্যা ভবতি ভামিনী॥

চক্ষুর পক্ষ্ম নিবিড়, স্নিগ্ধ (উজ্জ্বল, চাকচক্যময়), কৃষ্ণবর্ণ ও সূক্ষ্ম হইলে, শুভচিহ্ন বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। নারীর পক্ষ্ম কপিলবর্ণ, বিরল ও স্থূল হইলে, তাহা অশুভকর বলিয়া মনে করিবে॥২১০

২১০। কৃষ্ণবর্ণ, স্নিগ্ধ, ঘন সূক্ষ্ম পক্ষ্ম সুলক্ষণ
নারী কি নরের হয় সৌভাগ্য-আকর।
অক্ষিপক্ষ্ম অবলার বিরল ও স্থূলাকার
কপিল বরণে হয় অমঙ্গলকর॥

ক্রন্দনকালে নেত্র অশ্রুবিহীন ও অশ্রুযুক্ত হওয়ার ফল।

২১১। অনশ্রুস্নিগ্ধরুদিতং স্বদীন-রুদিতং নৃণাম্।
প্রচুরস্বেদিনং রুক্ষং রুদিতঞ্চ সুখাবহম্॥

যাহাদিগের ক্রন্দনকালে অশ্রুপাত হয় না এবং ক্রন্দনশব্দ শ্রবণে শোকপ্রকাশ হয় না, সেই ব্যক্তি ভাগ্যহীন হইয়া থাকে ; আর যে ব্যক্তির রোদনকালে অধিক অশ্রুপাত হয় এবং রোদনধ্বনি শুনিলে শোকের আবির্ভাব হয়, সেই ব্যক্তি ভাগ্যবান্ হইবে ॥২১১

২১১। ক্রন্দনের কালে যার অশ্রু নাহি ঝরে
শোক নাহি জন্মে যার রোদনের স্বরে,
সেই জন ভাগ্যহীন জানিবে নিশ্চয়
সামুদ্রিকতন্ত্রের সিদ্ধান্ত এই হয়।
রোদন সময়ে যার বহে অশ্রুধার
শুনিলে রোদন, হয় শোকের সঞ্চার,
সেই মহাজন হয় অতি ভাগ্যবান্,
নাহিক সংশয় ইথে সামুদ্র-প্রমাণ ॥

কর্ণের আকৃতিদ্বারা মানব ভোগী, কৃপণ, রাজা ও অল্পায়ুঃ।

২১২। নির্ম্মাংসৈশ্চিপিটৈর্ভোগাঃ কৃপণা হ্রস্বকর্ণকাঃ।
শঙ্কুকর্ণাশ্চ রাজানো রোমকর্ণা গতায়ুষঃ ॥

যে সকল মানবের কর্ণ চিপিটাকার (চেপ্টা) এবং মাংস-বহুল নহে, তাহারা ভোগী হইবে। যাহাদের কর্ণ ক্ষুদ্র, তাহারা অতিশয় কৃপণ হইয়া থাকে। যাহার কর্ণ শঙ্কুর ন্যায়, সেব্যক্তি রাজা হইবে আর যাহার কর্ণে সমধিক লোম দৃষ্ট হয়, তাহাকে অল্পায়ু বলিয়া জানিবে ॥২১২

২১২। মাংসহীন কর্ণ যার চিপিট-আকার
ভোগশালী সেই নর ভাগ্য-অনুসার।
ক্ষুদ্র কর্ণ যার, সেই মানব কৃপণ;
শঙ্কুতুল্য কর্ণ হয় রাজার লক্ষণ।
কর্ণে যার সমধিক লোম দৃষ্ট হয়,
অন্নজীবী হবে সেই নাহিক সংশয়॥

ধনশালী ও নরপতি সূচক কর্ণ।

২১৩। বৃহৎকর্ণাশ্চ ধনিনো রাজানঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
কর্ণৈঃ স্নিগ্ধৈরনদ্ধৈশ্চ ব্যালম্বৈর্মাংসলৈ নৃপাঃ॥

যাহাদের কর্ণদ্বয় বৃহৎ, তাহারা বহু ধনশালী অথবা রাজা হইবে; কর্ণদ্বয় স্নিগ্ধ, বিস্তৃত, মাংসল ও লম্বমান হইলে, তাহা নরপতির লক্ষণ বলিয়া জানিতে হইবে॥২১৩

২১৩। বৃহৎ হইলে কর্ণ, রাজার লক্ষণ,
কিংবা বহুধনশালী সেই মহাজন।
বিস্তৃত, মাংসল, স্নিগ্ধ কিংবা লম্বমান—
কর্ণদ্বয় করে রাজচিহ্ন সপ্রমাণ॥

সুলক্ষণা ও দুর্লক্ষণা নারীর কর্ণদ্বয়।

২১৪। অমাংসলং কর্ণযুগ্মং সমং মৃদু সমাহিতম্।
লম্বৌ কর্ণৌ শুভাবর্ত্তৌ সুখদৌচ শুভপ্রদৌ।
শস্কুলীরহিতৌ নিন্দ্যৌ শিরালৌ কুটিলৌ কৃশৌ॥

যে রমণীর শ্রবণযুগল অমাংসল অর্থাৎ অধিক মাংসযুক্ত নহে, অথচ সমানাকার, কোমল ও সুগঠিত, তাহাকে সুলক্ষণা বলিয়া জানিবে। রমণীর কর্ণযুগল লম্বিত ও আবর্ত্তযুক্ত হইলে, তাহা শুভ লক্ষণ এবং স্বামীর মঙ্গলজনক মনে করিতে হইবে। যে নারীর কর্ণকুহর দৃষ্ট হয় না, অথচ কর্ণদ্বয় সুস্পষ্ট শিরাযুক্ত, কুটিল ও কৃশ, সেই নারী মন্দভাগিনী হয় ॥২১৪

২১৪। যে নারীর নাতিস্থূল শ্রবণযুগল,
সুগঠিত, সমাকার অথচ কোমল,
সে হইবে সুলক্ষণা নাহিক সংশয়,
সামুদ্র-তন্ত্রের বাণী মিথ্যা কভু নয়।
লম্বিত, আবর্ত্তযুক্ত যার কর্ণদ্বয়
পতি-শুভপ্রদা, সুখপ্রদা সে নিশ্চয়।
শ্রবণ-বিবর যার,
দৃষ্ট নাহি হয় আর
শিরাল, কুটিল, কৃশ, কর্ণ যদি হয়,
তবে কুলক্ষণা তারে সামুদ্রিকে কয় ॥

কর্ণের আকৃতিদ্বারা মানব মহাধন্য, খ্যাতিমান্ ও সুখী।

২১৫। হ্রস্বকর্ণা মহাধন্যা দীর্ঘকর্ণাশ্চ মধ্যমাঃ।
রোমকর্ণা মনুষ্যাস্তে সর্ব্বদা সুখভাগিনঃ ॥

যে মানবের কর্ণযুগল হ্রস্ব (খর্ব্বাকার), সে ব্যক্তি মহাধন্য (অতীব যশোভাজন) হইয়া থাকে ; যে ব্যক্তির কর্ণদ্বয় দীর্ঘ, সে মধ্যম (অর্থাৎ সে ব্যক্তি খ্যাতি মাত্র লাভ করে) ; যাহার কর্ণে রোম দৃষ্ট হয়, সে ব্যক্তি সর্ব্বদা সুখ ভোগ করিয়া থাকে ॥২১৫

২১৫। শ্রবণ যুগল হ্রস্ব যার হয়,
মহাধন্য সেই জানিবে নিশ্চয়।
যে মানব ধরে দীর্ঘ কর্ণদ্বয়,
মধ্যম বলিয়া প্রসিদ্ধ সে হয়।
লোমযুক্ত হয় কর্ণদ্বয় যার,
সদা সুখভাগী, সামুদ্র-বিচার ॥

মেধাবী, সুপণ্ডিত, দীর্ঘজীবী ও নির্ধনসূচক কর্ণ।

২১৬। মেধাবী মূষিককর্ণো গজকর্ণঃ সুপণ্ডিতঃ।
ব্যোমকর্ণশ্চ দীর্ঘায়ু র্হ্রস্বকর্ণশ্চ নির্ধনঃ ॥

যে ব্যক্তির কর্ণদ্বয় মূষিক কর্ণের ন্যায়, সে মেধাবী হইবে ; যাহার কর্ণ হস্তিকর্ণ সদৃশ, সেই ব্যক্তি সুপণ্ডিত বলিয়া জানিবে ; যে ব্যক্তির কর্ণদ্বয় বৃহৎ, সে দীর্ঘ জীবন লাভ করিবে আর কর্ণদ্বয় হ্রস্ব হইলে, মানব নির্ধন হইয়া থাকে ॥২১৬ .

২১৬। মূষিক-কর্ণের ন্যায় কর্ণদ্বয় যার,
মেধাবী বলিয়া হবে গণ্য তাহার।
গজকর্ণ তুল্য যেবা কর্ণদ্বয় ধরে
সুপণ্ডিত বলি সেই খ্যাত চরাচরে।

বৃহৎ শ্রবণযুগে দীর্ঘায়ু হইবে
মৃদু কর্ণ যার, তারে নির্দ্ধন জানিবে ॥

মহাধনবান্, পাপিষ্ঠ ও নির্ধন সূচক কর্ণদ্বয়।

২১৭। মানবো দীর্ঘকর্ণস্তু বৃহৎকর্ণো মহাধনী।
পাপী কুটিলকর্ণস্তু সিংহকর্ণোঽতিনির্ধনঃ ॥*

যে ব্যক্তির কর্ণদ্বয় দীর্ঘ ও বৃহৎ, সে মহাধনবান্ হইবে; যাহার কর্ণ বক্র, সে পাপিষ্ঠ হইয়া থাকে; আর যাহার কর্ণদ্বয় সিংহকর্ণ-সদৃশ, সেই ব্যক্তি অতীব নির্ধন হইবে ॥২১৭

২১৭। দীর্ঘ ও বৃহৎ কর্ণে মহাধনবান্;
বক্র কর্ণ যার, সেই পাপিষ্ঠ প্রধান।
সিংহকর্ণ তুল্য কর্ণধরে সেই জন,
সে মানব হইবেক অতীব নির্ধন ॥

ভাগ্যবতী রমণীর এবং সুখী ও অল্পায়ু মানবের নাসিকা।

২১৮। নাসা সমা সমপুটা স্ত্রীণাস্তু রুচিরা শুভা।
শুকনাসঃ সুখী স্যাচ্চ শুষ্কনাসোঽল্প-জীবনঃ ॥

---

* মৃদকর্ণস্তু নির্ধনঃ ইতি বা পাঠঃ।

যে রমণীর নাসিকা সমান অর্থাৎ মনোহর এবং নাসা রন্ধ্র দ্বয় সমান সে শুভলক্ষণা (ভাগ্যবতী) হইবে। যে মানবের নাসিকা শুকপক্ষীর নাসিকার ন্যায়, সেই ব্যক্তি অত্যন্ত সুখী হয় ; আর যাহার নাসিকা শুষ্ক, সে অল্পায়ু হইয়া থাকে ॥২১৮

২১৮। নাসিকা উন্নত কিংবা নিম্ন নহে যার,
অথচ শোভন, নাসারন্ধ্র সম আর,
সেই পুণ্যবতী নারী মহা সুলক্ষণা
সামুদ্রিক-বিশারদগণের গণনা।
শুকতুল্য নাসা যার সুখী সেই জন,
শুষ্কনাসা অল্প পরমায়ুর লক্ষণ ॥

অগম্যাগামী, চোর ও ভাগ্যবান্ মানবের নাসিকা।

২১৯। ছিন্নাগ্রঃ কূপনাসঃ স্যাদগম্যাগমনে রতঃ।
দীর্ঘনাসে চ সৌভাগ্যং চৌরশ্চাকুঞ্চিতেন্দ্রিয়ঃ ॥

যে ব্যক্তির নাসাগ্র ছিন্ন প্রায় দেখায় এবং নাসারন্ধ্র দ্বয় কূপের ন্যায় গভীর বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সে অগম্যা-গমনে আসক্ত হইবে। যাহার নাসিকা দীর্ঘ, সেই ব্যক্তি ভাগ্যবান্ হইবে এবং যাহার নাসিকা আকুঞ্চিত (বক্র) সেই ব্যক্তি চৌর হইবে ॥২১৯

২১৯। নাসিকার অগ্রভাগ ছিন্ন হয় যার,
নাসারন্ধ্র কূপপ্রায় গভীর আকার,

অগম্যা নারীতে রত
সে হইবে অবিরত।
দীর্ঘ নাসা পুরুষের সৌভাগ্য লক্ষণ;
কুঞ্চিত নাসিকা যার, চোর সেই জন॥

নাসিকার আকৃতিদ্বারা মানবের পত্নীহানি সূচনা ও রমণী সুলক্ষণা।

২২০। স্ত্রীমৃত্যুশ্চিপিটনাসে সুনাসো ভোগবান্ ভবেৎ।
নাসা সমা সমপুটা স্ত্রীণাস্তু রুচিরা শুভা॥

যে মানবের নাসা চিপিটাকার (চেপ্‌টা) তাহার পত্নীর মৃত্যু হইবে এবং নাসিকা সুশ্রী হইলে, সেই ব্যক্তি ভোগী হইবে। যে সকল রমণীর নাসিকা যুগল সমরন্ধ্র বিশিষ্ট ও সমানাকার, সে সুলক্ষণা বলিয়া পরিগণিত হয়॥২২০

২২০। নাসিকা যাহার চিপিট-আকার,
ভার্য্যার মরণ ঘটিবে তাহার।
শোভন নাসিকা ধরে সেই জন
ভোগী বলি তার হইবে গণন।
সমপুট সম নাসা অঙ্গনার
সুলক্ষণা বলি কররে প্রচার॥

মানবের শুভ ও অশুভ সূচক নাসিকা।

২২১। সমবৃত্তপুটা নাসা লঘুচ্ছিদ্রা শুভাবহা।
স্থূলাগ্রা মধ্যনম্রাচ ন প্রশস্তা সমুন্নতা॥

নাসিকা যদি সমানাকার, সুগোল ও অল্পছিদ্র-বিশিষ্ট হয়, তবে তাহা শুভচিহ্ন বলিয়া মনে করিতে হইবে; পরন্তু নাসিকার অগ্রভাগ স্থূল ও সমুন্নত এবং উহার মধ্যভাগ নম্র হইলে, তাহা প্রশস্ত নহে অর্থাৎ অশুভ সূচনা করিয়া থাকে ॥২২১

২২১। সম বৃত্তাকার, অল্পছিদ্র-সমন্বিত,
নাসিকা হইবে শুভসূচক নিশ্চিত।
স্থূলাগ্র, উন্নত, মধ্যনম্র নাসা যার,
অশুভ সূচনা করে সামুদ্র বিচার ॥

নাসিকার আকৃতিদ্বারা রমণী বিধবা, দাসী ও কলহপ্রিয়া

২২২। আকুঞ্চিতারুণাগ্রাচ বৈধব্যক্লেশদায়িনী।
পরপ্রেষ্যাচ চিপিটা হ্রস্বা দীর্ঘা কলিপ্রিয়া ॥

যে নারীর নাসিকার অগ্রভাগ আকুঞ্চিত ও রক্তবর্ণ, সে বৈধব্যাদি ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে; যে নারীর নাসিকা চিপিটাকার (চেপ্টা), সে পর-প্রেষ্যা (দাসী) হইবে; যাহার নাসিকা হ্রস্ব অথবা দীর্ঘ হয় সেই নারী অতীব কলহ প্রিয় হইয়াথাকে ॥২২২

২২২। নাসাগ্র কুঞ্চিত আর রক্তবর্ণ যার,
বৈধব্যাদি ক্লেশ ঘটে সেই অবলার।
যাহার নাসিকা হয় চিপিট-আকার
অন্যের কিঙ্করী সেই, সামুদ্র-বিচার।
যাহার নাসিকা হ্রস্ব কিংবা দীর্ঘ হয়,
সে নারী কলহপ্রিয় হয় অতিশয় ॥

রাজা, ভোগশালী ও অধার্ম্মিকতা-সূচক মানবের নাসিকা।

২২৩। পার্থিবাঃ শুকনাসাশ্চ তিলপুষ্পাশ্চ ভোগিনঃ।
হ্রস্বনাসা নরা যে স্যুরধর্ম্মশীলকা নরাঃ ॥

যাহাদের নাসিকা শুকপক্ষীর নাসিকাতুল্য, তাহারা রাজা হইবে; যাহাদের নাসিকা তিল-কুসুমের ন্যায় সুদৃশ্য, তাহারা ভোগশালী হইবে; আর যাহাদের নাসা খর্ব্বাকার, জগতীতলে তাহারা অধার্ম্মিক বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে ॥২২৩

২২৩। যাদের নাসিকা শুক-নাসা প্রায়,
ধরা মাঝে তারা হ'বে নররায়।
তিলফুল সম যদি নাসা হয়,
ভোগবান্ তবে হইবে নিশ্চয়।
খর্ব্বনাসা ধরে যেই অভাজন,
অধার্ম্মিক বলি তাহার গণন ॥

লোকপ্রিয়, দুঃখভাগী, অধার্ম্মিক প্রভৃতি-সূচক নাসিকা।

২২৪। উচ্চনাসাশ্চ যে মর্ত্ত্যাস্তে সর্ব্বে জনবল্লভাঃ।
ন,নাসাশ্চাগ্রবিস্তীর্ণাস্তিললোম-সুমধ্যগাঃ।
তে সর্ব্বে দুঃখিতা জ্ঞেয়া ধর্ম্মশীল-বিবর্জ্জিতাঃ ॥

যে সকল ব্যক্তির নাসিকা উচ্চ, তাহারা সর্ব্বজন-প্রিয় বলিয়া গণনীয় হইয়া থাকে; যাহাদের নাসিকার অগ্রভাগ বিস্তীর্ণ নহে, অথচ মধ্যভাগে তিল দৃষ্ট হয় এবং সূক্ষ্ম লোমময়, সেই সকল ব্যক্তি দুঃখভাগী, অধার্ম্মিক এবং দুরাচার-পরায়ণ হইয়া থাকে ॥২২৪

২২৪। উচ্চ নাসা হ'লে নর জনপ্রিয় হয়,
সামুদ্র-সিদ্ধান্ত ইথে নাহিক সংশয়।
যাহাদের নাসিকাগ্র বিস্তীর্ণ না হয়,
আর মাঝে তিলযুক্ত, সূক্ষ্ম লোমময়;
সেই সব নর হবে অতীব দুঃখিত,
দুঃশীল হইবে, আর ধর্ম্মবিবর্জ্জিত ॥

নাসিকার আকৃতি, হাঁচিসংখ্যা ও শব্দোচ্চারণে রাজা, ক্রূর, বলশালী প্রভৃতি।

২২৫। স্বল্পছিদ্রা সুপুটা চ অবক্রাচ নৃপেশ্বরে।
ক্রূরে দক্ষিণবক্রা স্যাদ্ বলিনাঞ্চ ক্ষুতং সকৃৎ।
স্যাদ্ বিনিষ্পিণ্ডিতা হ্লাদী সানুনাসাশ্চ জীবকৃৎ ॥

যে ব্যক্তির নাসিকারন্ধ্র সূক্ষ্ম, সুগোল, ও অবক্র, সেই ব্যক্তি রাজাধিরাজ হইয়া থাকে; যাহার নাসিকা দক্ষিণ দিকে বক্র, সেই ব্যক্তি ক্রূরকর্ম্মা হইবে; যে ব্যক্তির একসঙ্গে একটি মাত্র হাঁচি হয়, সে মহাবলশালী হইবে; যে মানবের এককালে অনেকগুলি হাঁচি হয়, সে ব্যক্তি সর্ব্বদা প্রফুল্লচিত্ত থাকে; যাহার কথাবার্ত্তা অনুনাসিকবৎ উচ্চারিত হয়, সে ব্যক্তি দীর্ঘজীবী হইবে ॥২২৫

২২৫। নাসারন্ধ্র সূক্ষ্ম, গোল, অবক্র যাহার হয়,
রাজচক্রবর্ত্তী তিনি হইবেন সুনিশ্চয়।
নাসিকা দক্ষিণভাগ যদি বক্র দৃষ্ট হয়,
সেই সুতাজন নর ক্রূর হবে সুনিশ্চয়।
কেবল একটি হাঁচি হয় এককালে যার,
মহাবলশালী সেই সামুদ্রিক-অনুসার।
এক কালে বহুবার হাঁচি হয় যে জনার,
সর্ব্বদা সন্তুষ্টচিত্ত সে জন জানিবে সার।
অনুনাসিকের ন্যায় উচ্চারণ যেবা করে,
ধরা'পরে সেই জন সুদীর্ঘ জীবন ধরে।

অল্পায়ু ও দীর্ঘায়ু-সূচক হাঁচি।

২২৬। দীর্ঘায়ুঃকৃৎ ক্ষুতং দীর্ঘং যুগপদ্দ্বিত্রিপিণ্ডিতম্ ॥

যাহার হাঁচি দীর্ঘ অর্থাৎ দীর্ঘকাল ব্যাপী, সেই ব্যক্তি দীর্ঘজীবী হইবে; হাঁচিবার সময় যাহার একসঙ্গে দুইটি অথবা তিনটি হাঁচি হয়, সে ব্যক্তি অল্পায়ু হইয়া থাকে ॥২২৬

২২৬। দীর্ঘ হাঁচি, দীর্ঘজীবীর লক্ষণ,
হাঁচি এককালে যার
হয় দুই তিনবার,
অল্পায়ু হইবে তাহার গণন ॥

রাজা ও দরিদ্রতাসূচক অধরের আকৃতি।

২২৭। মাংসলৈশ্চ ধনোপেতা অবক্রৈরধরৈর্নৃপাঃ।*
বিম্বোপমৈশ্চ স্ফুটিতৈরোষ্ঠৈ রুক্ষৈশ্চ খণ্ডিতৈঃ।
বিষমৈশ্চ দরিদ্রাঃ স্যুঃ সামুদ্রবচনং যথা॥

যে ব্যক্তির অধর মাংসল (স্থূল), সে ধনবান্ হইবে; যাহার অধর অবক্র এবং বিম্বফল তুল্য (পাকা তেলাকুচার ন্যায়) সেই ব্যক্তি রাজা হইবে; যাহার ওষ্ঠ স্ফুটিত (অসমতল), রুক্ষ, খণ্ডিত (দেখিতে কাটা কাটা) ও বিষম, সেই ব্যক্তি দরিদ্র হইবে॥২২৭

২২৭। ধনশালী হবে সেই, মাংসল অধর যার;
অবক্র ও বিম্বাধরে লভে নর রাজ্যভার;
যদ্যপি খণ্ডিত,
বিষম স্ফুটিত,
আর রুক্ষ ওষ্ঠ কারো' দৃষ্ট হয় ভাগ্যফলে
ধনহীন হইবে সে সামুদ্রিক শাস্ত্রে বলে॥

কলহানুরক্তা, কর্কশা ও স্বামীর অশুভদায়িনী নারীর-ওষ্ঠাধর।

২২৮। সমুন্নত-তরোষ্ঠী যা কলহৈরুক্ষভাষিণী।
যা তু রোমোত্তরোষ্ঠী স্যান্ন শুভা ভর্ত্তুরেব হি॥

* অথাবক্রৈরধরৈঃ ইতি বা পাঠঃ।

যে নারীর ওষ্ঠাধর সমুন্নত, সে কলহানুরক্তা হইয়া থাকে, যাহার বাক্য কর্কশ এবং যাহার ওষ্ঠপ্রান্তে লোম দৃষ্ট হয়, সে নারী কদাচ স্বামীর শুভদায়িনী হয় না ॥২২৮

২২৮। ওষ্ঠাধর সমুন্নত হয় যেই অবলার
কলহনিরতা সেই ; কর্কশ বচন যার,
আর ওষ্ঠাধরপ্রান্তে রোম রহে যে নারীর,
পতিশুভপ্রদা সেই না হবে জানিবে স্থির ॥

অধরাকৃতি দ্বারা ভাগ্যবতী-রাজপ্রিয়া।

২২৯। পাটলো বর্ত্তুলঃ স্নিগ্ধো রেখা-ভূষিত-মধ্যভূঃ।
সীমন্তিনীনামধরো রাজ্ঞাশ্চৈব প্রিয়া ভবেৎ ॥*

যে রমণীর অধর পাটলবর্ণ, বর্ত্তুলাকার, স্নিগ্ধ (উজ্জ্বল) এবং মধ্যভাগে রেখাদ্বারা ভূষিত দৃষ্ট হয়, সেই ভাগ্যবতী রাজার প্রিয়া হইয়া থাকে ॥২২৯

২২৯। অধর বর্ত্তুল, স্নিগ্ধ, পাটল-বরণ,
মধ্যস্থলে রহে যার রেখা সুশোভন,
সেই সীমন্তিনী হবে মহাভাগ্যবতী
নরপতি-প্রিয়তমা সামুদ্র ভারতী ॥

---

* ধরারাজাদি-প্রিয়ো ভবেৎ ইতি বা পাঠঃ।

ওষ্ঠাধরের আকৃতি দ্বারা রমণী বিধবা, কলহ-রতা ও ভাগ্যবতী।

২৩০। শ্যামঃ স্থূলোঽধরৌষ্ঠঃ স্যাদ্ বৈধব্যকলহপ্রদঃ।
মসৃণো মত্তকাশিন্যাশ্চোত্তরৌষ্ঠঃ সুভোগদঃ॥

যে নারীর ওষ্ঠ এবং অধর শ্যামবর্ণ এবং স্থূল, সে বিধবা ও কলহরতা হইয়া থাকে; আর যে ভাগ্যবতী রমণীর অধর মসৃণ, সে নানাবিধ ভোগসুখে কালযাপন করে॥২৩০

২৩০। শ্যামবর্ণ স্থূল ওষ্ঠাধর যার হয়,
সে নারী কলহরতা বিধবা নিশ্চয়।
মসৃণ অধর যার, সেই ভাগ্যবতী
ভোগসুখে যাপে কাল, সামুদ্র-ভারতী॥

দুর্ভাগিণী, বিধবা ও কলহপ্রিয়া রমণীর অধরৌষ্ঠ।

২৩১। কৃশঃ প্রলম্বঃ স্ফুটিতো রুক্ষো দৌর্ভাগ্য-সূচকঃ।
শ্যাবঃ স্থূলোঽধরৌষ্ঠঃ স্যাদ্ বৈধব্যকলহপ্রদঃ॥

নারীর অধর লম্বিত, কৃশ, স্ফুটিত ও রুক্ষ দৃষ্ট হইলে, তাহা দুর্ভাগ্য সূচনা করে; আর অধরৌষ্ঠ শ্যাব (ধূসর বর্ণ) ও স্থূল হইলে, নারী বিধবা ও কলহপ্রিয়া হইয়া থাকে॥২৩১

২৩১। প্রলম্বিত, কৃশ, রুক্ষ, স্ফুটিত অধর,
নারীর দুর্ভাগ্য চিহ্ন প্রকাশে বিস্তর।
ওষ্ঠাধর স্থূল আর ধূসর যাহার,
সে নারী বিধবা দ্বন্দ্বপ্রিয়া জেনো সার॥

ভোগবতী রমণীর ওষ্ঠাকৃতি।

২৩২। মসৃণো মত্তকাশিন্যাশ্চোত্তরৌষ্ঠঃ সুভোগদঃ।
কিঞ্চিন্মধ্যোন্নতোঽরোমা বিপরীতো বিরুদ্ধকৃৎ॥

যে রমণীর ওষ্ঠের উত্তর ভাগ সুচিক্কণ (চাকচক্যশালী), এবং মধ্যভাগ কিঞ্চিৎ উন্নত ও লোমহীন দৃষ্ট হয়, সে ভোগবতী বলিয়া গণনীয় হইবে; পরন্তু ইহার বিপরীত চিহ্নে বিরুদ্ধ লক্ষণ (কুলক্ষণ) সূচনা করে॥২৩২

২৩২। যদ্যপি উত্তর-ওষ্ঠ হয় সুচিক্কণ,
কিঞ্চিৎ উন্নত মধ্যে, অলোম শোভন,
তবে উহা ভোগবতী নারীর লক্ষণ;
বিপরীত চিহ্নে কিন্তু বিরুদ্ধ গণন॥

শুভ, অশুভ ও উন্মত্ততা-সূচক হাস্য।

২৩৩। অকম্পং হসিতং শ্রেষ্ঠং নিমীলিতমথাবহম্।
অসকৃদ্ধসিতং দুষ্টং সোন্মাদস্য হ্যনেকধা॥

হাস্যকালে শিরঃকম্পাদি না হইলে, তাহা শ্রেষ্ঠ লক্ষণ বলিয়া জানিতে হইবে। যে ব্যক্তির হাস্য সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত না হয়, সেই ব্যক্তির অন্তঃকরণে কোনরূপ দুষ্ট অভিসন্ধি আছে—ইহাই বুঝিতে হইবে। আর যে ব্যক্তি বার বার হাস্য করে, তাহাকে উন্মত্ত বলিয়া জানিবে॥২৩৩

২৩৩। হাস্যকালে অঙ্গ-কম্প যদ্যপি না হয়,
শুভাবহ বলি তাহা জানিবে নিশ্চয়।
স্পষ্ট হাস্য নহে যার,
অবশ্য জানিবে তার,
মনে কোন দুষ্টভাব আছয়ে নিহিত।
বার বার হাসে যে, সে উন্মত্ত নিশ্চিত॥

হাস্য-লক্ষণে রমণী ব্যভিচারিণী।

২৩৪। স্মিতে কূপে গণ্ডয়োশ্চ ধ্রুবং সা ব্যভিচারিণী॥

যে নারীর হাস্যকালে গণ্ডদেশে কূপবৎ (গর্ত্ত) দৃষ্ট হয়, সে নিশ্চয়ই ব্যভিচারিণী হইয়া থাকে॥২৩৪

২৩৪। হাস্যকালে কূপবৎ গর্ত্ত গণ্ডে দৃষ্ট হলে,
ব্যভিচার-পরা নারী সামুদ্রিক শাস্ত্রে বলে॥

শুভদায়িনী নারীর হাস্য-লক্ষণ।

২৩৫। অলক্ষিত-স্মিতং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ফুল্লকপোলকম্।
স্মিতং প্রশস্তং সুদৃশামনিমীলিতলোচনম্॥

হাস্যকালে অথবা কথা কহিবার সময় যদি দন্তপঙ্‌ক্তি দৃষ্ট না হয়, তবে তাহাকে "অলক্ষিত স্মিত" বলা যায়। যে রমণীর হাস্য এইরূপ, এবং যাহার কপোলদেশ কিঞ্চিৎ প্রফুল্ল, যাহার হাস্য প্রশস্ত (সন্তোষজনক) এবং নয়নযুগল অনির্মীলিত (মুদ্রিতপ্রায়), তিনি শুভদায়িনী হইবেন॥২৩৫

২৩৫। কথনের কালে কিংবা হাস্যের সময়
দন্তপঙ্‌ক্তি যে নারীর দৃষ্ট নাহি হয়,
কপোলযুগল আর
কিঞ্চিৎ প্রফুল্ল যার,
হাস্য যার রম্য, নেত্র অল্প মুকুলিত,
সে রমণী সুলক্ষণা জানিবে নিশ্চিত॥

গুপ্তকামচারিণী নারীর হাস্য-লক্ষণ।

২৩৬। যস্যাশ্চ হসনে কূপৌ গণ্ডয়োরুপজায়তে।*
সা নাশয়তি ভর্ত্তারং গোপনে কামচারিণী॥

যে নারীর হাসিবার সময় উভয় গণ্ডে কূপবৎ গর্ত্ত দৃষ্ট হয়, সে পতিকে বিনাশ করিয়া গোপনে স্বীয় কামনা পূর্ণ করিবে॥২৩৬

২৩৬। হাস্যকালে গণ্ডে কূপপ্রায় গর্ত্ত যেবা ধরে।
নাশি পতি গোপনে সে নারী কাম পূর্ণ করে॥

* "যস্যাশ্চ হসনে কূপো গণ্ডে সমুপজায়তে" ইতি পাঠান্তরং পাঠঃ।

স্বামি-ঘাতিনী নারীর হাস্য-লক্ষণ।

২৩৭। যস্যাস্তু হসমানায়াং আরক্তং দৃশ্যতে মুখম্ ।*
তৃতীয়ে স্বামিনং হত্বা চতুর্থে সুখমেধতে ॥

হাসিবার সময় যে নারীর মুখ আরক্তবর্ণ দৃষ্ট হয়, বয়সের তৃতীয়ভাগে স্বামীকে বধ করিয়া, সে চতুর্থভাগে সুখভোগ করিতে পারে ॥২৩৭

২৩৭। হাস্যকালে মুখ যার রক্তবর্ণ হয়,
যাপিয়া সে জীবনের আদ্যভাগ দ্বয়,
তৃতীয়ে নাশিয়া পতি সেই কলঙ্কিনী
চতুর্থে হইবে নানা সুখের ভাগিনী ॥

দন্ত, জিহ্বা ও তালুর আকৃতি দ্বারা শুভ ও ধনক্ষয়।

২৩৮। বিষমৈর্ধনহীনাশ্চ দন্তাঃ স্নিগ্ধা ঘনাঃ শুভাঃ।
তীক্ষ্ণা দন্তাঃ সমাঃ শ্রেষ্ঠা জিহ্বা রক্তাঃ সমাঃ শুভাঃ।
শ্লক্ষ্ণা দীর্ঘা চ বিজ্ঞেয়া তালুঃ শ্বেতো ধনক্ষয়ঃ ॥

যাহার দন্তগুলি অসমান, সেই ব্যক্তি ধনহীন হইবে। দন্তচয় স্নিগ্ধ, ঘন, তীক্ষ্ণ ও সমান হইলে, তাহা শুভচিহ্ন-প্রকাশক বলিয়া মনে করিতে হইবে। যদি মানবের জিহ্বা সমতল, রক্তবর্ণ, সূক্ষ্ম ও দীর্ঘ হয়, তবে তাহা শুভ লক্ষণ জানিবে। যে ব্যক্তির তালুদেশ দেখিতে শ্বেতবর্ণ, তাহার ধনক্ষয় হইয়া থাকে ॥২৩৮

---

* আরক্তো দৃশ্যতে মুখে—ইতি কচিৎ পাঠঃ।

২৩৮। অসমান দন্তে নর হয় ধনহীন,
সামুদ্রিক শাস্ত্রবাণী বুঝহ প্রবীণ।
স্নিগ্ধ, তীক্ষ্ণ, সম, ঘন,
দন্ত অতি সুলক্ষণ।
জিহ্বা সমতল, রক্ত, সূক্ষ্ম, দীর্ঘে শুভ হয়,
তালু যার শ্বেতবর্ণ, তার হয় ধনক্ষয়॥

দন্তের আকৃতি দ্বারা ক্লেশভোগী।

২৩৯। করালা বিষমা দন্তাঃ ক্লেশায় চ ভবন্তি তে।
তথৈব বিষমা দন্তাঃ ক্লেশায় চ ভয়ায় চ॥

যাহার দন্তশ্রেণী করাল (ভীষণ) ও বিষম (ছোটবড়) হয়, সে মহা ক্লেশভাগী হইয়া থাকে ; সেইরূপ যে নারীর দন্ত বিষমাকার, সে ক্লেশে ও সভয়ে কালাতিপাত করে॥২৩৯

২৩৯। ভীষণ, বিষম দন্ত কাহারো যদ্যপি হয়,
ক্লেশভাগী সেইজন হইবেক সুনিশ্চয়।
বিশেষতঃ দন্তপাঁতি হইলে বিষমাকার,
ক্লেশ ভয় উৎপাদন করিবেক অবলার॥

দুঃখ ও দুর্ভাগ্যসূচক দন্তশ্রেণী।

২৪০। পীতাঃ শ্যামাশ্চ দশনাঃ স্থূলা দীর্ঘা দ্বিপঙ্‌ক্তয়ঃ।
শুক্ত্যাকারাশ্চ বিরলা দুঃখদৌর্ভাগ্যকারণম্‌॥

যে নারীর উভয় পঙ্‌ক্তির দন্তগুলি দেখিতে পীতবর্ণ কিংবা শ্যামবর্ণ এবং স্থূল, দীর্ঘ ও শুক্তিবৎ বর্ণ-বিশিষ্ট, আর বিরল, সে দুর্ভাগ্যবতী হইবে এবং অতি কষ্টে জীবন যাপন করিবে ॥২৪০

২৪০। দন্তপঙ্‌ক্তিদ্বয় যদি হয় অবলার
পীত কিংবা শ্যামবর্ণ স্থূল দীর্ঘাকার,
বিবর্ণ ও শুক্তিবর্ণ করয়ে ধারণ,
সে নারী দুর্ভগা, দুঃখে যাপয়ে জীবন ॥

রমণীর দন্তসংখ্যায় মাতৃহানি ও দন্তাকৃতি দ্বারা বিধবা ও কুলটা।

২৪১। অধস্তাদধিকৈর্দন্তৈর্মাতরং ভক্ষয়েৎ স্ফুটম্।
পতিহীনা চ বিকটৈঃ কুলটা বিরলৈর্ভবেৎ ॥

যে নারীর নিম্নশ্রেণীতে অধিক দন্ত দৃষ্ট হয়, তাহার জননীর মৃত্যু হইবে। যাহার দন্তগুলি বিকট (দেখিতে বিশ্রী), সে বিধবা হইয়া থাকে। যে নারীর দন্ত বিরল, সে কুলটাবৃত্তি অবলম্বন করিবে ॥২৪১

২৪১। নিম্নের পঙ্‌ক্তিতে যদি অধিক দশন
তাহে রমণীর মাতৃ-মৃত্যুর লক্ষণ।
বিকট দশন
বিধবা লক্ষণ;
বিরল-দশনা যেই রমণী হইবে,
বেশ্যাবৃত্তি দ্বারা সেই জীবন যাপিবে ॥

সৌভাগ্যবতী রমণীর দন্তলক্ষণ।

২৪২। গোক্ষীরসন্নিভাঃ স্নিগ্ধা দ্বাত্রিংশদ্দশনাঃ শুভাঃ।
অধস্তাদুপরিষ্টাচ্চ সমাঃ স্তোকসমুন্নতাঃ॥

যে মহিলার দন্তগুলি গোদুগ্ধের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, স্নিগ্ধ (চাক্‌চক্যশালী) আর সংখ্যায় দ্বাত্রিংশতের অধিক বা অল্প নহে এবং উভয় পঙ্‌ক্তিতে সমসংখ্যক দৃষ্ট হয় অথচ ঈষৎ উন্নত, সে সৌভাগ্যশালিনী হইবে॥২৪২

২৪২। গোদুগ্ধের ন্যায় শুভ্র, স্নিগ্ধ দন্ত অবলার
বত্রিশের ন্যূনাধিক সংখ্যক না হয় যার,
পঙ্‌ক্তিদ্বয়ে সমসংখ্যা যদি রহে বিদ্যমান,
আর অধ সমুন্নত, শুভ করে সপ্রমাণ॥

নিদ্রিতাবস্থায় দন্তঘর্ষণাদিতে রমণীর শুভাশুভ নির্ণয়।

২৪৩। সুপ্তা পরস্পরং যাতু দন্তান্ কিটিকিটায়তে।
সুলক্ষ্মাপি ন সা৽শস্তা যা কিঞ্চিৎ প্রলপেৎ তথা॥

যে নারী নিদ্রিতাবস্থায় দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া একপ্রকার কিট্‌কিট্ শব্দ (বিকৃত শব্দ) উচ্চারণ করিয়া থাকে, আর নিদ্রাকালে প্রলাপবাক্য উচ্চারণ করে, সে সুলক্ষণান্বিতা হইলেও পণ্ডিতগণ তাহাকে অপ্রশস্তা বলিয়া ত্যাগ করিবেন॥২৪৩

২৪৩। নিদ্রাকালে যে নারীর দশন-ঘর্ষণ
কিট্‌কিট্‌ শব্দ করয়ে উৎপাদন,
অথবা যাহার মুখে প্রলাপ বচন
শুনাযায়, সে রমণী ধরে কুলক্ষণ।
অন্য কোন শুভ চিহ্ন যদিও সে ধরে,
তথাপি পণ্ডিতগণ তারে ত্যাগ করে॥

দন্তের আকৃতি দ্বারা রাজা ও দরিদ্র।

২৪৪। কুন্দপুষ্প-প্রতীকাশৈর্দ্দন্তৈর্ভূপতয়স্তথা।
ঋক্ষ-বানরদন্তাশ্চ নিত্যং তে ক্ষুত্তৃষার্দ্দিতাঃ॥

যাহাদের দন্তের আকার কুন্দ-কুসুমের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, তাহারা রাজা হইবে এবং যে সকল ব্যক্তির দন্ত ভল্লুক ও বানরের দন্তের ন্যায়, তাহারা নিরন্তর ক্ষুধা তৃষ্ণার যাতনা সহ্য করিয়া থাকে॥২৪৪

২৪৪। দন্তের গঠন যদি কুন্দ-পুষ্পাকার—
শুভ্রবর্ণ, তাহে নর লভে রাজ্যভার।
ভল্লুক বা কপিতুল্য যাদের দশন,
ক্ষুধা তৃষ্ণা ক্লেশ তারা ভুঞ্জে অনুক্ষণ॥

দন্তের আকৃতি দ্বারা মানব সুশীল ও প্রিয়জন-বশকারী।

২৪৫। শুদ্ধৈরুজ্জ্বলৈর্দন্তৈশ্চ* দাড়িমীবীজসন্নিভৈঃ।
সুশীলঃ স নরো জ্ঞেয়ঃ প্রিয়াণাং বশ্যকারকঃ॥

* বিশুদ্ধৈরুজ্জ্বলৈর্দন্তৈঃ ইতি সভ্যঃ পাঠঃ।

যে ব্যক্তির দন্তগুলি বিশুদ্ধ (পরিষ্কৃত) উজ্জ্বল (চাকচক্যশালী) ও দাড়িম্ববীজতুল্য শোভা ধারণ করে, সেই ব্যক্তি সুশীল হইয়া থাকে এবং তাহার প্রিয় ব্যক্তিগণ তাহার বশীভূত হয় ॥২৪৫

২৪৫। পরিষ্কৃত সমুজ্জ্বল দাড়িম্ববীজের প্রায়
মনোহর দন্তগুলি যে নরের শোভা পায়,
সুশীল সেজন হবে সামুদ্রিকশাস্ত্রে কয়
তার প্রিয়জনগণ তার বশীভূত হয় ॥

দন্তের আকৃতি দ্বারা মানব দুঃখী, সৌভাগ্যশালী ও বিদ্বান্।

২৪৬। দুঃখিতো বিকৃতৈরুক্ষৈর্দন্তৈর্মূষিকসন্নিভৈঃ।
সৌভাগ্যং মিলিতৈর্দন্তৈর্বিদ্যাবান্ দন্তুরঃ পুনঃ ॥

যে ব্যক্তির দন্তগুলি বিকৃত (বিকটাকার), রুক্ষ এবং মূষিক দন্তের ন্যায় তীক্ষ্ণাগ্র, সে অতীব দুঃখে কালযাপন করিবে। যাহার দন্তগুলি সুমিলিত অর্থাৎ উচ্চনীচ নহে অথচ ঘন, সে ব্যক্তি সৌভাগ্যশালী হইবে; আর যে ব্যক্তি দন্তুর অর্থাৎ যাহার দন্তগুলি উচ্চ, সেই ব্যক্তি সর্ব্ববিদ্যা-পারদর্শী হইবে। দন্তুর ব্যক্তি কদাচ মূর্খ হয় না ॥২৪৬

২৪৬। মূষিক-দশন তুল্য তীক্ষ্ণাগ্র দশন
অথচ দেখিতে রুক্ষ, বিকট দর্শন,
এইরূপ দন্তচয় যে করে ধারণ,
অতি দুঃখে করে সেই জীবন যাপন।
সুমিলিত দন্তপংক্তি সৌভাগ্য লক্ষণ;
দন্তুর মানব সর্ব্ববিদ্যার ভাজন ॥

দন্তসংখ্যা দ্বারা মানব রাজা, ভোগী, দুঃখী প্রভৃতি।

২৪৭। দ্বাত্রিংশদ্দশনো রাজা ভোগী স্যাদেকহীনকঃ।
ত্রিংশদ্দন্তাঃ স্যুঃ সুখিনো বিনৈকেন তু দুঃখিনঃ।
কদাচিদ্দন্তিনো মূর্খাঃ কদাচিল্লোমশোঽসুখী॥

যাহার দন্ত সংখ্যায় বত্রিশটি দৃষ্ট হয়, সেই ব্যক্তি রাজা হইবে, যে ব্যক্তির একত্রিশটি দন্ত, সে মহাভোগশালী হইবে; যাহার দন্ত সংখ্যা ত্রিশটি, সে ব্যক্তি সুখী হয়; যাহাদের দন্ত উনত্রিশটি থাকে, তাহারা দুঃখ-ভোগী হইয়া থাকে। বৃহৎ দন্তশালী ব্যক্তি কদাচিৎ মূর্খ হয় অর্থাৎ প্রায়শঃ দীর্ঘ দন্ত বিশিষ্ট মানব মূর্খ হয় না; আর লোমশ অর্থাৎ লোমবিশিষ্ট ব্যক্তি কদাচিৎ অসুখী হইয়া থাকে অর্থাৎ তাদৃশ ব্যক্তি প্রায়ই অসুখী হয় না—সদা সুখ ভোগ করে॥ ২৪৭

২৪৭। বত্রিশ দশন ধরে নৃপতি লক্ষণ;
একত্রিশ দন্তে ভোগশালীর গণন।
ত্রিশটি দশনে সুখী হইবেক নর
উনত্রিশ দন্তে দুঃখ ভুঞ্জে বহুতর।
বৃহৎ দশন যে বা করয়ে ধারণ
কদাচিৎ হইবেক মূর্খ সেই জন।
বহুলোম যার দেহ করে আবরণ,
কদাচিৎ হয় সেই অসুখ-ভাজন॥

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

চতুর্থ খণ্ড।

দন্তের আকৃতি দ্বারা নীচকর্ম্মকারী, বাচাল ও বিদেশানুরাগী।

২৪৮। দন্তাশ্চ বিকটা যস্য নীচবন্নীচকর্ম্মকৃৎ।
প্রগল্‌ভো দন্তুরঃ সত্যং দেশান্তররতো ভবেৎ ॥

যে ব্যক্তির দন্ত গুলি দেখিতে বিকটাকার, সে সর্ব্বদা নীচ-কর্ম্মকারী হইয়া থাকে; যে ব্যক্তি দন্তুর অর্থাৎ যাহার দন্তগুলি দীর্ঘ ও উন্নত সেব্যক্তি অতিশয় বাচাল ও দেশান্তরে অনুরাগী হইবে ॥২৪৮

২৪৮। বিকট অথচ নিম্ন দশন যাহার,
নীচকর্ম্মকারী সেই হবে নীচাচার।
দন্তুর মানবে অতি বাচাল জানিবে
দেশান্তরে অনুরাগী সে জন হইবে ॥

জিহ্বার আকৃতিদ্বারা মানব যোগী, ভ্রমণশীল ও মুক্ত।

২৪৯। যস্য জিহ্বা ভবেদ্দীর্ঘা নাসাগ্রং লেঢ়ি সর্ব্বদা।
যোগী ভবতি নির্ব্বাণঃ পৃথ্বীং ভ্রমতি সর্ব্বদা ॥

যে ব্যক্তির জিহ্বা এরূপ দীর্ঘ হয় যে, তাহা সর্ব্বদা নাসাগ্র লেহন করিতে পারে, তবে তিনি যোগী হইবেন এবং ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিবেন; আর তিনি দেহান্তে নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করিবেন ॥ ২৪৯

২৪৯। হেন দীর্ঘ জিহ্বা যে করে ধারণ,
যাহা করে সদা নাসাগ্র লেহন,
যোগী হয়ে সেই মেদিনী ভ্রমিবে,
দেহান্তে পরম নির্ব্বাণ লভিবে ॥

জিহ্বার বর্ণ ও আকৃতিদ্বারা রমণী ভাগ্যবতী ও দুঃখিনী।

২৫০। জিহ্বেষ্টমিষ্টভোক্ত্রী স্যাচ্ছোণা মৃদ্বী তথা সিতা।
দুঃখায় মধ্যসঙ্কীর্ণা পুরোভাগ-সুবিস্তরা ॥

যে রমণীর জিহ্বা রক্তবর্ণ, সুকোমল, অথবা শ্বেতাপরাজিতার ন্যায় বর্ণ ধারণ করে, সেই ভাগ্যবতী নারী রসনাতৃপ্তিকর মিষ্টবস্তু ভোজন করিয়া থাকে। যাহার জিহ্বার মধ্যভাগ দেখিতে সঙ্কীর্ণ ও অগ্রভাগ বিস্তীর্ণ, সে দুঃখভাগিনী হইবে ॥২৫০

২৫০। সুকোমল আর লোহিত বরণ,
শ্বেতাপরাজিতা তুল্য দরশন—
হেন জিহ্বা যার, সেই নিতম্বিনী
উপাদেয় মিষ্ট ভোজনকারিণী।

মধ্যভাগ যার দেখিতে সঙ্কীর্ণ
আর অগ্রভাগ যাহার বিস্তীর্ণ—
এরূপ রসনা ধরে যে অঙ্গনা
দুঃখিনী বলিয়া তাহার গণনা ॥

জিহ্বার বর্ণ ও আকৃতিদ্বারা মানব চিরদুঃখভাগী ও পাপী।

২৫১। কৃষ্ণজিহ্বা ভবেদ্ যস্য স নরো দুঃখভাজনঃ।
যঃ স্পৃশেজ্জিহ্বয়া নাসাং স ভবেৎ পাপকারকঃ ॥

যে ব্যক্তির জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ হয়, সে চিরদুঃখভাগী হইবে; যে মানব জিহ্বাদ্বারা সর্ব্বদা নাসিকা লেহন করে, সেই ব্যক্তি সর্ব্বদা পাপকর্ম্মকারী হইয়া থাকে ॥২৫১॥

২৫১। যাহার রসনা হয় অসিত-বরণ,
সেই জন হইবেক দুঃখের ভাজন।
জিহ্বাগ্রে সদা যে নরে
নাসিকা লেহন করে,
পাপকার্য্যে অনুক্ষণ রত সেই জন,
নাহিক সংশয় ইথে, সামুদ্র-বচন ॥

জিহ্বার বর্ণ ও আকৃতিদ্বারা রমণী কলহ-প্রিয়া, দরিদ্রা, প্রভৃতি।

২৫২। সিতয়া তোয়মরণং শ্যাময়া কলহপ্রিয়া।
দরিদ্রিণী মাংসলয়া লম্বয়াহভক্ষ্যভক্ষিণী।
বিশালয়া রসনয়া প্রমদাতিপ্রমাদভাক্ ॥

যে নারীর জিহ্বা শুক্লবর্ণ, সে জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিবে। যাহার জিহ্বা শ্যামবর্ণ, সেই নারী অতিশয় কলহপ্রিয়া জানিবে। নারীর জিহ্বা স্থূল হইলে, সে দরিদ্রা হইয়া থাকে। যাহার জিহ্বা লম্বমান ('লক্ লক্ করে) সে নারী অভক্ষ্য ভক্ষণে অনুরাগবতী হইয়া থাকে। যে নারীর জিহ্বা বিশাল (অতিশয় বিস্তৃত) সে প্রমাদভাগিনী অর্থাৎ কর্ত্তব্য কার্য্যে নিরতিশয় অনবধানবতী হইয়া থাকে ॥২৫২

২৫২। রমণীর জিহ্বা যদি শ্বেতবর্ণ হয়,
জলে ডুবে সেই নারী মরিবে নিশ্চয়।
রসনা শ্যামলবর্ণ যেই অঙ্গনার
দ্বন্দ্বপ্রিয়া হবে সেই সামুদ্র-বিচার।
মাংসল রসনা যেবা করয়ে ধারণ,
দরিদ্রা বলিয়া তার হইবে গণন।
লম্বমান জিহ্বা যেবা ধরে সীমন্তিনী,
অভক্ষ্য ভক্ষণে হবে সে অনুরাগিণী।

বিশাল রসনা যার সেই অভাগিনী—
নিতম্বিনী হইবেক প্রমাদভাগিনী ॥

মিথ্যাবাদী, সদাচারহীন, বিদ্বান্ এবং লক্ষ্মী-বান্ মানবের জিহ্বা।

২৫৩। স্থূলজিহ্বা ক্রূরজিহ্বা স নরোঽনৃতভাষিতঃ ॥
শ্বেতজিহ্বা নরা যে চ তেঽপ্যাচারবিবর্জ্জিতাঃ।
রক্তজিহ্বা ভবেদ্ যস্য বিদ্যাং লক্ষ্মীং স চাপ্নুয়াৎ ॥

যে ব্যক্তির জিহ্বা স্থূল অথবা বক্র, সে অনৃতভাষী (মিথ্যাবাদী) হইবে। যাহার জিহ্বা শ্বেতবর্ণ, সেই ব্যক্তি সদাচারহীন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তির জিহ্বা লোহিতবর্ণ, সে বিদ্বান্ ও লক্ষ্মীবান্ হইবে ॥২৫৩

২৫৩। স্থূল কিংবা বক্র জিহ্বা ধরে সেই জন,
হয় সে অনৃতভাষী, সামুদ্রগণন।
মানবের শ্বেতবর্ণ জিহ্বা যদি হয়,
ভ্রষ্টাচার হইবেক সে জন নিশ্চয়।
রক্তবর্ণ জিহ্বা যাঁর, সে হবে বিদ্বান্
আর মহাভাগ্যবান্ হবে লক্ষ্মীবান্ ॥

দয়াবান্, অকপট, সুখী, রাজা ও ভাগ্যবান্ মানবের স্বরলক্ষণ।

২৫৪। দাক্ষিণ্যযুক্তমশঠং হংসশব্দং সুখাবহম্।
হংসস্বরো নরো ধন্যো মেঘবৎ স্বরতো নৃপঃ॥
ভৃঙ্গোপমস্বরো যস্তু ভোগবান্ স্যাৎ ধনী নরঃ॥

যে মানবের কণ্ঠধ্বনি হংসধ্বনির ন্যায়, সে ব্যক্তি দয়াদাক্ষিণ্যশালী, অকপট, সুখী ও যশস্বী হইয়া থাকে। কণ্ঠস্বর জলদগম্ভীর হইলে তাহা নরপতির লক্ষণ বলিয়া মনে করিতে হইবে। যে ব্যক্তির কণ্ঠস্বর ভ্রমর-গুঞ্জনবৎ মৃদু ও মধুর, সেই ভাগ্যবান্ মনুষ্য ধনশালী হইবে এবং বিবিধ ভোগসুখে কালযাপন করিবে॥২৫৪

২৫৪। হংসধ্বনি তুল্য স্বরে হয় নর দয়াবান্,
শঠতাবিহীন আর মহাসুখী যশস্বান্।
জলদগম্ভীর স্বর
যার সেই নরেশ্বর।
ভ্রমরগুঞ্জনপ্রায় কোমল মধুর স্বরে
ধনী ভোগী হয়ে নর মহাসুখে কাল হরে॥

ভাগ্যবান্, ধনহীন ও পাপীর কণ্ঠস্বর।

২৫৫। ক্রৌঞ্চস্বরা নরা যেতু ভাগ্যবন্তো ভবন্তি তে।
খরাকারস্বরা যেতু নির্দ্ধনাঃ পাপকারিণঃ॥

যে ব্যক্তির কণ্ঠস্বর বকের কণ্ঠস্বরের ন্যায়, সে ভাগ্যবান্ হইবে; যাহার কণ্ঠস্বর গর্দ্দভধ্বনি তুল্য কর্কশ ও কঠোর, সে ব্যক্তি ধনহীন এবং পাপপরায়ণ হইয়া থাকে ॥২৫৫

২৫৫। বক-কণ্ঠধ্বনি তুল্য কণ্ঠস্বর যার,
ভাগ্যবান্ হবে সেই ধরণী-মাঝার।
গর্দ্দভ-কর্কশ ধ্বনি যার, সে নির্ধন,
আর পাপশীল বলি তাহার গণন ॥

কণ্ঠস্বরে মানব রাজা, নিষ্ঠুর ও দুঃখভাগী।

২৫৬। মেঘগম্ভীরনির্ঘোষো মৃগীণাঞ্চ বিশেষতঃ।
সিংহস্বরাস্তু রাজানশ্চক্রবাগ্বৎ-স্বরেণ তু।
পুমাংসো নিষ্ঠুরা জ্ঞেয়া স্তেহত্যন্ত দুঃখভাগিনঃ ॥

মানবগণের মধ্যে যাহার কণ্ঠস্বর মেঘধ্বনির ন্যায় গম্ভীর এবং মৃগীর কণ্ঠশব্দের ন্যায় মৃদু ও সুশ্রাব্য আর সিংহ গর্জ্জন তুল্য বিক্রম-প্রকাশক, সেই সকল ব্যক্তি রাজা হইয়া থাকে। যাহাদের কণ্ঠস্বর চক্রবাকের ধ্বনির ন্যায়, তাহারা নিষ্ঠুর ও দুঃখভাগী হইবে ॥২৫৬

২৫৬। জলদ গম্ভীর যার কণ্ঠস্বর
কিংবা মৃগীতুল্য মৃদু মনোহর,
অথবা মৃগেন্দ্র গর্জ্জন সমান,
প্রকাশে বিক্রম অতীব মহান্

সেই ভাগ্যবান্ সুকৃতির বলে
রাজা হইবেক অবনী মণ্ডলে।
চক্রবাকধ্বনি-অনুকারী যার
কণ্ঠস্বর, সেই নর দুরাচার
নিষ্ঠুর হৃদয় ভুঞ্জে দুঃখভার
নাহিক সন্দেহ সামুদ্র-বিচার॥

ধনধান্যবতী রমণীর স্বরলক্ষণ।

২৫৭। হংসস্বরা চ যা কন্যা কুমারী কোকিলস্বরা।
ধনধান্যবতী সা তু যৌবনে চক্রবাকৃস্বরাঃ॥

যে নারীর কন্যাকালে কণ্ঠধ্বনি হংসরবের ন্যায়, কুমারীদশায় কোকিলার ন্যায় আর যৌবনাবস্থায় চক্রবাক্ ধ্বনির ন্যায় হয়, সেই ভাগ্যবতী রমণী ধনধান্যবতী হইয়া পরমসুখে কালযাপন করিবে॥২৫৭

২৫৭। কন্যাকালে কলহংস তুল্য যার স্বর
কৌমারে কোকিলসম স্বর মনোহর,
চক্রবাকসম স্বর যৌবনে যাহার
ধনধান্যবতী সেই সংসার মাঝার॥

তালুর আকৃতি ও চিহ্নদ্বারা রমণী প্রশস্তা, বিধবা, তাপসী প্রভৃতি।

২৫৮। স্নিগ্ধং কোকনদাভাসং প্রশস্তং তালু কোমলম্।

সিতে তালুনি বৈধব্যং পীতে প্রব্রজিতা ভবেৎ।
কৃষ্ণেঽপত্যবিয়োগার্ত্তা রুক্ষে ভূরি-কুটুম্বিনী ॥

তালু দেশ যদি স্নিগ্ধ, কোমল ও রক্তপদ্ম তুল্য বর্ণবিশিষ্ট হয়, তবে রমণীর তাহা অতীব প্রশস্ত চিহ্ন বলিয়া নিশ্চয় করিতে হইবে। যে রমণীর তালু শ্বেতবর্ণ, সে বিধবা হইয়া থাকে; যাহার তালু পীতবর্ণ, সেই রমণী তাপসী হইবে। যে নারীর তালু কৃষ্ণবর্ণ, সে সন্তান-বিরহে কাতরা হইবে আর যাহার তালুদেশ রুক্ষ সেই বহুকুটুম্ববতী হইবে ॥২৫৮

২৫৮। যে নারীর তালুদেশ স্নিগ্ধ দরশন,
সুকুমার, রক্তোৎপল-সদৃশ বরণ
নারী মাঝে সেই সীমন্তিনী
সুলক্ষণা, সৌভাগ্যশালিনী।
শুক্লবর্ণ তালু হয় বিধবা লক্ষণ;
পীতবর্ণে হইবেক তপস্বীগণন।
কৃষ্ণবর্ণ তালু যার রহে
কাতরা সে অপত্য-বিরহে।
রুক্ষতালু যার হয়, সেই নিতম্বিনী
নিশ্চয় ধরণীমাঝে বহু কুটুম্বিনী ॥

তালুর বর্ণে কুলনাশক ও রাজা।

২৫৯। কৃষ্ণতালুনরা যেতু ভবন্তি কুলনাশকাঃ।
পদ্মপত্রসমস্তালুঃ স নরো ভূপতির্ভবেৎ ॥

যে সকল মানবের তালুদেশ কৃষ্ণবর্ণ, তাহারা স্বীয় কুলের বিনাশ সম্পাদক হইয়া থাকে। যাহার তালুদেশ পদ্মপত্রের ন্যায় অর্থাৎ পদ্মদল তুল্য আয়ত, সেই ব্যক্তি রাজা হইবে॥২৫৯

২৫৯। কৃষ্ণবর্ণ তালু যাহাদের হয়
কুলের নাশক তাহারা নিশ্চয়।
পদ্মপত্রসম তালুদেশ যার
সেই মহাভাগ লভে রাজ্য ভার॥

ধনবান্ মানবের তালুর আকৃতি।

২৬০। শ্বেততালুনরা যে তু ধনবন্তো ভবন্তি তে।
রক্ততালু নরা যে তু ধনাঢ্যা মানবাধিপাঃ॥

যে সকল মানবের তালুদেশ শ্বেতবর্ণ, তাহারা ধনশালী হইয়া থাকে; যে সকল ব্যক্তির তালুদেশ লোহিতবর্ণ হয়, তাহারা ধনাঢ্য ও মানবগণের অধিপতি বলিয়া গণনীয় হইবে॥২৬০

২৬০। শ্বেতবর্ণ তালু যারা করয়ে ধারণ,
ধনবান্ হইবেক সেই সব জন।
যাহাদের তালু হয় লোহিত-বরণ,
ধনাঢ্য নরেন্দ্র বলি তাদের গণন॥

ধনহীন, দ্রব্যহীন, সুলক্ষণ ও দুর্লক্ষণান্বিত মানবের চিবুক।

২৬১। নিঃস্বাশ্চ বহুরেখাঃ স্যুর্নির্দ্রব্যা শ্চিবুকৈঃ কৃশৈঃ।
চিবুকং দ্ব্যঙ্গুলং শস্তং বৃত্তং পীনং সুকোমলম্।
স্থূলং দ্বিধা-সংবিভক্তমায়তং রোমশং ত্যজেৎ॥

যে ব্যক্তির চিবুকে বহুরেখা বর্ত্তমান থাকে, সে ব্যক্তি ধনহীন হইবে; যাহার চিবুক কৃশ, সে ব্যক্তি দ্রব্যহীন হইবে। যাহার চিবুক দুই অঙ্গুলি-পরিমিত, আয়ত বর্ত্তুলাকার, স্থূল ও কোমল, সে ব্যক্তি সুলক্ষণ-সম্পন্ন জানিতে হইবে, এবং যাহার চিবুক স্থূল, দ্বিধাবিভিন্ন, আয়ত ও কোমল, তাহাকে পণ্ডিতগণ পরিত্যাগ করিবেন॥২৬১

২৬১। চিবুকে যাহার বহুরেখা দৃষ্ট হয়
সে মানব হইবেক নির্ধন নিশ্চয়।
যাহার চিবুক কৃশ হয়, সেই নর
দ্রব্যের সংস্থানহীন সংসার ভিতর।
চিবুক অঙ্গুলিদ্বয় পরিমিত স্থূল,
বিস্তৃত কোমল আর যদ্যপি বর্ত্তুল—
এই সব চিহ্ন ধরে সৌভাগ্য লক্ষণ
সত্য সত্য সামুদ্রিক শাস্ত্রের বচন।
দুই ভাগে বিভক্ত, আয়ত, লোমবান্
চিবুক যাহার, তারে ত্যজে মতিমান্॥

ব্যভিচারিণী নারীর এবং ভোগী ও মন্ত্রণা-কুশলী মানবের গণ্ডদেশ।

২৬২। সিতে কূপে গণ্ডয়োশ্চ সাধুবদ্‌ব্যভিচারিণী।
ভোগী বৈ নিম্নগণ্ডঃ স্যান্মন্ত্রী সম্পূর্ণগণ্ডকঃ॥

নারীর গণ্ডস্থল শুভ্রবর্ণ ও তাহাতে কূপবৎ গর্ত্ত দৃষ্ট হইলে, সে যদিও সাধ্বীর ন্যায় আচারপরায়ণ বলিয়া লোকদৃষ্টিতে অনুমিতা হয়, বস্তুতঃ তাহাকে ব্যভিচার-নিরতা বলিয়া জানিবে। যে পুরুষের গণ্ডদেশ নিম্ন, সে ব্যক্তি ভোগবান্ হইয়া থাকে, আর যাহার গণ্ডস্থল সম্পূর্ণ অর্থাৎ পরিপূর্ণ, সে ব্যক্তি মন্ত্রণাকুশল হইবে॥২৬২

২৬২। যে নারীর গণ্ডদ্বয় শুভ্রবর্ণ হয়,
আর তাহে কূপবৎ গর্ত্ত যদি রয়,
যদিও তাহার হয় সাধু আচরণ,
বস্তুতঃ ব্যভিচারিণী তাহার গণন।
পুরুষের গণ্ডস্থল যদি নিম্ন হয়,
ভোগবান্ তবে সেই হইবে নিশ্চয়।
পরিপূর্ণ গণ্ডদ্বয় যে করে ধারণ,
মন্ত্রণাকুশল বলি খ্যাত সেই জন॥

প্রশস্তা ও অপ্রশস্তা রমণীর কপোল লক্ষণ।

২৬৩। শস্তৌ কপোলৌ বামাক্ষ্যাঃ পীনৌ বৃত্তৌ সমুন্নতৌ।
রোমশৌ পরুষৌ নিম্নৌ নির্ম্মাংসৌ পরিবর্জ্জয়েৎ॥

নারীর কপোল যদি স্থূল, সুগোল, ও উন্নত হয়, তবে তাহা প্রশস্ত চিহ্ন মনে করিতে হইবে। যে নারীর কপোল-যুগল লোমশ (লোমযুক্ত), কর্কশ (অসমান) নিম্ন এবং মাংসহীন, সেই নারী কুলক্ষণা ; সুতরাং সর্ব্বথা পরিত্যাজ্যা বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে॥২৬৩

২৬৩। নারীর কপোলদ্বয় সুগোল, উন্নত, স্থূল,
যদি হয়, তবে উহা শোভন সৌভাগ্যমূল।
রোমশ, কর্কশ, নিম্ন, নির্ম্মাংস কপোল যার,
অলক্ষণা সেই নারী, ত্যাজ্যা সে জানিবে সার॥

গণ্ডস্থলের আকৃতিদ্বারা মানব ভোগবান্ ও স্ত্রীজয়ী।

২৬৪। যস্য গণ্ডো হি সুম্পূর্ণঃ পদ্মপত্রসমপ্রভঃ।
ভোগবান্ স্ত্রীজয়ী চৈব সর্ব্ববিদ্যাধরস্তথা॥

যে ব্যক্তির গণ্ডস্থল পরিপূর্ণ (পুষ্ট) এবং পদ্মপত্রের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট, সে ব্যক্তি ভোগবান্ ও সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ হইবে, আর রমণীগণ তাহার নিকট পরাজিত হইবে॥২৬৪

২৬৪। নরের উভয়গণ্ড পূর্ণায়ত আর
পদ্মপত্রসমপ্রভা করয়ে বিস্তার,
ভোগবান্ সর্ব্ববিদ্যাধর সেই জন,
তার কাছে পরাজয় মানে নারীগণ॥

কৃষিজীবী ও বহু পুত্রবান্ মানবের কপোল-যুগল।

২৬৫। সিংহব্যাঘ্রগজেন্দ্রাণাং কপোলসদৃশো যদি।
কৃষিভোগী ভবেন্নিত্যং বহুপুত্রশ্চ জায়তে॥

যে ব্যক্তির কপোলযুগল সিংহ ব্যাঘ্র কিংবা হস্তীর কপোলের ন্যায় দৃষ্ট হয়, সে কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে এবং তাহার বহু পুত্র লাভ হইবে॥২৬৫

২৬৫। সিংহ, ব্যাঘ্র কিংবা করিকপোলের প্রায়
নরের কপোলযুগ যদি দেখা যায়,
কৃষিকার্য্যে করিবে সে জীবন যাপন,
আর বহু পুত্রবান্ হইবে সে জন॥

শুভ ও অশুভ লক্ষণসূচক হনুদেশ।

২৬৬। হনুশ্চিবুকসংলগ্না নির্লোমা সুঘনা শুভা।
বক্রা স্থূলা কৃশা হ্রস্বা রোমশা ন শুভপ্রদা॥

যে ব্যক্তির হনু (গণ্ডদেশের উপরিভাগ) চিবুকের সহিত সংলগ্ন থাকে, এবং তাহা লোমশূন্য ও ঘন হয়, তবে সেইব্যক্তি শুভলক্ষণ সম্পন্ন হইবে। গণ্ডদেশের ঊর্দ্ধদেশ লোমশ (লোমবহুল) খর্ব্ব, ক্ষীণ, বক্র অথবা উচ্চ হইলে, মানব অমঙ্গল-ভাজন হইয়া থাকে ॥২৬৬

২৬৬। গণ্ডের উপরিভাগে সংলগ্ন চিবুক যার,
লোমহীন আর ঘন যদ্যপি ধরে আকার
এই শুভ চিহ্নে নর
হইবেক ভাগ্যধর।
কপালের ঊর্দ্ধ যার রোমশ, খর্ব্ব বা ক্ষীণ
বক্র কিংবা উচ্চ হয়, তবে সেই ভাগ্যহীন ॥

শ্মশ্রু লক্ষণে মানব সুখী ও চোর।

২৬৭। সম্পূর্ণং ভোগিনাং কান্তং শ্মশ্রু স্নিগ্ধং শুভংমৃদু।
সংহতঞ্চাস্ফুটিতাগ্রং রক্তশ্মশ্রুশ্চ চৌরকঃ।
রক্তাল্পপরুষশ্মশ্রুকচাঃ স্যুঃ পাপমৃত্যবঃ ॥

যে সকল ব্যক্তির শ্মশ্রু (দাড়ী) সম্পূর্ণ, স্নিগ্ধ, কোমল পরম সুন্দর, পরস্পর সংমিলিত এবং অগ্রভাগ স্ফুটিত নহে, তাহারা পরম ভোগবান্ হইয়া সুখে কালাতিপাত করিয়া থাকে। যাহার শ্মশ্রু লোহিতবর্ণ, সেই ব্যক্তি চোর হইবে ; আর যাহাদের শ্মশ্রু ও কেশ রক্তবর্ণ, বিরল (ঘন নহে) অথচ কর্কশ, তাহাদের পাপকার্য্যে মৃত্যু সংঘটিত হইয়া থাকে ॥২৬৭

২৬৭। শ্মশ্রু পরিপূর্ণ, স্নিগ্ধ, সুকোমল আর
দেখিতে সুন্দর অতি শোভার আধার
পরস্পর সংমিলিত
অগ্রভাগ অস্ফুটিত
ঈদৃশ শোভন চিহ্ন ধরে যেই জন
মহাভোগে করে সেই জীবন যাপন।
রক্তবর্ণ শ্মশ্রু হয় চোরের লক্ষণ
সামুদ্রিক-বিশারদগণের বচন॥
শ্মশ্রু কেশ রক্তবর্ণ, কর্কশ, বিরল,
পাপকার্য্য মরণ, অবশ্য তার ফল॥

ভাগ্যশালী মানবের পদচিহ্ন।

২৬৮। চন্দ্রার্দ্ধং কলসং ত্রিকোণধনুষী খং গোষ্পদং প্রোষ্ঠিকাং
শঙ্খং সব্যপদেঽথ দক্ষিণপদে কোণাষ্টকং স্বস্তিকম্।
ছত্রং চক্রযবাঙ্কুশং ধ্বজকুলীশজম্বূর্দ্ধরেখাম্বুজং
বিভ্রাণো হরিরূনবিংশতিমহালক্ষ্ম্যার্চ্চিতাঙ্ঘ্রির্ভবেৎ॥

যাহার বামপদে অর্দ্ধচন্দ্র, কলস, ত্রিকোণ, ধনুঃ, শূন্য, গোষ্পদ, প্রোষ্ঠী-মৎস্য এবং শঙ্খ এই অষ্টবিধ চিহ্ন বিরাজিত থাকে, আর দক্ষিণপদে অষ্টকোণ স্বস্তিক, ছত্র, চক্র, যব, অঙ্কুশ, ধ্বজ, বজ্র, জম্বু, ঊর্দ্ধরেখা ও পদ্ম এই একাদশ বিধ চিহ্ন—সমুদয়ে ঊনবিংশতি চিহ্ন বর্ত্তমান থাকে, মহালক্ষ্মী সেই পরম ভাগ্যশালী ব্যক্তির পদ সেবা করেন॥২৬৮

২৬৮। ত্রিকোণ, গোষ্পদ, কুম্ভ, অর্দ্ধচন্দ্র, শরাসন,
শঙ্খ, শূন্য, আর মীন রেখা শুভ নিকেতন—
এই অষ্টরেখা যার বামপদে যায় দেখা
আর দক্ষপদতলে ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ রেখা,
অষ্টকোণ, চক্র, যব, ছত্র, জম্বু, ঊর্দ্ধরেখা,
কমল, স্বস্তিক এই একাদশ আছে লেখা,
কমলা তাহার সেবে সদা যুগল চরণ,
সেই নরকুলমণি সর্ব্বকল্যাণ-ভাজন॥

রাজত্বসূচক পদতলচিহ্ন।

২৬৯। যস্য পাদতলে পদ্মং চক্রং বাপ্যথ তোরণম্।
অঙ্কুশং কুলীশং বাপি স রাজা ভবতি ধ্রুবম্॥

যাহার পদতলে পদ্ম, চক্র, বাপী (তড়াগ), তোরণ, অঙ্কুশ, কিংবা বজ্রচিহ্ন দৃষ্ট হয়, তিনি নিশ্চয়ই রাজপদ লাভ করেন॥২৬৯

২৬৯। পদ্ম, চক্র, বাপী, বজ্র, অঙ্কুশ তোরণ যার,
পদতলে শোভে সেই লভে রাজ্য অধিকার॥

পদদ্বয়ের আকৃতিদ্বারা মঙ্গলভাগী।

২৭০। নিগূঢ়গুল্‌ফৌ চরণৌ পদ্ম-কান্তিতলৌ শুভৌ।
সস্বেদিনৌ মৃদুতলৌ মৎস্যাঙ্কমকরাঙ্কিতৌ॥

যে ব্যক্তির পদদ্বয়ের গুল্‌ফ নিগূঢ় ও কিঞ্চিদুন্নত এবং পদতল পদ্মতুল্য সুকোমল ও কমনীয়, সর্ব্বদা ঘর্ম্মযুক্ত, মৃদু এবং মৎস্য চিহ্ন ও মকরচিহ্নে সুশোভিত, সে ব্যক্তি সর্ব্বদা মঙ্গল ভাগী হইয়া থাকে॥২৭০

২৭০। চরণ কমলতুল্য সুকোমল শোভাধার,
স্নিগ্ধ, মীন-মকরের চিহ্নে সুচিহ্নিত আর,
সতত ঘর্ম্মাক্ত; যার গূঢ়োন্নত গুল্‌ফদ্বয়,
চিরদিন সুখভোগ করে সেই মহাশয়॥

নিষ্কণ্টক রাজত্বভোগসূচক পদতল-রেখা।

২৭১। যস্য বৃদ্ধাঙ্গুলে মূলাৎ পদে রেখাচ দৃশ্যতে।
স রাজ্যং লভতে নূনং ভুঙ্‌ক্তে নিষ্কণ্টকাং মহীম্ ॥

যে ব্যক্তির চরণের বৃদ্ধাঙ্গুলির মূল হইতে পাদতল পর্য্যন্ত ব্যাপিনী রেখা থাকে, সে ব্যক্তি রাজা হয় এবং নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করে ॥২৭১

২৭১। পাদাঙ্গুষ্ঠমূল হতে চরণের তল,
ব্যাপিয়া থাকিলে রেখা শাসে ভূমণ্ডল ॥

পদদ্বয়ের আকৃতিদ্বারা রাজা।

২৭২। অস্বেদিতৌ মৃদুতলৌ কমলোদর-সন্নিভৌ।
শ্লিষ্টাঙ্গুলী তাম্রনখৌ পাদাঙ্গুষ্ঠৌ শিরোজ্‌ঝিতৌ ॥
কূর্ম্মোন্নতৌ গূঢ়গুল্‌ফৌ সুপার্ষ্ণী নৃপতেঃ স্মৃতৌ ॥

রাজলক্ষণান্বিত ব্যক্তির পদতল স্বেদহীন, উহার তলদেশ মৃদু এবং পদ্মোদর তুল্য সুন্দর, অঙ্গুলিগুলি পরস্পর মিলিত, নখগুলি, তাম্রবর্ণ, পদদ্বয়, উষ্ণ এবং শিরা-বিহীন, পাদপৃষ্ঠ কূর্ম্মপৃষ্ঠবৎ উন্নত, পার্ষ্ণিদ্বয় অতি সুন্দর এবং গুল্‌ফদেশ গূঢ় ও রমণীয় হয় ॥২৭২

২৭২। স্বেদহীন, পদ্মোদর তুল্য, সুকোমল,
যুক্তাঙ্গুলি, উষ্ণ, মনোহর, মৃদুতল,
তাম্রনখ, কূর্ম্মপৃষ্ঠতুল্য উন্নমিত,
গূঢ়গুল্‌ফ, শিরাহীন, সুপার্ষ্ণি-শোভিত,

ঈদৃশ লক্ষণযুক্ত পরম শোভন,
হইবে সুকৃতিশালী রাজার চরণ ॥

চরণের আকৃতিদ্বারা-দরিদ্র।

২৭৩। শূর্পাকারৌ বিরুদ্ধৌচ বক্রৌ পাদৌ শিরালকৌ।
সংশুষ্কৌ পাণ্ডুরনখৌ নিঃস্বস্য বিরলাঙ্গুলী ॥

যে ব্যক্তি নিঃস্ব অর্থাৎ দরিদ্র, তাহার চরণপৃষ্ঠদেশ শূর্পাকার অর্থাৎ কুলার ন্যায়; পদদ্বয় অতিশয় রুক্ষ, বক্র এবং অতিশয় শুষ্ক ও শিরাময় ও নখগুলি পাণ্ডুবর্ণ আর পাদাঙ্গুলি বিরল অর্থাৎ ফাঁক ফাঁক হয় ॥২৭৩

২৭৩। বহুশিরান্বিত, বক্র, রুক্ষ, শুষ্ক পদ যার,
বিরল অঙ্গুলিচয়, পাদপৃষ্ঠ শূর্পাকার,
নখগুলি পাণ্ডুবর্ণ, অধিক কি কব আর
দরিদ্র-লক্ষণ এই নিজ কর্ম্ম অনুসার ॥

দারিদ্র্যসূচক মানবের চরণদ্বয়।

২৭৪। শূর্পাকারৌ বিরূপৌ চ বক্রৌ চ বিরলাঙ্গুলৌ।
কঠোরদর্শনৌ পাদৌ দারিদ্রাণাং প্রকীর্ত্তিতৌ ॥

চরণদ্বয় শূর্পাকার (কুলার ন্যায় দীর্ঘ) বিরূপ (সৌন্দর্য্য হীন, ও দেখিতে কর্কশ,) বক্র এবং পদাঙ্গুলি বিরল (ফাঁক ফাঁক) এরূপ লক্ষণান্বিত পদযুগল দারিদ্র্য সূচনা করিয়া থাকে ॥২৭৪

২৭৪। যাহার চরণদ্বয় শূর্পবৎ দীর্ঘাকার,
কঠোর-দর্শন, আর বাঁকা বাঁকা কদাকার,
পাদাঙ্গুলিচয় যার বিরল, সে ভাগ্যহীন,
দরিদ্র বলিয়া খ্যাত হইবেক চির দিন॥

ব্রহ্মহত্যাকারী মানবের চরণাকৃতি।

২৭৫। মার্গায়োৎকটকৌ পাদৌ কষায়সদৃশৌ তথা।
বিচ্ছিন্নৌ চৈব বংশস্থ ব্রহ্মঘ্নৌ শঙ্কুসন্নিভৌ॥*

গমনকালে যাহার চরণ বিষম ভাবে নিক্ষিপ্ত হয়, এবং চরণের বর্ণ দেখিতে লোহিত-মিশ্রিত পীতাভ, চরণের আকার বিচ্ছিন্নবৎ লক্ষিত হয়, আর খঞ্জের ন্যায় বক্র অথবা শঙ্কু অর্থাৎ গোঁজের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, সেই হতভাগ্য ব্রহ্মহত্যাকারী হইয়া থাকে॥২৭৫

২৭৫। যার পদযুগ গমন সময়,
বিষম হইয়া বিনিক্ষিপ্ত হয়,
আর রক্তমিশ্র হারিদ্র বরণ,
আকার বিচ্ছিন্ন, খঞ্জের মতন,
কিংবা শঙ্কুপ্রায়, সেই অভাজন
ব্রহ্মঘাতী হবে সামুদ্র-বচন॥

---

* পঙ্কুসন্নিভৌ ইতি কচিৎ পাঠঃ।

কুলশ্রেষ্ঠ এবং রাজ্যলাভসূচক পদচিহ্ন।

২৭৬। অসমং মূলদেশেতু বজ্রং যস্য তু দৃশ্যতে।
পরিচ্ছিন্নং পদশ্চৈব কুলশ্রেষ্ঠো ভবেন্নরঃ।
অপরং পর্ব্বরেখায়াং রাজ্যঞ্চ পরিকীর্ত্তিতম্॥

যে ব্যক্তির পাদমূলে বজ্রচিহ্ন দৃষ্ট হয় এবং ঐ বজ্ররেখা যদি ছিন্ন না হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি কুলশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইবে। আর যদি চরণের পর্ব্ব-রেখার মধ্যে অন্য রেখা বর্ত্তমান থাকে, তবে সে ব্যক্তির রাজ্য লাভ হইবে॥২৭৬

২৭৬। যাহার চরণ-মূলে বজ্রচিহ্ন রয়,
আর যদি সেইরেখা ছিন্ন নাহি হয়,
কুলশ্রেষ্ঠ মহাজন,
হইবেক সেই জন।
পর্ব্বরেখা মাঝে যার অন্যরেখা রয়
তার ফলে রাজ্যলাভ হইবে নিশ্চয়॥

পদচিহ্নদ্বারা দাসী হইলেও রাজমহিষীতুল্য।

২৭৭। বজ্রাব্জ-হল-চিহ্নঞ্চ দাস্যাঃ পাদে সদা স্থিতম্।
রাজপত্নী তু সা জ্ঞেয়া রাজভোগ-প্রদায়কম্॥

যে রমণীর পদতলে বজ্র, পদ্ম ও হল চিহ্ন বিরাজমান থাকে, সে দাসী ভাবাপন্ন হইলেও রাজমহিষীর তুল্য অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং নিরন্তর রাজভোগে জীবন যাপন করে॥২৭৭

২৭৭। বজ্র, পদ্ম, হল চিহ্ন যার পদতলে
যদি সে কিঙ্করী হয়
সামুদ্রিক তন্ত্রে কয়,
থাকিবে রাজ্ঞীর ন্যায় ভোগে কুতূহলে॥

শুভসূচক রমণীর পদতল-চিহ্ন।

২৭৮। স্নিগ্ধোন্নতৌ তাম্রনখৌ নার্য্যাশ্চ চরণৌ শুভৌ।
মৎস্যাঙ্কুশাব্জচিহ্নৌচ চক্র-লাঙ্গল-লক্ষিতৌ॥

যে মহিলার চরণদ্বয় স্নিগ্ধ অর্থাৎ চাকচক্যময়, সুন্দর ও উন্নত এবং তাম্র-বর্ণ নখ-সমন্বিত, যাহাতে মৎস্য, অঙ্কুশ, পদ্ম, চক্র ও লাঙ্গল চিহ্ন বিরাজ-মান আছে, তাহার চরণ অতীব শুভ সূচনা করে॥২৭৮

২৭৮। যাহার চরণতল সমুন্নত, সুচিক্কণ,
তাম্রবর্ণ নখরাজি তাহে অতি সুশোভন,
লাঙ্গল, অঙ্কুশ, মৎস্য, পদ্ম, চক্র চিহ্ন রয়
সেই ভাগ্যবতী নারী কল্যাণ-দায়িকা হয়॥

পদতলরেখায় দাসী হইলেও রাজমহিষী।

২৭৯। যস্যাঃ করতলে পাদে চোর্দ্ধরেখা চ দৃশ্যতে।
যদি নীচকুলে জাতা রাজপত্নী ভবেদ্ ধ্রুবম্॥

যে ভাগ্যবতী নারীর করতলে ও পদতলে ঊর্দ্ধরেখা দেখিতে পাওয়া যায়, সেই মহিলা যদিও নীচ কুলে জন্মগ্রহণ করে, তথাপি সে রাজমহিষী হইবে ; ইহাতে সন্দেহ নাই ॥২৭৯

২৭৯। যার করতলে পদে ঊর্দ্ধরেখা রয়।
নীচ কুলে জন্মিলেও সে মহিষী হয় ॥

পদতল-রেখায় রমণী রাজমহিষী।

২৮০। যস্যাঃ পাদতলে রেখা সা ভবেৎ ক্ষিতিপাঙ্গনা।
ভবেদখণ্ডভোগাচ যা মধ্যাঙ্গুলিসঙ্গতা ॥

যে রমণীর পদতলে মধ্যমাঙ্গুলি পর্য্যন্ত বিস্তৃত দীর্ঘ রেখা বিদ্যমান থাকে, সে রাজমহিষী ও অখণ্ড ভোগশালিনী হয় ॥২৮০

২৮০। মধ্যমা পর্য্যন্ত যে নারীর পদতলে,
দীর্ঘরেখা বিরাজিত সুকৃতির ফলে,
ভাগ্যবতী সে রমণী রাজপত্নী হয়,
অখণ্ড বিভববতী হইবে নিশ্চয় ॥

পদের ও নখের আকৃতিদ্বারা রমণী রাজমহিষী।

২৮১। স্নিগ্ধাঃ সমুন্নতাস্তাম্রা বৃত্তাঃ পাদনখাঃ শুভাঃ।
রাজ্ঞীত্বসূচকং স্ত্রীণাং পাদপৃষ্ঠসমুন্নতিঃ ॥

যে মহিলার চরণের নখগুলি স্নিগ্ধ অর্থাৎ চাকচক্যময়, সমুন্নত, তাম্রবর্ণ, সুগোল ও সুদৃশ্য এবং যাহার পদতলের পৃষ্ঠদেশ কিঞ্চিৎ উন্নত, তিনি রাজমহিষী হন ॥২৮১

২৮১। পদনখ স্নিগ্ধ সমুন্নত হয় যার,
লোহিত সুদৃশ্য আর বর্ত্তুল আকার,
পাদপৃষ্ঠ-অগ্রভাগ হয় সমুচ্ছ্রিত,
সে রমণী রাজদারা হইবে নিশ্চিত ॥

রাজমহিষীসূচক রমণীর পদতল-চিহ্ন।

২৮২। চক্র-স্বস্তিক-শঙ্খাব্জ-ধ্বজ-মীনাত পত্রবৎ।
যস্যাঃ পদতলে রেখা সা ভবেৎ ক্ষিতিপাঙ্গনা ॥

রমণীর পদতলে চক্র, স্বস্তিক, শঙ্খ, পদ্ম, ধ্বজ, মৎস্য ও ছত্রবৎ রেখা থাকিলে, সে রাজমহিষী হইবে ॥২৮২

২৮২। পদতলে শঙ্খ, চক্র, ধ্বজ, মীন, ছত্র আর,
স্বস্তিক কমল চিহ্নে হয় মহিষী রাজার ॥

পদতল রেখাদ্বারা রমণী সুখিনী, দুঃখ-ভাগিনী ও দরিদ্রা।

২৮৩। ভবেদখণ্ড-ভোগায়োর্দ্ধ্ব মধ্যাঙ্গুলি-সঙ্গতা।
রেখাখুসর্পকাকাভা দুঃখদারিদ্র্যসূচকাঃ ॥

যাহার পদতলে ঊর্দ্ধরেখা মধ্যাঙ্গুলি পর্য্যন্ত প্রসারিত থাকে, সেই রমণী অখণ্ড সুখ ভোগ করে। পরন্তু যাহার পদতলে মূষিক, সর্প ও কাকবৎ রেখা থাকে, সে নারী দুঃখভাগিনী ও দরিদ্রা হয় ॥২৮৩

২৮৩। মধ্যমা পর্য্যন্ত যার পদে ঊর্দ্ধরেখা রয়,
সে নারী অখণ্ড সুখ ভোগ করে সুনিশ্চয়।
মূষিক, ভুজঙ্গ, কাক চিহ্ন যার পদতলে
দুঃখিনী দরিদ্রা হবে সে নারী দুষ্কৃতি-ফলে॥

পদতল রেখায় রমণী ব্যভিচারিণী।

২৮৪। প্রদেশিনী ভবেদ্ যস্যা অঙ্গুষ্ঠ-ব্যতিরেকিণী।
কন্যৈব কুলটা সা স্যাৎ এষ এববিনিশ্চয়ঃ॥

যে নারীর পদতলে বৃদ্ধাঙ্গুলি ভিন্ন অন্য সমুদয় অঙ্গুলিতে প্রদেশিনী রেখা সংমিলিত থাকে, সে হতভাগিনী কন্যাকালেই পর-পুরুষাসক্তা ব্যভিচারিণী হইবে; ইহাতে সন্দেহ নাই ॥২৮৪

২৮৪। অঙ্গুষ্ঠ ব্যতীত পদে অঙ্গুলি সকলে
প্রদেশিনী রেখা সম্মিলিত দৃষ্ট হ'লে,
কন্যাকালে সেই নারী হইবে স্বৈরিণী,
নাহিক সংশয় ইথে, সামুদ্র-কাহিনী॥

নারীর পদচিহ্নে পুরুষের রাজপদলাভসূচনা এবং রাজমহিষী লক্ষণসূচক রমণীর চরণচিহ্ন।

২৮৫। রাজ্ঞ্যাঃ স্নিগ্ধৌ সমৌ পাদৌ তলৌ তাম্রনখৌ তথা।
শ্লিষ্টাঙ্গুলী চোন্নতাগ্রৌ তাং প্রাপ্য নৃপতির্ভবেৎ ॥

২৮৬। নিগূঢ়গুল্‌ফোপচিতৌ পদ্মকান্তিতলৌ শুভৌ।
অস্বেদিনৌ মৃদুতলৌ মৎস্যাঙ্কুশযবাঙ্কিতৌ।
বজ্রাব্জহলচিহ্নৌ চ রাজ্ঞ্যাঃ পাদৌ ততোঽন্যথা ॥

চরণযুগল স্নিগ্ধ অর্থাৎ চাকচক্যশালী ও নখ তাম্রবর্ণ, অঙ্গুলিনিচয় পরস্পর মিলিতপ্রায়; অগ্রভাগ ঈষৎ উন্নত; ঈদৃশলক্ষণ-সমন্বিতা নারী লাভ করিলে, পুরুষ রাজপদ লাভ করে। গুল্‌ফদেশ অপ্রকট ও প্রশস্ত, পদযুগলের তলভাগ পদ্মের ন্যায় কান্তি বিশিষ্ট, কোমল ও স্বেদবিহীন, এবং পদতলে মৎস্য, অঙ্কুশ, যব, বজ্র, পদ্ম ও লাঙ্গল চিহ্ন থাকিলে, তাদৃশ চরণ-যুগল রাজমহিষীর লক্ষণ সূচনা করে ॥২৮৫।২৮৬

২৮৫।২৮৬। যে নারীর পদতল সমতল সুচিক্কণ,
কোকনদ সম রক্ত কমনীয় সুশোভন,
অঙ্গুলিনিকর তার
অন্যোন্য মিলিত প্রায়,
চরণের অগ্রভাগ ঈষৎ উন্নত হয়,
তারে লভি রাজ্যলাভ করে নর সুনিশ্চয় ॥

উপচিত গুল্‌ফদ্বয়
যাহে অপ্রকট রয়,
হেন পদ্মতুল্য কান্তি যাহার চরণতল.
স্বেদহীন সুকুমার শোভাধার নিরমল,
আর যব, মীন, হল,
বজ্রাঙ্কুশ শতদল,
এই ছয় চিহ্ন যার শোভা পায় পদতলে
রাজার দয়িতা সেই নারী হবে ভাগ্যবলে ॥

পদমূলভাগের আকৃতিদ্বারা রমণী সুলক্ষণা, দুর্ভগা, কুলটা ও দুঃখভাগিনী।

২৮৭। সমপার্ষ্ণী শুভা নারী পৃথুপার্ষ্ণী সুদুর্ভগা।
কুলটোন্নতপার্ষ্ণী স্যাৎ দীর্ঘপার্ষ্ণী চ দুঃখভাক্ ॥

যে মহিলার পার্ষ্ণিদেশ (পাদমূলভাগ) সমান, সে সুলক্ষণা হইবে, যাহার পার্ষ্ণিদেশ বিস্তৃত, সে দুর্ভগা হইবে; যাহার পার্ষ্ণিদেশ উন্নত, সে কুলটা হইবে আর যাহার পার্ষ্ণি দীর্ঘ সেই নারী দুঃখভাগিনী হইবে ॥২৮৭

২৮৭। যে নারীর পাদমূল সমান, সে সুলক্ষণা;
বিপুল যাহার, সেই নারী হবে অলক্ষণা।
উন্নত হইলে, হবে কুলটা সে অভাগিনী,
দীর্ঘ পার্ষ্ণিদেশ যার, সে হবে দুঃখভাগিনী ॥

গমন-লক্ষণে রমণী বিধবা।

২৮৮। যস্যাঃ সঞ্চার্য্যমাণায়াঃ ভূমিশব্দঃ প্রজায়তে।
সা নারী বিধবা জ্ঞেয়া সামুদ্রে-বচনং যথা॥

যাহার গমন সময়ে ভূমিতে পদশব্দ হয়, সামুদ্রিকশাস্ত্রের বচনানুসারে সেই নারী বিধবা হয়, জানিবে॥২১

২১। গমন সময়ে যার পদশব্দ হয়,
বিধবা হইবে সেই, সামুদ্রিক কয়॥

চরণাঙ্গুলীর আকৃতিদ্বারা রমণী বিধবা ও ব্যভিচারিণী।

২৮৯। যস্যাস্ত্বনামিকাঙ্গুল্যৌ পৃথিব্যাং নোপসর্পতঃ।
পতিং নাশয়তে ক্ষিপ্রং সা রণ্ডা চিরজীবিনী॥

২৯০। যস্যাঃ সংস্পৃশ্যতে ভূমিমঙ্গুলী ন কনিষ্ঠিকা।
ভর্ত্তারং প্রথমং হন্তি দ্বিতীয়ং সৈব বিন্দতি॥

যাহার অনামিকাঙ্গুলিদ্বয় গমন সময়ে পৃথিবী স্পর্শ না করে, সে শীঘ্রই পতিবিনাশকারিণী হয় এবং রণ্ডা অবস্থায় দীর্ঘকাল জীবিত থাকে। আর

যে নারীর চরণের কনিষ্ঠাঙ্গুলি ভূতল সংস্পৃষ্ট না হয়, সে প্রথম ভর্ত্তার বিনাশকারিণী হয় এবং দ্বিতীয় ভর্ত্তা গ্রহণ করে ॥২৮৯।২৯০

২৮৯।২৯০। নাহি স্পর্শে যে নারীর অনামা ধরণীতল,
অচিরে হারায় পতি
কিন্তু নিজে আয়ুষ্মতী,
বৈধব্য যাতনা ভোগ এই তার ভাগ্যফল।
কিন্তু যার কনিষ্ঠিকা নাহি স্পর্শে বসুমতী,
বিনাশি প্রথম পতি, ভজে সে দ্বিতীয় পতি ॥

পরিত্যাজ্যা নারীর গমন-লক্ষণ।

২৯১। যস্যা গমনমাত্রেণ ভূমৌ কম্পঃ প্রজায়তে।
বহ্বাশিনীং প্রলোভাঞ্চ তাং নারীং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥

যে নারীর গমনকালে ভূমিতল কম্পিত হইতে থাকে, সেই বহু ভোজিনী অতি লোভপরায়ণা নারী পরিত্যাজ্যা ॥২৯১

২৯১। যাত্রাকালে যে নারীর কম্পান্বিতা বসুন্ধরা।
বর্জ্জনীয়া অধিকভোজিনী সেই লোভপরা ॥

সুখ-বর্জ্জিতা নারীর চরণাঙ্গুলী-লক্ষণ।

২৯২। চরণানামিকা যস্যাঃ ক্ষিতিং ন স্পৃশতে যদি।
দ্বিতীয়া তৃতীয়া বাসা কন্যা সুখবিবর্জ্জিতা॥

যে নারীর চরণের অনামিকা, মধ্যমা ও তর্জ্জনী গমনকালে ভূতল স্পর্শ না করে, সে সুখ বর্জ্জিতা হইয়া থাকে॥২৯২

২৯২। গমন সময়ে যার
অনামা মধ্যমা আর
তর্জ্জনী নাহিক স্পর্শ করয়ে মেদিনী,
সুখ-বিবর্জ্জিতা হয় সেই অভাগিনী॥

ব্যভিচারিণী নারীর চরণাঙ্গুলী।

কনিষ্ঠিকানামিকা বা যস্যা ন স্পৃশতে মহীম্।
অঙ্গুষ্ঠং বা গতাতীত্য তর্জ্জনী কুলটা হি সা॥

নকালে যে নারীর চরণের কনিষ্ঠা বা অনামিকা ভূতল স্পর্শ না করে

অথবা তর্জ্জনী অঙ্গুষ্ঠার উপর দিয়া যায়, সে নারী নিশ্চয়ই কুলটা হইয়া থাকে ॥২৯৩

২৯৩। যাত্রাকালে কনিষ্ঠিকা অনামিকা যে নারীর,
ভূমি নাহি স্পর্শে তারে কুলটা জানিবে স্থির।
অথবা তর্জ্জনী যদি অঙ্গুষ্ঠ উপর যায়
গমন সময়ে, তবে স্বৈরিণী জানিবে তায় ॥

চরণাঙ্গুলী-লক্ষণে রমণী পতিঘাতিনী ও স্বেচ্ছাচারিণী।

২৯৪। যস্যা অনামিকাঙ্গুষ্ঠৌ পৃথিব্যাং নৈব তিষ্ঠতঃ।
পতিং মারয়তে সাপি স্বতন্ত্রং চৈব বর্ত্ততে ॥

যে নারীর চরণের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ গমন সময়ে ভূতলস্পর্শ না করে, সে পতিঘাতিনী ও স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া থাকে ॥২৯৪

২৯৪। চলিতে না স্পর্শে ক্ষিতি অনামা অঙ্গুষ্ঠ যার
পতিহন্ত্রী স্বেচ্ছাচারা সে নারী জানিবে সার ॥

গমনলক্ষণে নারী স্বেচ্ছাচারিণী ও পতিহন্ত্রী।

২৯৫। যস্যা গমনমাত্রেণ ভূমিকম্পো হি জায়তে।
পতিং মারয়তে ক্ষিপ্রং স্বেচ্ছাচারেণ বর্ত্ততে॥

যে নারীর গমনকালে ভূমি কম্পিতা হয়, সে শীঘ্রই পতিহন্ত্রী হয় এবং পরে স্বেচ্ছাবিহারিণী হইয়া থাকে॥২৯৫

২৯৫। নারীর গমনমাত্র কাঁপে যদ্যপি মেদিনী,
শীঘ্র সে পতিকে মারি, হয় স্বেচ্ছাবিহারিণী॥

পদতল, জঙ্ঘা, উরুদেশ প্রভৃতিদ্বারা রমণী মঙ্গলদায়িকা।

২৯৬। অস্বেদিতৌ মৃদুতলৌ প্রশস্তৌ চরণৌ স্ত্রিয়াঃ।
শুভে জঙ্ঘে বিরোমে চ উরূ হস্তিকরোপমৌ॥

পাঠান্তর—

২৯৫। যস্যা গমনমাত্রেণ ভূমিকম্পঃ প্রজায়তে।
পতিং মারয়তে ক্ষিপ্রং স্বেচ্ছাচারেণ বর্ত্ততে॥

যাহার গমনকালে ভূমি কম্পিতা হয়, সে অতি সত্বর পতিকে বধ করিয়া পরে স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া থাকে॥২৯৫

২৯৫। যাহার গমনকালে কাঁপে বসুন্ধরা।
শীঘ্র পতি বধি সেই হবে স্বেচ্ছাচারা॥

পদতল সুকোমল এবং ঈষদ্‌ঘর্ম্মাক্ত, চরণ প্রশস্ত, জঙ্ঘা রোমহীন, ঊরুদেশ করিশুণ্ডাকার, ক্রমে সূক্ষ্ম,—এই সকল লক্ষণসম্পন্না রমণী মঙ্গল-ভাজন হইয়া থাকে ॥২৯৬

২৯৬। পদতল অল্পমাত্র স্বেদযুক্ত সুকোমল,
চরণ প্রশস্ত, জঙ্ঘা রোমহীন, ঊরুস্থল—
করি-শুণ্ডাকার স্থূল,
ক্রমসূক্ষ্ম সুবর্ত্তুল,
যে বরবর্ণিনী ধরে এই সব সুলক্ষণ,
ধরা মাঝে হয় সেই অতীব শুভ-ভাজন ॥

রমণীর রাজপত্নীত্বসূচক চরণ-লক্ষণ।

২৯৭। শ্লিষ্টাঙ্গুলী তাম্রনখৌ পাদৌ তুচ্চশিরাঙ্কিতৌ।
কূর্ম্মোন্নতৌ গূঢ়গুল্‌ফৌ সা হি স্ত্রী নৃপতেঃ স্মৃতা ॥

অঙ্গুলিনিচয় পরস্পর সংলগ্নপ্রায়, নখ তাম্রবর্ণ, পদদ্বয় উচ্চ শিরা-সমন্বিত এবং কচ্ছপপৃষ্ঠের ন্যায় সমুন্নত এবং যাহার গুল্‌ফদ্বয় গূঢ়ভাবাপন্ন—ঈদৃশ লক্ষণান্বিত পদযুগল রাজপত্নীত্বসূচক ॥২৯৭

২৯৭। চরণ অঙ্গুলিচয় 'অন্যোন্য মিলিতপ্রায়,
রক্তনখ, যে চরণে উচ্চ শিরা দেখা যায়,
আর যাহা কচ্ছপের পৃষ্ঠপ্রায় সমুচ্ছ্রিত,
গুল্‌ফ গূঢ়ভাবাপন্ন যাহে সুলক্ষণান্বিত,
এ হেন চরণযুগ ধরে যে বরবর্ণিনী,
রাজার দয়িতা সেই ভাগ্যবতী নিতম্বিনী।

কটিলক্ষণ ও গমন দ্বারা রমণীর সৌভাগ্য সূচনা।

২৯৮। রাজহংসগতির্বাপি মত্তমাতঙ্গগামিনী।
সিংহশার্দ্দূলমধ্যা চ সা ভবেৎ সুখভাগিনী॥

যে রমণীর গমন রাজহংস অথবা মত্তমাতঙ্গবৎ ধীর, যাহার কটিদেশ সিংহ বা শার্দ্দূলের ন্যায় শোভাসমন্বিত হয়, সেই ভাগ্যবতী রমণী সুখভাগিনী হইয়া থাকে॥২৯৮

২৯৮। মরাল বা মত্তগজতুল্য পদক্ষেপ যার,
সিংহ বা শার্দ্দূল তুল্য কটি যার কৃশাকার,
সৌভাগ্যশালিনী সেই নিতম্বিনী ধরাতলে,
মহা সুখে যাপে কাল চিরদিন কুতূহলে॥

সৌভাগ্যবতী রমণীর পদতল-লক্ষণ।

২৯৯। স্ত্রীণাং পাদতলং স্নিগ্ধং মাংসলং মৃদুলং সমম্।
অস্বেদমুষ্ণমরুণং বহুভোগোচিতং স্মৃতম্॥

যাহার পদতল স্নিগ্ধ, মাংসল, কোমল, সমতল, স্বেদহীন, ঈষদুষ্ণ, আরক্তবর্ণ, সে রমণী সৌভাগ্যবতী বলিয়া পরিগণিত হইবে॥২৯৯

২৯৯। স্বেদহীন, সম, স্নিগ্ধ, মাংসল কোমল,
ঈষদুষ্ণ, আলোহিত যার পদতল,

পরম সৌভাগ্যবতী হবে সে ললনা,
অন্যথা না হয় সামুদ্রিকের গণনা ॥

বিখ্যাতা ও সুখভাগিনী রমণীর চরণ-লক্ষণ।

৩০০। যস্যাঃ স্নিগ্ধৌ সমৌ পাদৌ ধরণ্যাং সা প্রতিষ্ঠিতি।
পাদলক্ষণসম্পূর্ণা সা কন্যা লভতে সুখম্ ॥

যাহার চরণযুগল স্নিগ্ধ (চাকচক্যশালী) ও সমতল, সেই রমণী ভূতলে সমধিক খ্যাতি-সম্পন্না হইবে। যাহার পদতল সম্পূর্ণ লক্ষণ-সম্পন্ন, সেই মহিলা সুখভাগিনী হইয়া থাকে ॥৩০০

৩০০। স্নিগ্ধ, সমাকার যে নারীর পদতল,
তার খ্যাতি ব্যাপ্ত হয় সর্ব্ব ভূমণ্ডল।
যে নারীর পদতলে পূর্ণ সুলক্ষণ,
ভুঞ্জিবে সে নারী সর্ব্ব-সুখ অনুক্ষণ।

দুঃখিনী ও দুর্ভাগ্যবতী নারীর পদতল।

৩০১। রুক্ষং বিবর্ণং পরুষং খণ্ডিতং প্রতিবিম্বকম্।
সূর্পাকারং বিশুষ্কঞ্চ দুঃখদৌর্ভাগ্যসূচকম্ ॥

যে নারীর পদতল কর্কশ, বিবর্ণ, কঠোর, খণ্ডিত এবং সূর্পাকার ও বিশুষ্ক, সে দুঃখিনী ও দুর্ভাগ্যবতী হইবে ॥৩০১

৩০১। কর্কশ, বিবর্ণ, সূর্পতুল্য দীর্ঘাকার,
কঠোর, খণ্ডিত, শুষ্ক পদতল যার,

সেই নারী হবে চির দুঃখের-ভাগিনী
বহু কষ্ট ভুঞ্জিবেক সেই অভাগিনী ॥

সুখ-সৌভাগ্যবতী এবং অভাগিনী নারীর পদাঙ্গুষ্ঠ।

৩০২। উন্নতো মাংসলোহঙ্গুষ্ঠো বর্ত্তুলোহতুলভোগদঃ।
বক্রো হ্রস্বশ্চ চিপিটঃ সুখসৌভাগ্যভঞ্জকঃ ॥

যাহার পদাঙ্গুষ্ঠ ঈষদুন্নত, মাংসল ও বর্ত্তুলাকার অর্থাৎ সুগোল, সেই রমণী অতুল সৌভাগ্য সম্ভোগ করিবে। আর যাহার পদাঙ্গুষ্ঠ বক্র, হ্রস্ব ও চিপিটাকার (অর্থাৎ চেপটা), সে নারীর সুখ সৌভাগ্য ভগ্ন হয় অর্থাৎ সে অভাগিনী হয় ॥৩০২

৩০২। পদাঙ্গুষ্ঠ যার বর্ত্তুল মাংসল
অত্যুন্নত দৃষ্ট হয়,
মহা ভাগ্যবতী নারী সুলক্ষণা
তারে সামুদ্রিকে কয়।
বক্র হ্রস্ব আর চিপিট-আকার
যার পদাঙ্গুষ্ঠ হয়,
দুর্ভাগ্যশালিনী সেই নিতম্বিনী
ভোগহীনা সুনিশ্চয় ॥

পদতলের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও অঙ্গুলী সমূহদ্বারা নারী দুর্ভগা ও সৌভাগ্যবতী।

৩০৩। বিধবা বিপুলেন স্যাৎ দীর্ঘাঙ্গুষ্ঠেন দুর্ভগা।
মৃদবোহঙ্গুলয়ঃ শস্তা ঘনাবৃত্তাঃ সমুন্নতাঃ॥

যে নারীর চরণের বৃদ্ধাঙ্গুলি বিস্তৃত, সে বিধবা হইবে, যাহার পাদাঙ্গুষ্ঠ দীর্ঘ, সে হতভাগ্যা হইবে। পদতলের অঙ্গুলিগুলি যদি মৃদু, ঘন, বৃত্তাকার ও উন্নত হয়, তবে রমণী ভাগ্যবতী হইবে।৩০৩

৩০৩। পাদাঙ্গুষ্ঠ যে নারীর হইবেক সুবিপুল,
পতিহীনা সেই সীমন্তিনী ইহা জেন স্থূল,
দীর্ঘাকার যদি হয়
ভাগ্যহীনা তারে কয়।
পাদাঙ্গুলি ঘন, মৃদু, সমুন্নত বৃত্তাকার
যে নারীর, সেই হবে সর্ব্ব সৌভাগ্য-আগার॥

পাদাঙ্গুলি লক্ষণে রমণী দাসী, দুঃখিনী ও পতিঘাতিনী।

৩০৪। দীর্ঘাঙ্গুলীভিঃ কুলটা কৃশাভিরতিনির্দ্ধনা।
হ্রস্বায়ুষ্যা চ হ্রস্বাভির্ভুগ্নাভির্ভুগ্নবর্ত্তিনী॥

যে নারীর পদতলের অঙ্গুলিগুলি দীর্ঘাকার, সে কুলটা হইবে, যাহার

পদাঙ্গুলি কৃশ, সে অতীব ধনহীনা হইবে; যাহার পদাঙ্গুলিসকল খর্ব্বাকার, তাহার আয়ু অল্প হইবে; আর যাহার চরণের অঙ্গুলি ভুগ্ন অর্থাৎ বক্র (ভাঙ্গা ভাঙ্গা), সে নারী ভগ্নাবস্থায় কাল যাপন করিবে ॥৩০৪

৩০৪। পদাঙ্গুলি যার হয় দীর্ঘাকার
কুলটা সে সুনিশ্চয়
হয় যদি ক্ষীণা হবে সে সুদীনা
সামুদ্রিক শাস্ত্র কয়।
খর্ব্ব যাঁর হয় অঙ্গুলি-নিচয়
তার পরমায়ু ক্ষীণ।
অঙ্গুলি যাহার হয় বক্রাকার
ভগ্নভাগ্যা যাপে দিন ॥

পদাঙ্গুলির আকৃতিদ্বারা রমণী দুঃখিনী, পতিনাশিনী প্রভৃতি।

৩০৫। চিপিটাভির্ভবেদ্ দাসী বিরলাভির্দরিদ্রিণী।
পরস্পরং সমারূঢ়া পাদাঙ্গুল্যো ভবন্তি হি।
হত্বা বহূনপি পতীন্ পরপ্রেষ্যা তদা ভবেৎ ॥

যে নারীর পদাঙ্গুলি-নিচয় চিপিট অর্থাৎ চেপ্টা, সে দাসী হইবে; যাহার চরণাঙ্গুলি সমূহ বিরল অর্থাৎ ফাঁক ফাঁক, সে দুঃখিনী হইবে; যাহার পাদাঙ্গুলি সকল পরস্পর সমারূঢ়া, অর্থাৎ গায় গায় সংলগ্ন হইয়া একটির

উপর অন্যটি এরূপ ভাবে অবস্থিত ; সে নারী বহুপতি বিনাশ করিয়াও পরপ্রেষ্যা অর্থাৎ অন্যের কিঙ্করী হইবে ॥৩০৫

৩০৫। চিপিটা যে রমণীর পদাঙ্গুল হয়,
দাসী হইবেক সেই নাহিক সংশয়।
বিরলা অঙ্গুলি যার সেই সীমন্তিনী,
সামুদ্রিক শাস্ত্রে কয়, হইবে দুঃখিনী।
পরস্পর সমারূঢ়া যদি দৃষ্ট হয়,
নাশিয়াও বহুপতি সে কিঙ্করী হয় ॥

কলঙ্কিনী এবং পিতৃমাতৃ ও শ্বশুরকুল-নাশিনী নারীর গমন-লক্ষণ।

৩০৬। যস্যাং পথি সমায়ান্ত্যাং রজো ভূমেঃ সমুচ্ছলেৎ।
সা পাংশুলা প্রজায়েত কুলত্রয়-বিনাশিনী ॥

যে নারীর গমনপথে ভূমি হইতে ধূলি সমুত্থিতা হয়, সে কলঙ্কিনী হইবে, এবং তাহার পিতৃকুল, মাতৃকুল ও পতিকুল বিনষ্ট হইবে ॥৩০৬

৩০৬। ধরা হতে ধূলি উঠে যাহার গমনকালে,
কলঙ্কিনী অপবাদ হইবে তাহার ভালে।
পিতৃকুল, মাতৃকুল, শ্বশুরের কুল আর,
তিন কুল বিনাশিবে সে নারী জানিবে সার ॥

পতিঘাতিনী ও পত্যন্তর-গ্রহণকারিণী নারীর গমন।

৩০৭। যস্যাঃ কনিষ্ঠিকা ভূমিং ন গচ্ছন্ত্যাঃ পরিস্পৃশেৎ।
সা নিহত্য পতিং যোষা দ্বিতীয়ং কুরুতে পতিম্॥

যে স্ত্রীর গমনকালে কনিষ্ঠাঙ্গুলি ভূতল স্পর্শ না করে, সে এক পতিকে বিনাশ করিয়া অন্য পতি গ্রহণ করে॥৩০৭

৩০৭। গমনে কনিষ্ঠা যার নাহি স্পর্শে বসুমতী।
মারি এক পতি সেই ভজিবে দ্বিতীয় পতি॥

জত্রু-চিহ্নবিশেষে মানব দরিদ্র ও ধনী।

৩০৮। বিষমৈর্জ্জত্রুভির্নিঃস্বা অস্থিনদ্ধৈশ্চ মানবাঃ।
উন্নতৈর্ভোগিনো নিম্নৈর্নিঃস্বাঃ পীনৈর্ধনান্বিতাঃ॥

শরীরের কোন স্থানে জত্রু অর্থাৎ জটুলের চিহ্ন যদি অসমান, অস্থিসংলগ্ন কিংবা নিম্ন দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি নিঃস্ব হইবে; জত্রু উন্নত হইলে, ভোগী হইবে এবং স্থূল হইলে ধনী হইবে॥৩০৮

০৮। শরীরের কোন স্থানে যদি অসমান,—
জটুলের চিহ্ন কারো রহে বিদ্যমান,
কিংবা যার দেহে নিম্ন জত্রু দৃষ্ট হয়,
অথবা সে চিহ্ন যদি অস্থিলগ্ন রয়,

দরিদ্র সে হবে ; কিন্তু উচ্চ জঙ্ঘমান্
ভোগী হইবেক, আর স্থূলে ধনবান্ ॥

নখে পুষ্প (শ্বেতবর্ণ বিন্দু) চিহ্নে রমণী স্বেচ্ছাচারিণী ও পুরুষ দুঃখী।

৩০৯। নখেষু বিন্দবঃ শ্বেতাঃ প্রায়ঃ স্যুঃ স্বৈরিণীস্ত্রিয়াঃ।
পুরুষা অপি জায়ন্তে দুঃখিনঃ পুষ্পিতৈর্নখৈঃ ॥

যে নারীর নখসমূহে শ্বেতবর্ণ বিন্দু দৃষ্ট হয়, সে স্বেচ্ছাচারা কুলটা হইবে ; পুরুষের নখে পুষ্প-চিহ্ন থাকিলে, সে ব্যক্তি দুঃখী হয় ॥৩০৯

৩০৯। নখে শ্বেতবর্ণ বিন্দু ধরে যেই নিতম্বিনী
প্রায়শঃ কুলটা সেই হবে স্বেচ্ছাবিহারিণী ;
যদি কোন পুরুষের নখে পুষ্প-চিহ্ন রয়
দরিদ্র সে হতভাগ্য হইবেক সুনিশ্চয় ॥

মানবের রাজত্বসূচক আঁচিল চিহ্ন।

৩১০। ভ্রুবোরন্তে ললাটে বা মশকো রাজসূচকঃ ॥

ভ্রূর শেষভাগে অথবা ললাটতটে মশক (আঁচিল) থাকিলে, উহা রাজত্ব-সূচক চিহ্ন বলিয়া মনে করিতে হইবে ॥৩১০

৩১০। ভ্রূযুগল-প্রান্তভাগে কিংবা ভালতটে যাঁর,
মশকের চিহ্ন রহে তিনি রাজা বসুধার ॥

দুই পুত্র ও চারি কন্যা প্রসবকারিণী রমণীর তিল চিহ্ন।

৩১১। যস্যা দক্ষিণবক্ষোজে ভবেৎ তিলকলাঞ্ছনম্।
কন্যাচতুষ্টয়ং সূতে সূতে সা চ সুতদ্বয়ম্॥ *

যে রমণীর দক্ষিণস্তনে লোহিতবর্ণ তিল-চিহ্ন থাকে, সে চারিটি কন্যা এবং দুইটি (মতান্তরে তিনটি) পুত্র প্রসব করিবে॥৩১১

৩১১। দক্ষস্তনে তিল-চিহ্ন যেই সীমন্তিনী ধরে,
চারি কন্যা দুই পুত্র সে নারী প্রসব করে॥

একটি মাত্র পুত্র প্রসবান্তে নারীর বিধবা-সূচক তিলচিহ্ন।

৩১২। তিলকং লাঞ্ছনং শোণং যস্যা বামকুচে ভবেৎ।
একং পুত্রং প্রসূয়াদৌ ততঃ সা বিধবা ভবেৎ॥

যাহার বাম স্তনে তিল অথবা রক্তবর্ণ অন্য কোন চিহ্ন দৃষ্ট হয়, সে নারী প্রথম একটি মাত্র পুত্র প্রসব করিয়া পশ্চাৎ বিধবা হয়॥৩১২

৩১২। বাম স্তনে তিল কিংবা অন্য রক্তচিহ্ন যার,
প্রসবে সে এক পুত্র, কিন্তু পতি মরে তার॥

---

* সুতত্রয়ম্।

রাজমহিষী ও রাজপুত্র-প্রসবকারিণী নারীর তিল চিহ্ন।

৩১৩। গুহ্যস্থ দক্ষিণে ভাগে তিলকং যদি শোভতে।
তদা ক্ষিতিপতেঃ পত্নী সূতে চ ক্ষিতিপং সুতম্॥

যে মহিলার গুহ্যদেশের দক্ষিণ পার্শ্বে তিল চিহ্ন শোভা পায়, সেই ভাগ্যবতী নারী রাজমহিষী হয় এবং তাহার গর্ভে যে পুত্র জন্মে, সেই পুত্রও রাজপদ লাভ করে॥৩১৩

৩১৩। গুহ্যের দক্ষিণভাগে যার তিল চিহ্ন রয়,
সে রাজমহিষী, তার পুত্রও ভূপতি হয়॥

মশক চিহ্নবিশেষে নারী সৌভাগ্যবতী।

৩১৪। বামে কপোলে মশকঃ শোণো মিষ্টান্নদঃ শুভঃ।
তিলকং লাঞ্ছনং বাপি হৃদি সৌভাগ্যকারণম্॥

যে রমণীর বাম কপোলে শোণবর্ণ মশক চিহ্ন দৃষ্ট হয়, সেই শুভচিহ্ন বশতঃ সে চিরদিন মিষ্টান্ন ভোজন করিবে। যাহার বক্ষঃস্থলে তিল বা তাদৃশ কোন চিহ্ন থাকে, সে ভাগ্যবতী হয়॥৩১৪

৩১৪। কপোলের বাম ভাগে লোহিত মশক ধরে,
যে নারী, সে চিরদিন মিষ্টান্ন ভোজন করে।
বক্ষঃস্থলে তিল কিংবা অন্য কোন চিহ্ন যার,
পরম সৌভাগ্য লাভ হয় সেই অবলার॥

রাজমহিষী, বিধবা ও ব্যভিচারিণী নারীর মশক চিহ্ন।

৩১৫। নাসাগ্রে মশকঃ শোণো মহিষ্যা এব জায়তে।
কৃষ্ণঃ স এব ভর্ত্তৃঘ্ন্যাঃ পুংশ্চল্যা বা প্রকীর্ত্তিতঃ॥

যে রমণীর নাসিকার অগ্রভাগে শোণবর্ণ মশক চিহ্ন দৃষ্ট হয়, সে রাজমহিষী হইবে; পরন্তু যদি ঐ মশক-চিহ্ন কৃষ্ণবর্ণ হয়, তাহা হইলে সেই হতভাগিনী নারী বিধবা বা পুংশ্চলী হইবে॥৩১৫

৩১৫। নাসিকার অগ্রভাগে লোহিত মশক যার,
রাজার মহিষী সেই নারীকুল অলঙ্কার।
কিন্তু যদি সেই চিহ্ন কৃষ্ণবর্ণ হয়, তবে
বিধবা অথবা ভ্রষ্টা কুলকলঙ্কিনী হবে॥

তিল কিংবা মশক চিহ্ন বিশেষে রমণী সৌভাগ্যশালিনী ও দরিদ্রা।

৩১৬। নাভেরধস্তাৎ তিলকং মশকো লাঞ্ছনং শুভম্।
মশকস্তিলকং চিহ্নং গুল্‌ফদেশে দরিদ্রকৃৎ॥

যদি কোন রমণীর নাভিদেশের নিম্নভাগে তিল কিংবা মশক চিহ্ন বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে সে সৌভাগ্যশালিনী হইবে। পরন্তু যাহার গুল্‌ফদেশে মশক বা তিল চিহ্ন থাকে, সে দরিদ্রা হইবে॥৩১৬

৩১৬। নাভি-নিম্নে তিল বা মশক চিহ্ন দৃষ্ট হ'লে,
অতীব সৌভাগ্যবতী হয় নারী ভাগ্যবলে।

কিন্তু গুল্‌ফদেশে রয় সেইরূপ চিহ্ন যার,
চিরদিন সেই নারী বহিবেক দুঃখভার ॥

প্রথম গর্ভে পুত্রপ্রসবকারিণী নারীর তিলাদি চিহ্ন।

৩১৭। করে কর্ণে কপোলে বা কণ্ঠে বামে ভবেদ্ যদি।
এষাং ত্রয়াণামেকন্তু প্রাগ্ গর্ভঃ পুত্রদো ভবেৎ ॥

যে রমণীর বাম করে, বাম কর্ণে, বাম কপোলে অথবা বাম কণ্ঠে জত্রু (জটুল), মশক, (আঁচিল) ও তিল এই চিহ্নত্রয়ের মধ্যে কোন একটি চিহ্ন থাকে, সে প্রথম গর্ভে পুত্র প্রসব করিবে ॥৩১৭

৩১৭। দক্ষেতর কপোলে বা কণ্ঠে, কর্ণে, করে,
যেই ভাগ্যবতী নারী জত্রু চিহ্ন ধরে,
অথবা মশক, তিল এ তিন ভিতর,
যে কোন একটি চিহ্ন ধরে শুভকর,
ধরিবে প্রথম গর্ভে পুত্র সে ললনা,
মিথ্যা নহে সামুদ্রিক শাস্ত্রের গণনা ॥

বিবাহের পর দশদিনের মধ্যে পতিঘাতিনী নারীর স্থানবিশেষে তিলাদি চিহ্ন।

৩১৮। নাসাগ্রে দৃশ্যতে যস্যাস্তিলকং মশকোঽপি চ।
কৃষ্ণদন্তা কৃষ্ণজিহ্বা দশাহেন পতিং হরেৎ ॥

যে নারীর নাসাগ্রে তিল চিহ্ন ও মশক চিহ্ন দৃষ্ট হয়, এবং যাহার দন্ত ও জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ, সেই হতভাগিনী নারী বিবাহের পর দশ দিবসের মধ্যেই স্বামীকে বিনাশ করে ॥৩১৮

৩১৮। যাহার নাসাগ্রে তিল চিহ্ন দৃষ্ট হয়,
আর মশকের চিহ্ন সেই স্থানে রয়,
কৃষ্ণবর্ণ দশন ও জিহ্বা হয় যার,
বিবাহান্তে দশ দিনে পতি মরে তার ॥

স্থানবিশেষে তিল চিহ্নে রমণী রাজমহিষী।

৩১৯। তিলকং বামতো যস্যাঃ কুক্ষিদেশে চ জায়তে।
মাষক-সন্নিভং বাপি রাজপত্নী ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥

যে মহিলার বাম কুক্ষিতে মাষসন্নিভ অর্থাৎ মাষকলায়ের ন্যায় তিল চিহ্ন বিদ্যমান থাকে, সে নিশ্চয়ই রাজমহিষী হইবে ॥৩১৯

৩১৯। মাষতুল্য তিল চিহ্ন বাম কুক্ষিদেশে যার,
অবশ্যই সে মহিলা হবে মহিষী রাজার ॥

পতিপ্রিয়া ও পুত্রপৌত্রবতী নারীর তিলচিহ্ন।

৩২০। পার্শ্বে স্যাদ্ দীর্ঘতিলকং যস্যাঃ স্নিগ্ধঞ্চ দৃশ্যতে।
বামহস্তং পতিং প্রাপ্য পুত্রঃ পৌত্রশ্চ বর্দ্ধতে ॥

যে রমণীর পার্শ্বদেশে দীর্ঘাকার ও স্নিগ্ধ (উজ্জ্বল) তিলক চিহ্ন বর্ত্তমান থাকে, সে পতিপ্রিয়তমা ও পুত্র পৌত্রবতী হইবে ॥৩২০

৩২০। পার্শ্বদেশে দীর্ঘতিল চিহ্ন সুচিক্কণ
যে সৌভাগ্যবতী নারী করয়ে ধারণ,

[illegible]

[illegible]

রমণীর বামভাগে অঙ্গবিশেষে তিল চিহ্নে সৌভাগ্যশালিনী।

৩২১। যস্যা গণ্ডেহধরে বামে হস্তে কর্ণে গলে তথা।
মাষকং তিলকং বিন্দ্যাৎ সা কন্যা সুখমেধতে॥

যে কন্যার বামগণ্ডে, অধরের বামভাগে, বাম হস্তে, বাম কর্ণে, গলদেশের বামভাগে মাষকলায়ের ন্যায় তিল চিহ্ন থাকে, সে সুখ-সৌভাগ্যশালিনী হইবে॥৩২১

৩২১। বাম গণ্ডে বাম কর্ণে কিংবা বামাধরে,
গলদেশ-বামভাগে কিংবা বাম করে
মাষকলায়ের ন্যায় তিল চিহ্ন যার,
সে রমণী ভাগ্যবতী ধরণী মাঝার॥

অঙ্গবিশেষে তিলচিহ্নে রমণী সুখভাগিনী।

৩২২। আরক্তং বামকে যস্যাঃ কুক্ষিদেশে চ দৃশ্যতে।
মাষকং তিলকং বামে সা কন্যা সুখভাগিনী॥

যাহার বাম কুক্ষিতে ঈষৎ রক্তবর্ণ মাষকলাই তুল্য তিল চিহ্ন দৃষ্ট হয়, সে রমণী সুখভাগিনী হইবে॥৩২২

৩২২। ঈষৎ লোহিত বর্ণ বামকুক্ষিস্থিত—
মাষতুল্য তিল চিহ্ন সুলক্ষণান্বিত—
ভাগ্যবলে যে রমণী করয়ে ধারণ
ধরা মাঝে সেই সর্ব্বসুখের ভাজন॥

সামুদ্রিক-রহস্যের চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীনবগ্রহেভ্যোনমঃ।

দৈবশান্তি।

(ন চ দৈবাৎ পরং বলম্)

—:০:—

এই পৃথিবীতে রূপ, যৌবন, ধন, মান, স্বাস্থ্য, সম্পদ প্রভৃতি লাভ করিয়া যাঁহারা সুখী ও যশস্বী হইতেছেন, তাঁহারা অনেকেই মনে করেন, স্বীয় প্রতিভা, পরিশ্রম ও বুদ্ধিমত্তাই এতাদৃশ উন্নতির একমাত্র মূল! পক্ষান্তরে যাহাদের অক্লান্ত পরিশ্রম, অদম্য উৎসাহ ও শত প্রকার চেষ্টা পদে পদে ব্যর্থ হইয়া কোনমতেই অভীষ্ট সিদ্ধির দ্বারদেশে উপনীত হইতে পারে নাই, সেই হতভাগ্য ব্যক্তির ভগ্নহৃদয় নৈরাশ্যের বিভীষিকায় নিয়ত ভীত হইয়া, কেবল হা অদৃষ্ট! বলিয়া লক্ষ্যভ্রষ্টজীবনের বৃথাদিন গণিতেছে। একপ্রকার চেষ্টার বিপরীত দুইরকম ফলের কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, যিনি পুরুষকারের জয়জয়কার করিয়া, মেদিনীমণ্ডল মুখরিত করিতেছেন, তিনি ভ্রান্তির মোহজাল হইতে বিমুক্ত নহেন, পরন্তু অদৃষ্টের শতধিক্কারে যাঁহার রসনা নিয়ত কলুষিত হইতেছে, তিনিও প্রকৃত সত্যের অনুসন্ধান পাইয়া স্থিরসিদ্ধান্ত

করিতে পারেন নাই। বিশ্বরাজ্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারণ পরম্পরায় (অভিনিবেশ সহকারে) অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে "দৈবস্যায়ং মহিমা নূলোকে" (উপনিষদ্] ইত্যাদি ঋষিবাক্য নিঃসংশয়িতরূপেই প্রমাণিত হয়।

দৈব যাহার অনুকূল, সুখ, সৌভাগ্য তাহারই সহচর। প্রতিকূল দৈব মহাবল কুঞ্জরকেও গোষ্পদে নিমজ্জিত করিতে দেখা যায়। সেই দৈব কে? ইহা দৈব, অদৃষ্ট, ভাগ্য প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত হইলেও বাস্তবিক তাঁহারা গ্রহদেবতা ভিন্ন অপর কেহই নহেন। গ্রহদেবতাই সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়কারী, ৺ভগবানের প্রভুশক্তির পরিচালক। যেমন রাজার প্রধান কর্ম্মচারিগণ ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে নিযুক্ত থাকিয়া, প্রকৃতিপুঞ্জের উপর শাসনদণ্ড পরিচালন করেন, প্রজাগণ তাহাদের আদেশ লঙ্ঘন করিলে দণ্ডার্হ হয় ও অনুগ্রহপ্রত্যাশী হইতে হইলে প্রধান রাজানুচরের সদয়দৃষ্টি আকর্ষণ করা তাহাদের প্রথম কর্ত্তব্যরূপে পরিগণিত হয়। স্থূলতঃ রাজকর্ম্মচারীরাই প্রজাদের সুখ-দুঃখ-বিধাতা এক-প্রকার মুকুটহীন রাজা। ৺ভগবানের বিশ্বরাজ্যেও প্রায় তাহাই দেখা যায়। গ্রহদেবতাদের সন্তোষবিধান না করিয়া কেহই শ্রেয়োলাভ করিতে পারে না। রাজা রামচন্দ্রের বনগমন, মহারাজ নল, এবং শ্রীবৎসের রাজ্য-চ্যুতি ও দেবরাজ ইন্দ্রের লক্ষ্মীত্যাগ প্রভৃতি কি গ্রহদেবতার কোপের অপরিহার্য্য ফল নহে? যাঁহারা জগতী-

তলে শক্তিমান্ ঈশ্বরতুল্য ব্যক্তি তাঁহারাও গ্রহদেবতার প্রতি-কূলতায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া হাহাকার করিতেছেন। আর আমাদের মত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীটানুকীটের পক্ষে গ্রহবৈগুণ্য উপেক্ষা করা, আর জলে বাস করিয়া কুম্ভীরের সহিত বিবাদ করা দুই-ই সমান।

বর্ত্তমান জড়বিজ্ঞানবাদীপণ্ডিতগণ গ্রহনক্ষত্রাদির সহিত জীব জগতের কি সম্পর্ক এবং গ্রহকর্ত্তৃক আমাদের সুখ, দুঃখ নিয়ন্ত্রিত হয় কি না? এই সকল বিচারকে একপ্রকার বাতুলতা বলিয়াই ঘৃণা করেন। গ্রহপূজা, গ্রহের কবচধারণ ও গ্রহের দান প্রভৃতিকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন সরলবিশ্বাসী নিরীহ লোকদিগকে, প্রতারিত করিবার কৌশল-জালমাত্র বলিয়াই তাহাদের বৈজ্ঞানিকগবেষণার শেষ পরিণতি। তাঁহাদের শিষ্যমণ্ডলীও ঐ ভ্রান্ত কথা কয়টী শুক পক্ষীর মত গলাধঃকরণ করিয়াই সমাজে দিগ্‌বিজয়ী মহাপণ্ডিত সাজিয়া বসেন।

আর্য্যঋষিগণ জীবনকালব্যাপী কঠোর সাধনার ফলে মানবের অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মহাতত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। গ্রহনক্ষত্রাদির সহিত ধরিত্রীর যে অপরিচ্ছেদ্য নিত্য সম্বন্ধ, মানবগণ জন্মাবধি মৃত্যুপর্য্যন্ত প্রতিপদক্ষেপে তাহার অসীমশক্তির আনুগত্য স্বীকার করিতেছে। এ সকলের মূলে যে একটা গভীর সত্য নিহিত আছে, আধুনিক যুবকগণ ইহা স্বীকার করিতে

যেন বড়ই কুণ্ঠিত। কাজেই আজ সংসার এত অশান্তির আগার হইয়া পড়িয়াছে, ঘরে ঘরে রোগ শোক হা হুতাশ ও দারিদ্র্যের ভৈরবী লীলায় বাস্তবিকই সোনার ভারত প্রেত-ভূমিতে পরিণত হইতেছে।

দয়া, ধর্ম্ম, প্রেম, সরলতা এবং স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য সকলই যেন কল্পিত বা আভিধানিক শব্দমাত্রে পর্য্যবসিত হইতেছে। কর্ম্মকোলাহলের ভিতর খদ্যোতলীলা পরিসমাপ্ত করিয়া যাওয়াই যেন মানবজীবনের লক্ষ্য হইতেছে।

পরম কারুণিক পরমেশ্বর কি এইরূপ দুঃখসাগরে জীব-দিগকে নিমজ্জিত করিয়া কৌতুক দেখিবার জন্য পৃথিবীতে জীবসৃষ্টি করিয়াছেন? না আমরা সুখের প্রত্যাশায় দুঃখ-রাশিকে আপনিই বরণ করিয়া লইতেছি: জলভ্রমে মৃগতৃষ্ণি-কার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি, সুতরাং আজ পিপাসায় ছট্‌ফট্ করিতেছি। এইপুণ্যভূমি সামনিনাদিত ভারতবর্ষের প্রতিঘরে ঘরে আধিব্যাধি জরা মৃত্যুর নিত্যলীলা হইতে তোমাকে রক্ষা করিবার জন্য বর্ত্তমান জড়বিজ্ঞান প্রতিনিয়ত কত উপায় উদ্ভাবন করিতেছে, কিন্তু কৈ আজ পর্য্যন্ত একটী পরিবারের ও হৃতস্বাস্থ্য, অভীপ্সিত সুখ ফিরাইয়া আনিতে পারিতেছে না। রোগ হইলে দিগ্‌বিদিগ্ জ্ঞান শূন্য হইয়া ডাক্তার কবিরাজের হাট বসাও সর্ব্বস্ব ঢালিযা দাও। তথাপি তোমার সকল চেষ্টার উপর একটা বিদ্রুপের বিকট হাস্য ছড়াইয়া কৃতান্ত স্বীয় অমোঘ শক্তির পরিচয় দিয়া যাইতেছে, ইহাতেও

কি ভারতবাসীর চৈতন্যোদয় হয় না যে, রোগপ্রতীকারে একমাত্র ডাক্তার কবিরাজের আশ্রয় গ্রহণ করাই সর্ব্বথা করণীয় পন্থা নহে তদ্ভিন্ন সাধারণ ধীশক্তির অগম্য ও মানব প্রযত্নের অনায়ত্ব কোন বিশেষ দৈবঘটনা রহিয়াছে, বর্ত্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞান মানববুদ্ধির অগম্য এই বিষয়ের কোন সংবাদই অবগত নহে, কিন্তু প্রাচীন ঋষিগণ দিব্যদৃষ্টি প্রভাবে বুঝিতে পারিয়া ছিলেন যে, বর্ত্তমান আধিব্যাধির পশ্চাতে ও একটা প্রবহমান কর্ম্মধারা রহিয়া গিয়াছে, উহার মূলোৎপাটন করিতে পারিলেই ক্রমে বিস্তৃত রোগ শোক অকাল মৃত্যুর নিষ্ঠুর হস্ত হইতে জগৎকে রক্ষা করা সম্ভব, অন্যথা কেবল চিকিৎসাদিতে বিশেষ মনোযোগ প্রদানেই নিষ্কৃতি লাভ সম্ভবপর নহে। সঞ্চিত বারিরাশি বন্যার সৃষ্টি করিয়া নিম্নদেশস্থ গ্রাম সমূহের উপর আপতিত হইলে উচ্চ বাঁধ বাঁধিলেই নিরাপদ হওয়া যায় না, যেমন সঞ্চিত জলস্রোতকে অন্যপথে ধাবিত করাই অধিকতর সঙ্গত, তেমন যে আকারে রোগ শোক আমাদের সম্মুখীন হয় তাহার মূলীভূত কারণ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল কালান্তরে গ্রহরূপে মানবের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে সুতরাং সেই মূল কারণের উচ্ছেদ সাধনই একমাত্র নিষ্কৃতির উপায়। স্থূল কথা, গ্রহদেবতাই স্বীয় কর্ম্মফলরূপে জীবকে গ্রহণ করেন বলিয়া উহারা গ্রহ নামে অভিহিত হইয়াছেন। প্রতিনিয়ত জাগতিক এই সকল ব্যাপার দেখিয়া যদি গ্রহগণের অসীমশক্তির পরিচয়সম্বন্ধে এখনও কেহ সন্দিগ্ধ থাকেন,

তাঁহাকে ধরিত্রীর বৃথাভার বই আর কি বলা যাইতে পারে?

গ্রহ প্রতিকূল হইলে মানবের রোগ, শোক, ধনহানি, মনঃপীড়া, বন্ধন প্রভৃতি নানা দুর্গতি হয়, পক্ষান্তরে সেই গ্রহ-দেবতার সন্তুষ্টি বিধান করিতে পারিলে এই সকল বিপদের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া সুদীর্ঘ জীবন, অব্যাহত স্বাস্থ্য, ধন, মান, যশঃ প্রভৃতি লাভ হইতে পারে।

সেই গ্রহদেবতাকে প্রসন্ন করিতে হইলে গ্রহপূজা, গ্রহ-যাগ, নানাবিধ শান্তি, স্বস্ত্যয়ন বিশেষতঃ গ্রহগণের কবচ ধারণই প্রধান উপায়। এই যুগে বিশুদ্ধ ঘৃত প্রভৃতি পূজাযাগের দ্রব্যাদি, তাদৃশ নিষ্ঠাবান্ কর্ম্মঠব্রাহ্মণ প্রভৃতির যোগাযোগ প্রায় সর্ব্বত্র বিরল হওয়ায় কবচধারণই বর্ত্তমান যুগে গ্রহদোষ শান্তির একমাত্র উপায়। সুদূর পল্লীবাসিগণ গ্রহযাগের বা গ্রহপূজার দ্রব্য ও ব্রাহ্মণ সংগ্রহ করিয়া যে গ্রহদেবকে প্রসন্ন করিতে পারেন এরূপ সম্ভাবনা অতি কম। এই জন্য কবচ ধারণ সকলের পক্ষেই হিতকর। কেন না, কবচ শব্দের অর্থ বর্ম্ম অর্থাৎ আচ্ছাদন। যুদ্ধাদির সময়ে শত্রুপক্ষের অস্ত্র শস্ত্র আসিয়া দেহকে যাহাতে ক্ষত বিক্ষত কবিতে না পারে, সেই জন্য যেমন কবচ বা বর্ম্ম ধারণ করা হয়, সেইরূপ সংসারের নানা বিঘ্ন বিপত্তিতে গ্রহগণের কোপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই কবচধারণের ব্যবস্থা। এইপ্রসঙ্গে লিখিত আছে—

যথা শস্ত্র প্রহারাণাং কবচং বিনিবারকং।
তথা দৈবোপঘাতানাং শান্তির্ভবতি কারণম্॥

যোদ্ধাগণ বিপক্ষের শস্ত্র প্রহার হইতে আত্মরক্ষার জন্য যেমন কবচ (শরীর রক্ষক বর্ম্ম) পরিধান করেন, তেমন দৈব প্রতিকূলতায় বিপন্ন ব্যক্তির শান্তিকর্ম্ম বা কবচাদি ধারণই রক্ষার উপায়।

কবচ ধারণের আবশ্যকতা ও ফলশ্রুতি।

তন্ত্রাদি সর্ব্বশাস্ত্রেই কবচ ধারণের বহুপ্রকার ফলশ্রুতি লিখিত আছে। বস্তুতঃ ঐ সকল কথা যে বর্ণে বর্ণে সত্য, উহার প্রমাণের জন্য কাহাকেও বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হয় না। যে সকল রোগ ডাক্তার কবিরাজ বহু চেষ্টাতেও নিরাময় করিতে পারেন নাই, যাঁহারা পুরুষকারকে আশ্রয় করিয়া সর্ব্বপ্রকার চেষ্টাদ্বারাও অভীষ্টবিষয় কি বিদ্যা, কি ধন লাভ করিতে পারেন নাই, এবং গ্রহবৈগুণ্যে যাহাদের সর্ব্বস্ব নষ্ট হইয়াছে, তাহারা কি কবচ ধারণ করিয়া বাঞ্ছিত ফল লাভ করে নাই? সমাজে কি স্ত্রীলোক, কি পুরুষ অনুসন্ধান করিয়া অনেককেই দেখা যায়, যে কবচ ধারণ করিয়া বহু দুরারোগ্যব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। কবচের প্রসাদে কত অপুত্রক পুত্রমুখদর্শন করিয়া আনন্দসাগরে ভাসিতেছে, কত দরিদ্রের পর্ণকুটীর রাজপ্রাসাদে পরিণত হইয়াছে।

কবচের অসীম শক্তির কথা মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায়, দেবরাজ ইন্দ্রকে একদিন স্বর্গ হইতে মর্ত্তে আসিয়া (ব্রাহ্মণবেশে) কর্ণের

হস্তস্থিত অক্ষয় কবচ, নিজপুত্র অর্জ্জুনের জীবনরক্ষাজন্য ভিক্ষা করিয়া নিতে হইয়াছিল।

তবে এই রত্নের প্রতি আধুনিক শিক্ষাভাভিমানী জনগণের এত অনাদর কেন? তাহার উত্তরে দুটী কথাই যথেষ্ট হইবে। (১) প্রথমতঃ এখনকার লোক অনেকেই অনার্য্যভাবে অনুপ্রাণিত; সুতরাং দেববাক্যে, শাস্ত্রবাক্যে ও ঋষিবাক্যে তাহাদের আদৌ বিশ্বাস নাই; এজন্য কবচ ধারণ করা একটা ঘৃণা বা অজ্ঞতার কাজ বলিয়া মনে করে।

(২) দ্বিতীয়তঃ প্রকৃত মন্ত্রবিৎ ক্রিয়াশীল নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ, সমাজে খুব বিরল; তদুপরি কবচ ধারণের উপযোগী বস্তুসমূহের সংগ্রহ করা বড়ই আয়াসসাধ্য ও বহু ব্যয়সাপেক্ষ। অনেকক্ষেত্রেই একটা ঘটেতো আর একটা ঘটে না, এই অবস্থায় যা তা করিয়া একটা কবচ ধারণ করিয়া ফল পাওয়ার প্রত্যাশা করা কাষ্ঠময় পক্ষীর কাকলী-শ্রবণের ন্যায় দুরাশা নয় কি? সুতরাং প্রধানতঃ এই দুইটী কারণই লক্ষ্য করিবার বিষয়। আমরা প্রথমতঃ দ্রব্যগুণের উল্লেখ করিয়া বলিতে পারি, পৃথিবীর সকল বৈজ্ঞানিকগণই একবাক্যে বস্তুর অসীম শক্তি ও শরীরের সহিত বস্তুসমূহের নৈকট্য সম্বন্ধের বিষয় পুনঃপুনঃ স্বীকার করিয়াছেন। বস্তুর সূক্ষ্মতম পরমাণু মানব দেহে রক্তকণিকার সহিত মিশিয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরায় প্রবাহিত হইয়া নানা ব্যাধির বীজাণুকে ধ্বংস করে, সুতরাং যে গ্রহের প্রতিকূলতায় যেরূপ ব্যাধি জন্মিয়া থাকে, ত্রিকালদর্শী ঋষিগণ

তাহার প্রতিকার কল্পে তেমন ঔষধ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে কোনটা ধারণ, কোনটা সেবন, কোনটা প্রলেপ বা মর্দ্দন করিতে হয়। কবচাদিতে ধারণের যোগ্য ঔষধই বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। বর্ত্তমান হোমিওপ্যাথিবিজ্ঞান যে মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, আর্য্যগণ বহুশতাব্দী পূর্ব্বে কবচ ধারণব্যাপারে এই পন্থাই অনুসরণ করিতেন।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধের উচ্চক্রমে মূল ঔষধের ভাগ বিন্দুমাত্র আছে কি না! থাকিলেও উহা অতীন্দ্রিয়; তথাপি এই ভাবের ঔষধ যে কতদূর শরীরের পক্ষে কার্য্যকর, তাহা ভাবিতে গেলে বিস্মিত হইতে হয়! তেমনই একটা বস্তু মাত্র ধারণে তাহার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরমাণু যে ভাবে শরীরের ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া রোগাদি নাশ করে, এই বিস্ময়কর ব্যাপার প্রতিনিয়ত অনেকেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন বটে, কিন্তু কারণ অনুসন্ধানে কয়জনের আগ্রহ লক্ষ্য হয়?

যে গ্রহের প্রতিকূলতায় যে ব্যাধি জন্মে, সেই ব্যাধিনাশক ভেষজ ধারণ বা সেবন, অথবা তদনুকূল রত্নাদি ধারণ করিবার ব্যবস্থা যে আর্য্য ঋষিগণ বহুপূর্ব্বে করিয়া গিয়াছেন, সেই ব্যবস্থার মূলে প্রগাঢ় যুক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। একটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া কথাটা সরল করিবার প্রয়াস পাওয়া যাইতেছে; যথা—রবিগ্রহ প্রতিকূল হইলে সাধারণতঃ শিরঃপীড়া পিত্তদুষ্টি প্রভৃতি রোগের সম্ভাবনা হয়। ভৈষজ্য-গুণপ্রকরণে উক্ত ব্যাধিতে বিল্বমূল ব্যবস্থা আছে। বায়ু-

দোষজব্যাধি প্রায়শঃ শনিগ্রহ দোষে জন্মিয়া থাকে; তৎপ্রতিকারকল্পে শ্বেতবেড়েলার মূল ধারণের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে; বাস্তবিক বায়ুদোষজ ব্যাধির ঔষধে বহুক্ষেত্রেই বেড়েলার মূল আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ চিকিৎসকগণ ব্যবহার করিয়া থাকেন। মঙ্গলগ্রহ রক্তামাশয়াদি বহু ব্যাধির নিদান; অনন্তমূলও সেই সকল ব্যাধির উপশম কল্পে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়; তদনুসারে "জিহ্বাহেভূ'মি পুত্রে" প্রভৃতি বচন অনুসারে অনন্তমূল মঙ্গলের দশায় ধারণের ব্যবস্থা। এইরূপ রত্নাদি ধারণ, কি মাদুলি ধারণও ঐ যুক্তির উপরই ব্যবস্থাপিত হইয়াছে।

কবচ ধারণ বা গ্রহপূজাদ্বারা যে কত শত শত লোক দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়াছেন, উহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে হইলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া পড়ে! একটী প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের স্বীয় জীবনে যাহা ঘটিয়াছে, তাহার একাংশ তদীয় গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া জনসাধারণের সন্দেহ ভঞ্জন করিতে প্রয়াসী হইতেছি।

জ্যোতিষকল্পবৃক্ষ প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী পণ্ডিত প্রবর ৺নারায়ণ চন্দ্র জ্যোতিভূ'ষণ মহাশয় বহুকাল অম্লশূলরোগে ভুগিয়া কঙ্কাল সার হইয়াছিলেন; ডাক্তারি, কবিরাজী বহু চিকিৎসায় ব্যর্থমনোরথ হইয়া তিনি অবশেষে শ্রীশ্রীসূর্য্যদেবের কবচ ধারণ করিলেন একমাসে তাঁহার অম্লশূল রোগ চিরদিনের জন্য উপশমিত হইল।

চব্বিশপরগণার অন্তর্গত ঘোলাপাড়া নিবাসী ৺অভয়াচরণ

বন্দ্যোপাধ্যায় নামক জনৈক ভদ্রলোক বহুপ্রকার ডাক্তারি কবিরাজী চিকিৎসায় ফল না পাইয়া অবশেষে সূর্য্যকবচ ধারণে ক্ষুদ্রকুষ্ঠব্যাধি হইতে সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়াছিলেন।

এইরূপ বহু বহু ঘটনা জ্যোতিষশাস্ত্রের অলৌকিক মহিমার পরিচয় দিতেছে; বাহুল্য ভয়ে বিস্তারিত করা হইল না।

অতঃপর মন্ত্রশক্তির কথা। শব্দশক্তি অতুলনীয়; এই জগৎটাই যেন শব্দের মহিমায় আকৃষ্ট হইয়া আছে, একই বর্ণ বিভিন্নরূপে শব্দের সৃষ্টি করিয়া কেমন মধুর, রৌদ্র, গভীর, কতভাবে মানুষকে উদ্বেলিত করে। শব্দ লহরীর মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডের সুখ, দুঃখ, হাসি, কান্না, জীবন, মরণ সকলেই যেন জড়াজড়ি করিয়া রহিয়াছে, শব্দ শক্তিতে অনন্তকে পর্য্যন্ত ধরা যায়, অসীমকে সসীমের সমরেখায় আনা যায় বলিয়া শব্দ, ব্রহ্মরূপে অভিহিত হইতেছে। ঐ অতীন্দ্রিয় গুণ-সম্পন্ন শব্দগুলি এমন কৌশলে ঋষিগণ বিন্যাস করিয়া গিয়াছেন, যাহার শ্রবণমাত্র দেবতাগণ প্রীত ও আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। পক্ষান্তরে শব্দ ধ্বনিরূপে দৈহিক ব্যোম অংশে মিলিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গে ক্রিয়াশীল হয় ও মানসিক প্রসন্নতা সম্পাদন করে, তজ্জন্যই অনেকস্থলেই কবচরূপ মন্ত্রপাঠে বা শ্রবণে ব্যাধির উপশম হইতে দেখা যায়।

দ্বিতীয় কথা আমরা বহু পরিশ্রম ও জলের মত অর্থব্যয় করিয়া ভারতের পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে ওষধি সংগ্রহ করিয়াছি-

এবং যতদূর সম্ভব প্রকৃত কর্ম্মী ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ দ্বারা পুরশ্চরণ (জপ, হোম, তর্পণ, অভিষেক) পূর্ব্বক যথাশাস্ত্র সুসংস্কৃত করিয়া কবচ প্রস্তুত করা হয়, সুতরাং ইহাতে কোনও রূপ অশাস্ত্রীয় আচার বিরুদ্ধ কৃত্রিমতা সম্ভবপর নহে।

নিম্নে কয়েকটী কবচের নাম ও উহাদের গুণ সম্বন্ধে বিভিন্ন তন্ত্রে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে তাহার একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল। ভক্তি সহকারে যথাশাস্ত্র কবচগুলি ধারণে শুভফল অবশ্যম্ভাবী।

যে হেতু "ন চ দৈবাৎ পরংবলম্" ঋষিগণ সকলেই এক-বাক্যে এই মহাবাক্যের সমর্থন করিয়াছেন, অতএব যাহারা ঋষি বাক্যে শ্রদ্ধাশীল এবং পূর্ব্বজন্ম ও পরলোকের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী, তাহাদের জন্যই আমাদের বিপুল প্রয়াস। কবচ ধারণ শান্তি স্বস্ত্যয়ন ও গ্রহ যাগাদি কর্ম্মের ফল, বিশ্বাসী ও আস্তিক্য বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিই লাভ করিতে পারে। সুতরাং শাস্ত্রে বিশ্বাসী ও শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি নিম্নলিখিত কবচাদির শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রত্যক্ষ করুন।

শ্রীশ্রীসূর্য্য-কবচ।

সূর্য্যদেবের এই কবচ সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদ ; ইহা পাঠে ও ধারণে মানবগণ নানাবিধ দুরারোগ্যব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়া সুস্থশরীরে দীর্ঘকাল সুখে জীবিত থাকে। শ্রীশ্রীসূর্য্যদেবই যে আমাদের একমাত্র নিত্য প্রত্যক্ষ দেবতা তদীয় উপাসকগণ যে আয়ুঃ, আরোগ্য বিজয়লাভ করিয়া পরিণামে অনন্ত সুখের অধিকারী হইবে. তদ্বিষয়ে, আর সন্দেহ কি ?

ব্রহ্মযামলে সূর্য্যকবচের যে সকল অলৌকিক মাহাত্ম্যের কথা উল্লিখিত আছে, তাহা হইতে দুই একটী শ্লোক উদ্ধৃত করা গেল।

"যস্য ত্বচ মহাদেবো গণানামধিপোঽভবৎ।
পঠনাদ্ধারণাদ্বিষ্ণুঃ সর্ব্বেষাং পালকঃ সদা।
এবমিন্দ্রাদয়ঃ সর্ব্বে সর্ব্বৈশর্য্যমবাপ্নুয়ুঃ।

*　　*　　*　　*　　*　　*

শ্রীপ্রদং কান্তিদং নিত্যং ধনারোগ্যবিবর্দ্ধনম্
কুষ্ঠাদিরোগশমনং মহাব্যাধিবিনাশনম্।
ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নিত্যমরোগী বলবান্ ভবেৎ।
ভূর্জ্জপত্রে সমালিখ্য রোচনাগুরুকুঙ্কুমৈঃ।
রবিবারে চ সংক্রান্ত্যাং সপ্তম্যাঞ্চ বিশেষতঃ॥
ধারয়েৎ সাধকশ্রেষ্ঠস্ত্রৈলোক্যবিজয়ীভবেৎ।

সূর্য্যকবচের মহিমা আমি কি বর্ণনা করিব ? দেবাদিদেব মহাদেব ত্রিলোক-পাবন সূর্য্যকবচ ধারণের ফলে গণাধিপতিত্ব লাভ করিয়াছেন। এই কবচ পাঠে এবং ধারণে বিষ্ণু ত্রিলোক-পালক হইয়াছেন এবং ইন্দ্রাদি দেবগণ সর্ব্ব-

প্রকার ঐশ্বর্য্য এবং লোকপালত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

মানবগণ এই কবচ ধারণ করিলে লক্ষ্মী লাভ করিতে পারেন। ইহাতে শারীরিক স্বাস্থ্য নিয়মিত অক্ষুণ্ণ থাকে ও প্রত্যহ ধনবৃদ্ধি হয়। কুষ্ঠ, ভগন্দর প্রভৃতি যে সকল ব্যাধি নিতান্তই দুরারোগ্য, শত চিকিৎসায়ও যাহার উপশম করিতে না পারিয়া যিনি জীবন্মৃত অবস্থায় বৃথা জীবনভার বহন করেন, তিনি যদি বিশ্বাস ও ভক্তিসহকারে সূর্য্য কবচ ধারণ করেন, তবে নিশ্চয়ই ব্যাধির কবল হইতে মুক্ত হইয়া কান্তি-মান্ ও শ্রীমান্ হইতে পারিবেন। কবচের গুণ কত বলিব? ইহা মানুষের কামধেনু—

"বহুনা কিমিহোক্তেন যদযন্মনসি বর্ত্ততে।
তত্তৎ সর্ব্বং ভবত্যেব কবচস্য চ ধারণাৎ॥"

মানবের মনে যে অভিলাষ যখন উদয় হয়, এই কবচ ধারণে তাহাই তৎক্ষণাৎ পূর্ণ হয়। গোরোচনা, অগুরু এবং কুঙ্কুম দ্বারা ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া রবিবার, সংক্রান্তি অথবা সপ্তমী তিথিতে যথাশাস্ত্র শোধন পূর্ব্বক ইহা ধারণ করিলে, সাধক ত্রৈলোক্যবিজয়ী হইতে পারে।

"আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেৎ"

সূর্য্যদেবই আরোগ্য ও স্বাস্থ্যসুখ বিধান করিতেছেন। তাঁহার প্রসাদে নিখিল জগৎ বাঁচিয়া আছে, ওষধিবর্গ তদীয় আলোক হইতেই প্রাণরক্ষী রস সংগ্রহ করিয়া জীবের জন্য সঞ্চিত করিতেছে। ওষধিরূপে, অন্নজলরূপে সূর্য্যদেবের অনন্ত করুণাধারা নিরন্তর জগতে প্রবাহিত হইতেছে; সুতরাং এহেন জগন্মঙ্গলময় সূর্য্যদেবের কবচ ধারণ ও স্তুতি পাঠে সহজ ও আগন্তুক সর্ব্বপ্রকার দুঃসাধ্য ব্যাধি যে অচিরাৎ প্রশমিত হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? প্রসিদ্ধ ময়ূরক কবি সূর্য্যশতক রচনা করিয়া

করাল কুষ্ঠব্যাধির কবল হইতে আত্মাকে রক্ষা করেন, ইহা সর্বজন বিদিত।

সংস্কার ও পূজাদি করা সাধারণ কবচ ৩৵০।
পুরশ্চরণ সিদ্ধ প্রতিষ্ঠিত কবচ ১৩৵০।

শ্রীশ্রীশনি-কবচ।

গ্রহরাজ শনি দেবের কোপ যে কি ভয়ঙ্কর, যাঁহারা জীবনে শনির দশা ভোগ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে কি ভাবে পুরুষার্থকে দলিত ও মথিত করিয়া মানবের সুখ, সৌভাগ্য, মান মর্য্যাদা, বিদ্যা, বুদ্ধি, বল, ধন, জন সকল নষ্ট করিয়া ফেলে।

শ্রীবৎস-নল রামাদ্যা যস্য কোপ-নিপীড়িতাঃ।
দুঃখিতাশ্চ পুনর্যস্য সন্তোষাল্লব্ধসম্পদঃ।

পূর্ণব্রহ্মাবতার রাজা রামচন্দ্র শনির কোপে পড়িয়া বনে বনে ভ্রমণ করিয়া কতই না যাতনা ভোগ করিয়াছেন। মহারাজ নল শনিদেবের প্রতিকূলতায় কুক্ষণে দ্যূতক্রীড়ায় আহূত হইলেন। ঐ ক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া রাজ্য, ধন, বন্ধু, বান্ধবহীন হইয়া অনশনে—অর্দ্ধাশনে বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছেন, অবশেষে প্রাণাধিকা প্রিয়তমা দময়ন্তীকে পর্য্যন্ত হারাইয়াছিলেন। সুতরাং শনিকোপ হইতে অব্যাহতি পাইবার একমাত্র উপায় শনি-কবচ ধারণ। এতদ্বিষয়ে সাধুসঙ্কলিনী তন্ত্রে দেবাদিদেব মহাদেব বলিয়াছেন।

"শনৈশ্চরস্য কবচং ত্রৈলোক্যমঙ্গলপ্রদম্।
পঠিত্বা ধারয়িত্বা চ শনেঃ পীড়ানিবারণম্।
পুত্রার্থী লভতে পুত্রং ধনার্থী ধনবান্ ভবেৎ।
শত্রুনাশকরঞ্চৈব সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদম্॥"

[illegible] পণ্ডিত শ্রীবসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য জ্যোতির্ভূষণ,
[illegible]জ্যোতির্বিদ্যারত্ন, তন্ত্রভারতী, বিদ্যাভূষণ, এফ্, টি, এস্।

মহাদেব বলিলেন, ত্রিভুবনের মঙ্গলপ্রদ শনিকবচ পাঠ ও ধারণ করিলে, শনির কোপ দূর হয় এবং সর্ব্বপ্রকার রোগ নিবারণ হয়। এই কবচ ধারণে পুত্রার্থী পুত্রলাভ করে, ধনার্থী ধনবান্ হয় এবং শত্রুনাশ ও সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট পূর্ণ হয়।

সংস্কার ও পূজাদি করা সাধারণ কবচ ৭।।০।
পুরশ্চরণ সিদ্ধ প্রতিষ্ঠিত কবচ ২৮।৵০।

শ্রী শ্রীরাহু কবচ।

(স্বাস্থ্য, ধন, মান, কান্তি, ও পুষ্টিলাভের উপায়)

"স্বর্ভানু কবচং দেবি মহাতেজঃপ্রদং শুভম্।
সৈংহিকেয়স্য কবচং ধারণাদ্ বরবর্ণিনি।
মহাবীরোঽতিবলবান্ মল্লবিদ্যাবিশারদঃ।
করিকুম্ভধারণায় শক্তিভবতি পার্ব্বতি॥"

সাধুসঙ্কলিনী তন্ত্রে মহাদেব বলিয়াছেন—হে মহাদেবি, রাহুর কবচ সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলজনক এবং মহাতেজঃপ্রদ, এই কবচ ধারণ করিলে মহাবীর, বলবান্ ও মল্লবিদ্যায় বিশারদ হয়। এমন কি, বলে হস্তীকে পর্য্যন্ত পরাভূত করিতে পারে।

"কবচেনাবৃতো যোহি রণমধ্যে বিশেন্মুদা।
বহ্নি-বায়ু সমঃ শত্রুস্তদা জিতো ন সংশয়ঃ॥"

রাহুকবচে দেহ সুরক্ষিত করিয়া যিনি আনন্দে সংগ্রামক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, তিনি অগ্নি ও বায়ুদেবের মত প্রবল শত্রুকেও পরাজয়

করিতে পারেন। অর্থাৎ রাহু যেমন শক্তিমান্ তাঁহার কবচ ধারণ করিলে ও মানুষের তাদৃশী শক্তি জন্মে। রোগ, শোক, বার্দ্ধক্য কবচ-ধারী ব্যক্তির কাছেই ঘেঁসিতে পারে না। সে নিরন্তর আনন্দিত ও সুস্থ থাকে। বিশেষতঃ অশুভ রাহুর গোচরে বা দশায় ইহা ধারণে শুভফল অবশ্যম্ভাবী।

সংস্কার ও পূজাদি করা সাধারণ কবচ ৪।।৵০।
পুরশ্চরণ সিদ্ধ প্রতিষ্ঠিত কবচ ১৯।।৵০।

শ্রীশ্রীশ্যামা-কবচ।

ভৈরব্যুবাচ—

কালীপূজা শ্রুতা নাথ ভাবাশ্চ বিবিধাঃ প্রভো।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি কবচং পূর্ব্বসূচিতম্।

ভৈরব উবাচ।

রহস্যং শৃণু বক্ষ্যামি ভৈরবি প্রাণবল্লভে।
শ্রীজগন্মঙ্গলং নাম কবচং মন্ত্রবিগ্রহম্।
পঠিত্বা ধারয়িত্বা বা ত্রৈলোক্যং মোহয়েৎ ক্ষণাৎ।
নারায়ণোঽপি যদ্ধৃত্বা নারীভূত্বা মহেশ্বরম্।
যোগেশং ক্ষোভমনয়দ্ যদ্ধৃত্বাচ রঘূদ্বহঃ।
বরদৃপ্তান্ জঘানৈব রাবণাদি-নিশাচরান্।
যস্য প্রভাবাদীশোঽহং ত্রৈলোক্যবিজয়ী প্রভুঃ।
ধনাধিপঃ কুবেরোঽপি সুরেশোঽভূচ্ছচীপতিঃ।

এবংহি সকলা দেবাঃ সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরাঃ প্রিয়ে ॥
ভূর্জ্জে বিলিখিতঞ্চৈতৎ স্বর্ণস্থং ধারয়েদ্ যদি।
শিখায়াং দক্ষিণে বাহৌ কণ্ঠে বা ধারয়েদ্ যদি।
ত্রৈলোক্যং মোহয়েৎ ক্রোধাৎ ত্রৈলোক্যং চূর্ণয়েৎ ক্ষণাৎ।
পুত্রবান্ ধনবান্ শ্রীমান্ নানাবিদ্যানিধির্ভবেৎ।
ব্রহ্মাস্ত্রাদীনি শস্ত্রাণি তদ্‌গাত্রস্পর্শনাত্ততঃ।
নাশমায়াস্তি যা নারী বন্ধ্যা চ মৃতপুত্রিণী।
কণ্ঠে বা বামবাহৌ বা কবচস্য চ ধারণাৎ।
বহ্বপত্যা জীববৎসা ভবত্যেব ন সংশয়ঃ।

ভৈরবতন্ত্রে কালীকল্পে দেবাদিদেব মহাদেব স্বয়ং শ্যামাকবচের অলৌকিক গুণের কথা প্রকাশ করিয়াছেন। ভৈরবী জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভো! আমি কালীর পূজা ও বিধান এবং বীরাদি নানা প্রকার ভাব শ্রবণ করিয়াছি; এখন শ্যামাকবচের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।

ভৈরব বলিলেন—মন্ত্র ও মন্ত্রের দেবতা সংবলিত শ্যামাকবচ তোমাকে বলিতেছি, ইহাই জগতের একমাত্র মঙ্গলকর বলিয়া এই শ্যামাকবচের অপর নাম জগন্মঙ্গল কবচ। এই কবচ পাঠ করিলে কি ধারণ করিলে মানুষ বশীভূত করা কোন ছার ত্রিভুবনকে পর্য্যন্ত বিমোহিত করা যায়। এই যে স্বয়ং বিষ্ণু, তিনিও এই কবচ ধারণ করিয়া মোহিনীরূপে যোগীশ্বর মহাদেবকে বিক্ষুব্ধ করিয়াছিলেন; রঘুকুলশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র ব্রহ্মার বরে অত্যন্ত দৃপ্ত রাবণ প্রভৃতি রাক্ষসদিগকে এই শ্যামাকবচের বলে বিনাশ করিয়াছিলেন। আজ যে আমি ত্রিভুবন-বিজয়ী জগদীশ্বর-রূপে সকলের উপর প্রভুত্ব করিতেছি, তাহাও একমাত্র এই কবচ ধারণের বলে। যে যক্ষরাজ কুবের সকল ধনের অধীশ্বর হইয়াছেন, যে শচীনাথ ইন্দ্র সকল দেবতার উপর প্রভুত্ব করিতেছেন এবং দেবগণ যে সর্ব্বসিদ্ধি

লাভে সমর্থ হইয়াছেন, তাহা এই শ্যামাকবচ ধারণের একমাত্র ফল।

এই কবচ যথাবিধানে মন্ত্রপূত এবং পুরশ্চরণ প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা সুসংস্কৃত করিয়া ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া সোণার কবচে পুরিয়া শিখা বা দক্ষিণ হস্তে অথবা যদি কণ্ঠে ধারণ করে, তবে সেই ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হইলে জগৎ ক্ষণকালের মধ্যে চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে পারে।

এই কবচ ধারণ করিলে পুত্রলাভ ও প্রচুর ধন প্রাপ্তি ঘটে, দেহ নীরোগ ও কান্তিমান্ হয়। মানুষ এই কবচ ধারণে নানা বিদ্যা লাভ করিয়া ধন্য হয়। শত্রু কোনও প্রকারে তাহাকে ধ্বংস করিতে পারে না; এমন কি ব্রহ্মাস্ত্র পর্য্যন্ত তাহার গাত্রস্পর্শ করিতে পারে না।

আর যে নারী বন্ধ্যা অথবা যাহার সন্তান হইয়া বাঁচে না, সে যদি বাম বাহুতে এই কবচ ধারণ করে, তবে তাহার সন্তান লাভ হয় এবং সন্তান যে দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই প্রকার শ্যামাকবচের বহু মহিমা কীর্ত্তন করা হইয়াছে। পুস্তকের কলেবর অত্যন্ত বড় হইয়া পড়ে এই আশঙ্কায় সংক্ষেপে কয়েকটী মাত্র দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখান হইল। একান্ত ভক্তিযুক্ত মনে যথাশাস্ত্র সংস্কার করাইয়া শ্যামাকবচ ধারণ করিলে যে উল্লিখিত ফল লাভ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এমন কি, যে যাহা কামনা করে তাহার তাহাই লাভ হয়। শ্রীশ্রীদক্ষিণাকালিকাদেবী শনিগ্রহের ইষ্টদেবতা; সুতরাং গ্রহেশ্বর শনির দুরন্ত কোপ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে হইলে এই শ্যামাকবচ ধারণ বিশেষ হিতকর।

সংস্কার ও পূজাদি করা সাধারণ কবচ ৪৭।/০।

পুরশ্চরণ সিদ্ধ প্রতিষ্ঠিত কবচ ২৪৭।/০।

শত্রুবশীকরণ শ্রীশ্রীবগলামুখী-কবচ।

বগলামুখী কবচ ধারণ করিলে, মানবের অভীষ্ট ফল লাভ হয়; যে যাহা কামনা করে সে তাহাই প্রাপ্ত হয়। এই কবচের প্রসাদে সাধকগণ অচিরে দশমহাবিদ্যার সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। বগলামুখী কবচ ধারণ করিয়া সকল প্রকার সুখ, ঐশ্বর্য্য; রাজ্য, যশঃ, লাভ তো হয়ই, পরন্তু মানবের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গ ফল প্রাপ্তি ও ঘটে।

রুদ্রযামলে স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব বগলামুখী-কবচের একস্থানে বলিয়াছেন।

"বাণীচ নিবসেদ্বক্ত্রে কমলা নিশ্চলা ভবেৎ।
সর্ব্বেশ্বরযুতো ভূত্বা ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ।
পুত্রবান্ ধনবান্ শ্রীমান্ অন্তে মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ।
বিশেষেণ কিমুক্তেন পঠনাদ্ধারণাজ্জনঃ।
নারয়োঽভিভবেয়ুর্বৈ তস্য শত্রুন্নিকৃন্ততি!"

বগলামুখী কবচ পাঠে কি ধারণে লক্ষ্মী অচলা হইয়া তদীয় গৃহে বাস করেন এবং সরস্বতী তাহার মুখে বিরাজ করেন অর্থাৎ এই কবচধারী বিদ্যা ও ধনের অধিকারী হয় এবং সকল প্রকার ঐশ্বর্য্য লাভ পূর্ব্বক ত্রৈলোক্যবিজয়ী হওয়া যায়। এই কবচের দ্বারা অপুত্রক পুত্রলাভ ও নির্ধন ধনলাভ করে এবং পরলোকে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়! বগলামুখী কবচের মাহাত্ম্য আর কত বর্ণনা করিব? শত্রুগণ কখনও তাহাকে পরাভূত করিতে পারে না। শ্রীশ্রীবগলামুখী দেবী মঙ্গলগ্রহের ইষ্টদেবতা। বিরুদ্ধ মঙ্গলের দশায় এই কবচ ধারণ করিলে যাবতীয় মঙ্গলগ্রহজনিত অমঙ্গল অচিরাৎ দূরীভূত হইয়া যায়।

শ্রীশ্রীমহাকাল-কবচ।

মহাকাল-কবচ ধারণে নরনারী যে কি অমূল্য রত্ন লাভ করিতে পারে, ভাষায় তাহা ব্যক্ত করা অসম্ভব। ভৈরবী তন্ত্রের কয়েকটী প্রমাণ পাঠক পাঠিকাদের নিকট উপস্থাপিত করা গেল; ইহা দ্বারাই বুঝিতে পারিবেন মহাকাল-কবচের কি মাহাত্ম্য—

"তৎ ফলং শৃণু দেবেশি পঠনাদ্ ধারণাদ্ যতঃ
সর্ব্বশাস্ত্রপ্রবেত্তা চ ধনবান্ পুত্রবান্ ভবেৎ॥
রাজদ্বারে শ্মশানে চ বিবাদে ব্যাধিপীড়নে।
যুদ্ধে বিজয়মাপ্নোতি সাধকো নাত্র সংশয়ঃ॥
হরিচন্দন-মিশ্রেণ রোচনা-কুঙ্কুমেন চ।
লিখিত্বা ভূর্জ্জপত্রে চ স্বর্ণস্থং ধারয়েদ্‌যদি॥
যোষিদ্‌বামভুজে চৈব পুরুষো দক্ষিণে ভুজে।
বন্ধ্যাপি লভতে পুত্রং মূর্খো ভবতি পণ্ডিতঃ॥
কাকবন্ধ্যা তু যা নারী ঋতুনষ্টা চ যা প্রিয়ে।
সা চিরাল্লভতে পুত্রং কবচস্য প্রসাদতঃ॥

মহাকাল বলিলেন,—দেবি! মহাকাল-কবচ ধারণের ফল শ্রবণ কর, যাহার দ্বারা মানুষ সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হয়, প্রভূত ধন ও বহু সন্তান লাভ করিয়া থাকে। ভক্ত সাধক রাজদ্বারে (আসামী বা ফরিয়াদীরূপে বিচারালয়ে) শ্মশানে, বিবাদে, ব্যাধিতে এবং যুদ্ধে মহাকাল-কবচ ধারণে বিজয় প্রাপ্ত হয়।

কবচ ধারণের নিয়ম—শ্বেতচন্দন, গোরোচনা, কুঙ্কুমের সহিত মিশ্রিত করিয়া ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া সংস্কার পূর্ব্বক যদি ধারণ করা যায়, তবে বন্ধ্যাও পুত্রবতী হয় এবং মূর্খ ব্যক্তি ও পাণ্ডিত্য লাভ করে। যে সকল নারী কাকবন্ধ্যা (একবার মাত্র সন্তান প্রসব করে) অথবা যাহাদের গর্ভধারণের ক্ষমতা লোপ পাইয়াছে, তাহারা এই কবচ ধারণ করিলে, অচিরেই পুত্রমুখদর্শন করিয়া ধন্য হইতে পারিবে। পুরুষ দক্ষিণ বাহুতে এবং স্ত্রীলোক বাম বাহুতে এই কবচ ধারণ করিবে।

সংস্কার ও পূজাদি করা সাধারণ কবচ—২৩৲।
পুরশ্চরণসিদ্ধ প্রতিষ্ঠিত কবচ—৭৩৲।

শ্রীশ্রীপ্রত্যঙ্গিরা-কবচ।

এই মহাকাল প্রত্যঙ্গিরা কবচের মাহাত্ম্য রুদ্রযামলে স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব শ্রীমুখে কীর্ত্তন করিয়াছেন, ইহা যথাবিহিত সুসংস্কৃত ও পুরশ্চরণাদিদ্বারা শোধিত করিয়া কণ্ঠে ধারণ করিলে, সর্ব্বস্থানে বিজয়, যশঃ ঐশ্বর্য্য ও দীর্ঘায়ু লাভকরা যায়।

এতৎসংবন্ধে রুদ্রযামলের দুই একটি বচন উদ্ধৃত করা হইল। ভগবদ্‌বাক্যের সত্যতা সম্বন্ধে মানবমাত্রেই নিঃসন্দেহ; সুতরাং উহার ফলও শাস্ত্রানুসারে, অবশ্যই লাভ করিতে পারিবেন।

শ্রীশিব উবাচ।—

"রণে রাজকুলে দ্যূতে লিখেত্তস্য জয়ো ভবেৎ
সংগ্রামে সঙ্কটে দুর্গে চৌর-ব্যাঘ্রাদি-পীড়িতে।

প্রান্তরে প্রাণ-সন্দেহে বিষবহ্নিজলেষু চ।
রাজদ্বারে মহাঘোরে বিবাদে বিষমেঽপি চ।
সর্ব্বশত্রুঃ ক্ষয়ং যাতি যাবৎ কণ্ঠে স্থিতং ভবেৎ॥"

এই কবচ লিখিয়া (কণ্ঠে ধারণ পূর্ব্বক) সংগ্রামে প্রবেশ করিলে, নিশ্চয়ই বিজয় লাভ হয়। মোকদ্দমায় অর্থী বা প্রত্যর্থীরূপে (আসামী বা ফরিয়াদী হইয়া) গমন করিয়া নিশ্চয়ই জয়ী হইবে। বিপৎকালে দুর্গমে, চোর ও ব্যাঘ্রাদির উপদ্রবে, প্রান্তরে, প্রাণসন্দেহে, বিষপানে, অগ্নিদাহে বা জলে পতিত হইলে, রাজদ্বারে বিষম বিপদে ও বিবাদে এই কবচের বলে নিশ্চয়ই ত্রাণ পাইতে পারিবে। যাহার কণ্ঠে এ কবচ থাকিবে, তাহার শত্রু সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

সংস্কার ও পূজাদি করা সাধারণ কবচ—৭।।৵০
পুরশ্চরণসিদ্ধ প্রতিষ্ঠিত কবচ ১৭।।৵০।

শ্রীশ্রীনবগ্রহ-কবচ।

মানবের শুভাশুভ যে একমাত্র গ্রহগণের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে, কে ইহা অবগত না আছেন। জন্ম হইতে মৃত্যুপর্য্যন্ত জীবনের ঘটনাবলীর ভিতর গ্রহদেবতার **সর্ব্বব্যাপক** প্রভাব বিরাজিত আছে। নবগ্রহের মধ্যে যে কোন দেবতার অনুগ্রহেই মানুষ অভীপ্সিত ফল লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারে। অপিচ নবগ্রহের অনুকূলতা (সৌভাগ্য বশতঃ) যদি কাহারও জীবনে ঘটে, তবে সে মর্ত্ত্য লোকে যে সর্ব্বসম্পদের অধিকারী হইবে, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি?

পক্ষান্তরে নবগ্রহের যে কোনও এক গ্রহের প্রতিকূলতায় যে কতদূর অনর্থপাত হইয়া থাকে, তাহা বোধ হয় পাঠকদের অবিদিত নহে। তখন সকল গ্রহের কোপদৃষ্টি যে কালাগ্নির মত মানবকে ভস্মীভূত করিবে, তাহাতে সন্দেহ কি? নবগ্রহ-কবচ ধারণ করিলে, মানুষের কি কি ফল লাভ হয়, তাহা শ্রীরুদ্রযামলের দুই একটি বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শিত হইতেছে।

"এতাং রক্ষাং পঠেদ্‌যস্তু অঙ্গং স্পৃষ্ট্বাপি বা পঠেৎ।
সুচিরায়ুঃ সুখী পুত্রী যুদ্ধে চ বিজয়ী ভবেৎ॥
রোগাৎ প্রমুচ্যতে রোগী বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ।
শ্রিয়ঞ্চ লভতে নিত্যং রিষ্টিস্তস্য ন জায়তে॥
যঃ করে ধারয়েন্নিত্যং তস্য রিষ্টির্ন জায়তে।
পঠনাৎ কবচস্যাস্য সর্ব্বপাপাৎ প্রমুচ্যতে॥
মৃতবৎসাচ যা নারী কাকবন্ধ্যাচ যা ভবেৎ।
জীববৎসা পুত্রবতী ভবত্যেব ন সংশয়ঃ॥

শরীরের এক এক স্থান এক এক গ্রহ রক্ষা করিয়া থাকেন। সুতরাং সেই সেই অঙ্গ স্পর্শ করিয়া এই রক্ষা-কবচ পাঠ করিলে দীর্ঘায়ু, সুখী, পুত্রবান ও সংগ্রামে বিজয়ী হইতে পারে। রোগী রোগ হইতে বিমুক্ত হইবে, এবং বন্ধন দশাগ্রস্ত (অর্থাৎ কারাগারে নিপতিত) ব্যক্তি বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবে। এই কবচধারীর গৃহে লক্ষ্মী নিরন্তরবাস করিয়া থাকেন; জীবনে তাহার কোনও রিষ্টিদোষ থাকে না।

শ্রীশ্রীনবগ্রহ দেবের কবচ ধারণ ও পাঠে মানবের কোনও প্রকারে পাপ তাপ আসিতেই পারে না। যে সকল নারীর সন্তান হইয়া বাঁচে না অথবা যাহারা একবার মাত্র প্রসব করিয়া

আর গর্ভধারণ করে না, এই কবচ ধারণ করিলে, তাহাদের যে দীর্ঘায়ু, গুণবান পুত্র জন্মিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কবচ সংস্কারপূর্ব্বক যথাবিধি (নবগ্রহ পূজা, হোম, জপাদি করিয়া) এই কবচ ধারণ করিতে হয়।

সংস্কার ও পূজাদিকরা সাধারণ কবচ—১৭।/০, পুরশ্চরণসিদ্ধ নবরত্ন সহ প্রতিষ্ঠিত মহানবগ্রহ কবচ—৩৪৭।।/০

শ্রীশ্রীনৃসিংহ কবচ।

ব্রহ্মোবাচ।—

স্রষ্টাহং জগতাং বৎস পঠনাদ্ধারণাদ্‌যতঃ।
ভূর্জ্জে লিখিত্বা গুলিকাং স্বর্ণস্থাং ধারয়েদ্ যদি।
কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ নরসিংহো ভবেৎ স্বয়ম্।
কাকবন্ধ্যাতু যা নারী মৃতবৎসাচ যা ভবেৎ॥
জন্মবন্ধ্যা নষ্টপুষ্পা বহুপুত্রবতী ভবেৎ।
কবচস্য প্রসাদেন জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ।
ত্রৈলোক্যং ক্ষোভয়ত্যেব ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ॥

ব্রহ্মসংহিতা।

ব্রহ্মা কহিলেন,—বৎস নারদ! এই নৃসিংহ-কবচের মাহাত্ম্য আমি কি বর্ণনা করিব? এই কবচ ধারণ করিয়া আমি জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়াছি। ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া গুলিকা করিয়া, তৎপরে মন্ত্র-পূত অর্থাৎ শোধনাদি সংস্কার পূর্ব্বক সোণার মাদুলীতে করিয়া নৃসিংহ-কবচ ভক্তি-

পূর্ব্বক কণ্ঠে বা দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিবে। ইহার ফলে মানুষও দেবতুল্য হয়।

যে সকল নারী কাকবন্ধ্যা (অর্থাৎ একবার মাত্র সন্তান প্রসব করে), মৃতবৎসা অর্থাৎ যাহাদের সন্তান হইয়া বাঁচে না এবং জন্মবন্ধ্যা, তাহারা এই কবচ ধারণ করিলে, দীর্ঘজীবী সুপুত্র লাভ করিবেন। নৃসিংহ-কবচ সাধককে জীবন্মুক্ত করে। নৃসিংহ-কবচধারী ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে পৃথিবী সংক্ষুব্ধ করিতে পারে। যে গৃহে বা যে গ্রামে এই কবচ থাকে, সেই গৃহে ভূত, প্রেত, পিশাচ তো কোন দিনই প্রবেশ করিতে পারে না, এমন কি উহারা সেই দেশ হইতেই পলায়ন করে।

ব্রহ্মসংহিতায় সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা দেবর্ষি নারদকে নৃসিংহদেবের এইরূপ মহিমা কীর্ত্তন পূর্ব্বক শ্রবণ করাইয়াছেন। ইহা ধারণ করিলে যে, মানবের অভীষ্ট অচিরেই পূর্ণ হইবে এবং পুত্র, আয়ু ও ধন বৃদ্ধি পাইবে। ইহাতে সন্দেহ নাই।

সংস্কার ও পূজাদি করা সাধারণ কবচ ১৩৷৷/০, পুরশ্চরণসিদ্ধ প্রতিষ্ঠিত কবচ— ৬৩৷৷/০।

শ্রীশ্রীধনদা-কবচ।

এই কবচ ধারণে দীনহীন কাঙ্গালও রাজচক্রবর্ত্তিরূপে সম্মানিত হইয়া থাকে। যাঁহারা ধনার্থী হইয়া কেবল অপরিমিত ক্লেশ স্বীকার করিয়াই মান, মর্য্যাদা, স্বাস্থ্য এমন কি জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াও লক্ষ্মীর করুণা

লাভ করিতে পারেন নাই, তাঁহারা "ধনদা-কবচ" একবার ধারণ করিয়া দেখুন,—প্রতিকূল গ্রহ সুপ্রসন্ন হয় কি না।

বৃহদ্ভূত-ডামরতন্ত্রে ভৈরবী যাহা বলিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ এইস্থানে উদ্ধৃত করা হইল :—

পূজয়িত্বা বিশেষেণ কবচং ধারয়েদ্ যদি।
রক্তেন কুঙ্কুমাক্তেন গোরোচনসুচন্দনৈঃ॥
লিখিত্বা ধারয়েদ্যস্তু স ভবেন্নায়িকাপতিঃ।
রাজা ভবতি রাজ্যার্থী মোক্ষার্থী মোক্ষমাপ্নুয়াৎ॥
যদ্যৎ কাময়তে মর্ত্ত্যস্তৎক্ষণেনাপি লভ্যতে।
ধনং বহুবিধং সৌখ্যং রাজত্বঞ্চ দিনে দিনে।
প্রাপ্নোতি সাধকেন্দ্রশ্চ কবচংসর্ব্বসিদ্ধিদম্॥

পুরশ্চরণাদি দ্বারা যথাশাস্ত্র সুসংস্কৃত করিয়া কুঙ্কুম, গোরোচনা ও সুচন্দন একত্র মিশ্রিত করিয়া ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া ধারণ করিবে। ইহাদ্বারা ধনার্থী ধনী হয়, রাজ্যার্থী রাজ্য লাভ করে, এমন কি মোক্ষকামী ব্যক্তি মোক্ষপদ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হয়। ইহা মানবের পক্ষে কল্পবৃক্ষের ন্যায়। মানুষ মনে মনে যাহা চিন্তা করে, এই ধনদাকবচের বলে তাহাই প্রাপ্ত হয়, এবং আয়ুঃ, আরোগ্য, বিজয়, ধন, মান ও যশ, লাভ করিয়া অন্তে মোক্ষপদের অধিকারী হইয়া থাকে।

সংস্কার ও পূজাদি করা সাধারণ কবচ—২৯৷৷৵০ পুরশ্চরণ-সিদ্ধ প্রতিষ্ঠিত কবচ—১২৯৷৷৶০

শান্তি ও রক্ষাকবচ।

এই কবচ ধারণে সূতিকা, গ্রহণী, শ্বেতপ্রদর, রক্তপ্রদর কষ্টরজঃ, বন্ধ্যাত্ব মৃতবৎসা সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের এবং শিশু ও প্রসূতিদিগের পেঁচো, পাঁচ ভূত, প্রেত, ডাইন, দৈত্য প্রভৃতির উপরি দৃষ্টি হওয়া নিরাময় হয়। গর্ভাবস্থায় গর্ভিণীর অঙ্গে কবচ থাকিলে গর্ভনাশ বা গর্ভকষ্টের আশঙ্কা থাকে না। ইহা দ্বারা সন্তান নিরোগী, বলিষ্ঠ, সুশ্রী ও দীর্ঘায়ু হয়! যাহাদের সন্তান হইয়া বাঁচে না, এই অবস্থায় প্রসূতি ও সন্তান উভয়েরই কবচ ধারণ করা আবশ্যক। প্রত্যেক শিশু ও সধবার অঙ্গে এই কল্যাণকর রক্ষাকবচ থাকিলে, কোনও প্রকার অমঙ্গলের আশঙ্কা থাকে না। কটিদেশে ইহা ধারণ করিলে গর্ভিণীদের সুপ্রসব হয়॥

সংস্কার ও পূজাদি করা সাধারণ কবচ—৩।৴০।

পুরশ্চরণ-সিদ্ধ প্রতিষ্ঠিত কবচ—২৯।৶০।

গ্রহশান্তি-কবচ।

মানবের গ্রহবৈগুণ্য উপস্থিত হইলে, অন্নবস্ত্র, অর্থাভাব, দেহপীড়া, মনঃক্ষোভ, কার্য্যের অবনতি বা পণ্ডতা, আশায় নৈরাশ্য, বন্ধু বিচ্ছেদ, উদ্বিগ্নতা, অকালমৃত্যু, অনর্থ, কলহ, স্থায়ি ধনের নাশ, প্রাপ্য অর্থে বঞ্চিত ঋণদায় জড়িত ইত্যাদি নানাপ্রকার অশুভ উপস্থিত হয়।

পক্ষান্তরে গ্রহবৈগুণ্যের প্রতিকার হইলে, মানবের আর্থিক, মানসিক ও দৈহিক সর্ব্বপ্রকার অশান্তি দূরীভূত হইয়া সুখ স্বচ্ছন্দতা, উন্নতি, যশঃ মান, প্রতিষ্ঠা ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

গ্রহশান্তি কবচ ধারণ করিলে অবশ্যই গ্রহবৈগুণ্য দূর হইয়া মানুষের বাঞ্ছিত ফল লাভ হইবে। কেন না, গ্রহদেবতাই মানবের সুখ ও দুঃখের

বিধাতা। গ্রহদেবের প্রতি একান্ত ভক্তিমান্ হইয়া যাহারা গ্রহশান্তি-কবচ ধারণ ও গ্রহশান্তি কবচ পাঠ করে, তাহারা গ্রহদেবের আশীর্ব্বাদে স্বাস্থ্য, ধন, মান, পুত্র, কলত্র লাভ করিয়া অন্তে বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইবে।

সংস্কার ও পূজাদি করা সাধারণ কবচ ৭||৴০।

পুরশ্চরণ সিদ্ধ প্রতিষ্ঠিত কবচ ৩২||৴০।

শ্রীশ্রীমৃত্যুঞ্জয়-কবচ।

নামেও যেমন মৃত্যুঞ্জয়, কাজেও এই কবচ বাস্তবিকই মৃত্যুঞ্জয়; ইহার ফল হাতে হাতে লাভ হইয়া থাকে, এই সম্বন্ধে ভৈরবীতন্ত্রের দুইটি কথা শুনুন,—

শ্রীপার্ব্বতী কহিয়াছেন—

ব্রহ্মাদি দেব-বৃন্দেশ তপোময় জগৎপতে।
যদ্ধৃত্বা পুত্রবান মর্ত্ত্যে নারী পুত্রবতী ভবেৎ।

শ্রীশিবউবাচ—মৃত্যুঞ্জয়স্য কবচং দেবানামপি দুর্ল্লভম্।
কথয়ামি সুরশ্রেষ্ঠে সাবধানাবধারয়।
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা ন ধৃত্বা বামলোচনা।
পুত্রশোকবতী নিত্যং নষ্টপুষ্পা চ সা ভবেৎ।
ভূর্জ্জে বিলিখ্য কবচং শাতকৌম্ভেনবেষ্টয়েৎ।
পূজয়িত্বা যথান্যায়ং ধারয়েৎ কণ্ঠদেশকে।
বায়ুতুল্যবলং লোকে রূপেণ মদনোপমম্।
কুবেরমিব বিত্তাঢ্যং পুত্রং প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্।
বন্ধ্যা বা কাকবন্ধ্যা বা নষ্টপুষ্পা চ যা ভবেৎ।
চিরজীবি-বহ্বপত্যা সা ভবেন্নাত্র সংশয়ঃ।

শ্রীশ্রীপার্ব্বতী বলিলেন—ব্রহ্মাদি দেবগণের অধীশ্বর! তপোময়!

হে জগৎপতে! যাহা ধারণ করিলে মনুষ্য পুত্রবান্ ও নারীগণ পুত্রবতী হয় তাহা বলুন।

মহাদেব বলিয়াছেন—মৃত্যুঞ্জয়-কবচ দেবগণেরও দুর্লভ। মহাদেবি! এই কবচের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতেছি, মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর। নারীগণ এই কবচের মহিমা না জানিয়া এবং ধারণ না করিয়া নিরন্তর পুত্রশোক প্রাপ্ত হইতেছে। ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া স্বর্ণকবচে বেষ্টনপূর্ব্বক শাস্ত্রানুসারে পূজা ও পুরশ্চরণাদি করিয়া কণ্ঠদেশে যদি এই কবচ ধারণ করে, তবে নারীগণ এই কবচের ফলে মার্কণ্ডেয়তুল্য দীর্ঘজীবী, পবনতুল্য বলশালী মদনের ন্যায় সুরূপ, কুবেরতুল্য মহাধনবান্ পুত্রলাভ করিবে। যাহারা কাকবন্ধ্যা (একটি মাত্র সন্তান প্রসব করিয়া যাহারা আর গর্ভধারণ করে না) নষ্টপুষ্পা অর্থাৎ যাহাদের গর্ভধারণ যোগ্য আর্ত্তব নষ্ট হইয়াছে তেমন নারীগণ, ভক্তিসহকারে এই কবচ ধারণ করিলে, বহু সন্তান লাভ করিবে। ইহাতে সন্দেহ নাই। পরন্তু ইহা অকালমৃত্যু নাশের ব্রহ্মাস্ত্র।

সংস্কার ও পূজাদি করা সাধারণ কবচ ১৩।৶০।

পুরশ্চরণসিদ্ধ প্রতিষ্ঠিত কবচ—৪০।৶০।

বংশলাভাখ্য বা বন্ধ্যার ও সন্তানপ্রদ কবচ।

পার্থিব জগতে সুখ, শান্তি, ধন, জন, স্বাস্থ্য যেমন মানবের একান্ত কাম্য, তেমন পারলৌকিক শান্তি অপবর্গ লাভ ও পিতৃপুরুষের জলপিণ্ড দ্বারা তৃপ্তিবিধানও সংসারে চিরবাঞ্ছিত কর্ম্ম। কিন্তু এতদুভয়ই

একমাত্র বংশরক্ষার উপরে নির্ভর করে; যাহার বংশ বিলুপ্ত; তাহার ইহকাল পরকাল কিছুই নাই। অনন্ত ঐশ্বর্য্য ও প্রভূত সম্ভ্রম তদীয় হৃদয়ের শান্তিবিধানে সমর্থ হয় না; কেবল বংশপরম্পরাগত মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবে পিতৃপুরুষের গৌরবময় ভিটাতে শৃগাল কুকুরের বাসস্থান হইবে। স্বর্গগত পিতৃগণ জলপিণ্ডের অভাবে পিপাসায় ক্ষুধায় অভিভূত হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাসে স্বর্গভূমি প্রতপ্ত করিয়া কুলাঙ্গার তনয়ের প্রতি নিয়ত অভিশাপ প্রদান করিবেন। এইরূপ অশান্তির অনলে সেই হতভাগ্যের হৃদয় জ্বলিতে থাকে। অতএব সর্ব্বপ্রকার প্রচেষ্টায় বংশরক্ষা করা কর্ত্তব্য। **মহারাজ দিলীপ, রঘুকুলচূড়ামণি দশরথ প্রভৃতি রাজন্যবৃন্দ** পুত্রকামনায় কত কঠোর ব্রত নিয়ম পালন করিয়াছেন; উহার মূলে পারলৌকিক শান্তি এবং বংশের ধারা অবিচ্ছিন্ন রাখা ভিন্ন আর কিছুই নাই। যাহাদের গ্রহবৈগুণ্যে বংশ বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইতেছে তাঁহারা দৈবানুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া একান্ত ভক্তিপূত হৃদয়ে এই বংশরক্ষা কবচ ধারণ করিলে অচিরাৎ বংশোজ্জ্বলকারী পুত্রমুখ দর্শনে ধন্য হইবেন।

ভৈরবী-তন্ত্রে শিবনারদসংবাদে বংশরক্ষা কবচের যে মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হইল।

ঈশ্বর উবাচ।

বংশলাভাখ্যকবচং দুর্ল্লভং ভুবনত্রয়ে।
যস্য প্রভাবাৎ কমলা লেভে তনয়মুত্তমম্
কামদেবমপর্ণাচ বিনায়কষড়াননৌ।
জয়ন্তমিন্দ্রবনিতা দেবপত্ন্যঃ সুতানপি

মহাদেব বলিয়াছেন; ত্রিভুবনে বংশলাভাখ্য কবচ বড়ই দুর্ল্লভ; **এই কবচের প্রভাবে লক্ষ্মীদেবী কামদেবকে**

পুত্ররত্নস্বরূপে প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। ভগবতী অপর্ণা-ষড়ানন ও গজাননকে পাইয়াছিলেন। দেবেন্দ্রাণী শচীদেবী জয়ন্তকে তনয়স্বরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এবং অন্যান্য দেবীগণও স্ব স্ব বাসনানুরূপ পুত্র লাভ করিয়াছিলেন।

এই কবচ পুরশ্চরণাদি ক্রিয়াদ্বারা যথাশাস্ত্র সংশোধিত করিয়া ধারণ করিলে অবশ্যই পুত্ররত্ন লাভ হইবে।

সংস্কার ও পূজাদি করা সাধারণ কবচ ২৭৷৷৵০।
পুরশ্চরণসিদ্ধ প্রতিষ্ঠিত কবচ ৪৮৭৸৵০।

অপত্য-(পুত্র ও কন্যা) জনক কবচ।

এই পৃথিবীতে প্রভূত ধন সম্পত্তি লোকোত্তর প্রতিভা ও নীরোগ দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াও মানবের সুখের পূর্ণতা সাধিত হয় না; পরন্ত পুত্রমুখ-চন্দ্রমার স্নিগ্ধ কিরণে যে গৃহ আলোকিত হয় নাই, শত বৈভবেও সে গৃহের অপূর্ণতা যেন ভুলাইতে পারেনা। স্নেহময়ী জননী না হইতে পারিলে, নারীজন্ম যেমন বিফল, তেমন সুপুত্রের জনক না হইলে, মানবের ইহলোক শূন্য শূন্য বোধ হয় এবং পরলোকে ও দুস্তর পুন্নাম নরক হইতে ত্রাণ প্রাপ্তির উপায় থাকে না। ঐহিক নিরানন্দ ও পারত্রিক নরক হইতে রক্ষক পুত্রলাভ করিতে একমাত্র অপত্যদ শঙ্করের শরণাপন্ন হইয়া তন্মুখ-কমল-বিনির্গত অপত্যজনক কবচ যথাশাস্ত্র সুসংস্কৃত করিয়া ধারণ করিলে অবশ্যই পুত্র লাভ হইবে।

রুদ্রযামলে শ্রীশ্রীভগবতী পার্ব্বতীর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীমহাভৈরব সদাশিব বলিয়াছেন—

"কথয়ামি শৃণু প্রাজ্ঞে কবচং ব্রহ্মণোদিতম্।
পঠনাদ্ধারণাদ্বাপি লভতে পুত্রমুত্তমম্॥
বন্ধ্যাপি লভতে পুত্রং পতিসৌভাগ্যদায়কম্।
ভূর্জ্জপত্রে সমালিখ্য গন্ধচন্দনকুঙ্কুমৈঃ॥
ধার্য্যং বামকরে নার্য্যা সত্যং সত্যং হি পার্ব্বতি।
ঋতুস্নানং সমাসাদ্য প্রক্ষাল্য কবচং শিবে।
পীত্বাচ তজ্জলং রাত্রৌ বন্ধ্যা পুত্রমবাপ্নুয়াৎ॥

মহাদেব কহিলেন:—এই কবচের মাহাত্ম্য ব্রহ্মা পূর্ব্বেই বলিয়াছেন, তথাপি আমি বলিতেছি শ্রবণ কর, অপত্যজনক কবচ ধারণ বা পাঠ করিলে নারীগণ উত্তম পুত্র লাভ করিতে পারে; বন্ধ্যা রমণীও এই কবচ ধারণে স্বামীর সৌভাগ্য-বর্দ্ধক পুত্রলাভ করিয়া থাকেন। ভূর্জ্জপত্রে গন্ধ চন্দন-কুঙ্কুমের দ্বারা লিখিয়া নারীর বামহস্তে ধারণ করিবে। ঋতুস্নানের পর কবচ ধৌত করিয়া নারী ঐ জল পান করিলে গর্ভবতী হয়।

সংস্কার ও পূজাদি করা সাধারণ কবচ ১৭৵০।
পুরশ্চরণসিদ্ধ প্রতিষ্ঠিত কবচ ১৩৭৷৷৵০।

শ্রীশ্রীমহামৃত্যুঞ্জয় কবচ।

৺শ্রীশ্রীমহামৃত্যুঞ্জয় কবচের অনন্ত গুণের কথা কে অবগত না আছেন। ইহা ধারণ করিলে মানুষের সর্ব্বপ্রকার রোগ দূর হয়। অকালমৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার করিতে ইহার ন্যায় ব্রহ্মাস্ত্র জগতে

আর দ্বিতীয় নাই। এই কবচের প্রসাদে শরীরের আধি ব্যাধি জরা দূরীভূত হইয়া মানবকে কন্দর্পতুল্য শ্রীমান্, ইন্দ্রতুল্য বলশালী, কুবের সদৃশ ঐশ্বর্য্যবান্ করে। এবং অপুত্রকের নিরানন্দ গৃহ অচিরে তনয় শশধরের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় পরিপূর্ণ হয়। তন্ত্রসারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন ৺শ্রীশ্রীমহামৃত্যুঞ্জয় কবচ প্রত্যেক গৃহীরই ধারণ করা উচিত। এই বিষয়ে শ্রীশ্রীমহাদেব স্বয়ং যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

ক্রিয়োড্ডীশমহাতন্ত্রে শ্রীশ্রীশিবপার্ব্বতী সংবাদে একোনবিংশতিতম পটলে শ্রীশ্রীমহাদেব পার্ব্বতীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন।

ইত্থং রক্ষাকরং দেবি কবচং দেবদুর্লভং।
প্রাতর্মধ্যাহ্ন কালেতু যঃ পঠেচ্ছিব সন্নিধৌ।
সোঽভীষ্ট ফলমাপ্নুয়াৎ কবচস্য প্রসাদতঃ।
কবচং ধারয়েদ্‌যস্তু সাধকো দক্ষিণে ভুজে।
সর্ব্বসিদ্ধিকরং পুণ্যং সর্ব্বারিষ্ট বিনাশনম্।
যোগিনীভূত বেতালাঃ প্রেতকুষ্মাণ্ড পন্নগাঃ।
ন তস্য হিংসাং কুর্ব্বন্তি পুত্রবৎ পালয়েৎ সদা।
পঠিত্বাভ্যর্চ্চয়েদ্দেবি যথাবিধি পুরঃসরম্।
লক্ষঞ্চ মূল মন্ত্রস্য পুরশ্চরণমুচ্যতে।
তদ্ধারণে মহাদেবি মৃত্যুরোগ বিনাশনম্।

এবং যঃ কুরুতে মর্ত্ত্যঃ পুণ্যাং গতিমবাপ্নুয়াৎ।
কবচস্য প্রসাদেন মৃত্যোর্মুক্তো ভবেন্নরঃ।
অন্যথা সিদ্ধিহানিঃ স্যাৎ সত্যমেতন্মনোরমে।

শ্রীশ্রীমহামৃত্যুঞ্জয় কবচ সর্ব্বাঙ্গ রক্ষাকারী ইহা দেবগণেরও দুর্লভ। শিবসন্নিধানে যিনি প্রাতে ও মধ্যাহ্নে এই কবচ পাঠ করেন

তিনি সকল প্রকার বাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই পবিত্র কবচ পূজা ও পুরশ্চরণ পূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিলে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। এবং সকল প্রকার অরিষ্ট (ফাঁড়া) নাশ হয়। যোগিণী, ভূত, বেতাল, প্রেতপন্নগাদি তাহাকে হিংসা না করিয়া পুত্রবৎ প্রতিপালন করে। বিধি অনুসারে কবচ পাঠ ও পূজা করিবে। এবং লক্ষ মূল মন্ত্রে ইহার পুরশ্চরণ করিতে হয়। এই কবচ ধারণ করিলে মানুষ অকালমৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা প্রাপ্ত হয় ও পুণ্যগতি লাভ করে। পরন্তু এই কবচের প্রসাদে মৃত্যু পর্য্যন্ত দূরে পলায়ন করিয়া থাকে। মহাদেব বলিয়াছেন হে শিবমনোমোহিনী! ইহা সত্য যে এই কবচ ধারণ না করিলে মানবের সিদ্ধিলাভ হয় না। যথাশাস্ত্র পূজা ও পুরশ্চরণ পূর্ব্বক এই কবচ ধারণ করিতে হয়। **সংস্কার ও পূজাদি করা সাধারণ কবচ ৩৶৵০ ও পুরশ্চরণসিদ্ধ প্রতিষ্ঠিত মহামৃত্যুঞ্জয় কবচ ৮৶৵০।**

শ্রীশ্রীঅক্ষয় কবচ।

মহাভারতে কর্ণের অলৌকিক বীরত্বের কাহিনী সকলেই শুনিয়াছেন। শ্রীশ্রীসূর্য্যদেব প্রদত্ত অক্ষয় কবচ ধারণ করিয়া মহাবীর কর্ণ অপরাজেয় হইয়াছিলেন। সেই অক্ষয় কবচ ধারণ করিলে কি কি ফল লাভ করা যায়, তৎসম্বন্ধে ব্রহ্ম সংহিতা গ্রন্থের ব্রহ্ম নারদ সংবাদের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হইল।

নারদ উবাচ। ইন্দ্রাত্তমরবর্গেষু ব্রহ্মন্ যৎপরমাত্ভুতম্।
অক্ষয় কবচং নাম কথয়স্ব মযি প্রভো।
যদ্ধৃত্বা কর্ণবীরস্ত ত্রৈলোক্য বিজয়ী ভবেৎ।

ব্রহ্মোবাচ। শৃণুপুত্র মুনিশ্রেষ্ঠ কবচং পরমাদ্ভুতম্।
ইন্দ্রাদি দেববৃন্দৈশ্চ নারায়ণ মুখাচ্ছ্রুতম্॥
কবচং ধারয়েদ্ যস্তু সাধকো দক্ষিণে ভুজে।
দেবা মনুষ্যা গন্ধর্ব্বা বশ্যাস্তস্য ন সংশয়ঃ।
যোষিদ্ বামভুজে চৈব পুরুষো দক্ষিণে ভুজে।
বিভৃয়াৎ কবচং পুণ্যং সর্ব্বসিদ্ধিযুতো ভবেৎ।
কণ্ঠে যো ধারয়েদেতৎ কবচং মৎস্বরূপিণম্।
যুদ্ধে জয়মবাপ্নোতি দ্যুতে বাদেচ সাধকঃ।
সর্ব্বথা জয়মাপ্নোতি নিশ্চিতং জন্ম জন্মনি।
অপুত্রো লভতে পুত্রং রোগনাশস্তথা ভবেৎ।
সর্ব্বপাপ প্রমুক্তশ্চ বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি।

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন হে ব্রহ্মন্, ইন্দ্রাদি দেবগণের নিকট অদ্ভুত অক্ষয় কবচের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়াছেন, কর্ণ যাহা ধারণ করিয়া ত্রিভুবনবিজয়ী হইয়াছিলেন। সেই অদ্ভুত কবচের বিষয় আমার নিকটেও বলুন। ব্রহ্মা কহিলেন মুনিশ্রেষ্ঠ, পূর্ব্বকালে নারায়ণের মুখ হইতে এই পরমাদ্ভুত কবচের মাহাত্ম্য যাহা শ্রবণ করিয়াছি তাহা শ্রবণ কর, যিনি অক্ষয় কবচ দক্ষিণ করে (স্ত্রীলোকের বাম করে) ধারণ করেন, দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সর্ব্বভূত তাঁহার বশীভূত হয় এবং তিনি অষ্টসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন। যুদ্ধে, বিবাদে ও ক্রীড়ায় তাহার জয় অনিবার্য্য। এই ব্রহ্মরূপী কবচ যিনি কণ্ঠে ধারণ করিবেন, জন্মে জন্মে তাহার বিজয় অব্যাহত থাকিবে। এই কবচের প্রসাদে অপুত্রক সুপুত্র লাভ করিয়া ধন্য হয়েন। রোগী স্বাস্থ্য লাভ করিয়া থাকেন, মানব এই কবচ ধারণ দ্বারা সকল প্রকার পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া অন্তে বৈকুণ্ঠ-বাসী হয়।

শ্রীশ্রীতারাকবচ।

শ্রীশ্রীতারাদেবীর সর্ব্বকামফলপ্রদ মনোরম কবচের অনন্ত গুণের কথা কাহারও অবিদিত নাই। এই তারা কবচের মাহাত্ম্য কোটিতন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। এই কবচ ধারণ কারী সর্ব্বপ্রকার সুখ সৌভাগ্য লাভ করে এবং সর্ব্ববিধ বিপদ্ হইতে অচিরে মুক্ত হয়। তন্ত্রশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠরত্ন শ্রীশ্রী তারা কবচ প্রত্যেক গৃহীরই ধারণ করা উচিত, এই বিষয়ে তারা কল্পে শ্রীশ্রীমহাদেব ভৈরব শ্রীশ্রীমহাদেবী ভৈরবীকে লক্ষ্য করিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহার কথঞ্চিৎ এই স্থলে উদ্ধৃত করা গেল।

দেব্যুবাচ। তারা পূজাশ্রুতা নাথ বিদ্যাশ্চ সকলাস্তুতঃ।
সাম্প্রতং শ্রোতুমিচ্ছামি কবচং মন্ত্রবিগ্রহম্॥
ত্রৈলোক্য মোহনং নাম সর্ব্বাপদ্বিনিবারকম্।

ভৈরব উবাচ। দেব-দানব-বিদ্যাধ্রক্ পূজিতে প্রাণবল্লভে।
ত্রৈলোক্যমোহনং নাম শ্রূয়তাং কবচং পরম্॥

* * * * *

বেদব্যাসোঽপি যদ্ধৃত্বা সর্ব্বজ্ঞঃ পঠনাদ্যতঃ।
যদ্ধৃত্বা পঠনাদীশস্ত্রৈলোক্য বিজয়ী প্রভুঃ॥
ধনাধিপঃ কুবেরোঽপি দেবাধিপঃ শচীপতিঃ।
যস্য প্রসাদাদীশোঽহং ভৈরবাণাং সুরেশ্বরী॥
ইতি তে কথিতং দেবি গুহ্যাদ্গুহ্যতরং পরম্।
ত্রৈলোক্য মোহনং নাম কবচং মন্ত্র বিগ্রহং॥

ভূর্জ্জে বিলিখ্য গুলিকাং স্বর্ণস্থাং ধারয়েদ্ যদি।
পুরুষো দক্ষিণে বাহৌ যোষিদ্বামভুজে তথা॥
বহুপুত্রবতী নারী পুরুষো ধনপুত্রবান্।
সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভূত্বা বিচরেদ্ভৈরবো যথা॥
তদ্গাত্রং প্রাপ্য শস্ত্রাণি ব্রহ্মাস্ত্রাদীনি ভৈরবি।
মাল্যানি কৌসুমান্যেব ভবন্তি সুখদানি চ॥
তস্য গেহে চিরং লক্ষ্মীর্ব্বাণী বক্ত্রে বসেদ্ধ্রুবং॥

ভৈরব তন্ত্রে তারাকল্পে দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে নাথ! আমি তোমার নিকট তারা পূজা ও তারার বিবিধ মন্ত্র শ্রবণ করিয়াছি, সম্প্রতি মন্ত্রাত্মক তারা কবচ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। এই কবচ ত্রৈলোক্য মোহন নামে বিখ্যাত, এবং সর্ব্বাপদ্-নিবারক। ভৈরব কহিলেন হে প্রাণবল্লভে! তুমি দেব, দানব ও বিদ্যাধরগণ কর্তৃক পূজিতা, তুমি ত্রৈলোক্যমোহন নামক শ্রেষ্ঠ কবচ শ্রবণকর। এই কবচ ধারণ ও পাঠ করিয়া বেদব্যাস সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ করিয়াছিলেন এবং মহাদেব স্বয়ং ইহা ধারণ করিয়া ত্রৈলোক্য বিজয়ীও ত্রিলোকের প্রভু হইয়াছিলেন। আর এই কবচের প্রসাদে কুবেরদেব ধনেশ্বরত্ব ও শচীপতি দেবেন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছিলেন। হে সুরেশ্বরি! যে কবচের প্রসাদে আমি ভৈরবেশত্ব পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছি। হে দেবি! তোমার নিকট অতিগুহ্য ত্রৈলোক্য মোহন নামক মন্ত্রাত্মক এই কবচ কথিত হইল। যদি এই কবচ ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া স্বর্ণ পাত্রে (স্বর্ণ মাদুলীতে) করিয়া পুরুষ দক্ষিণ বাহুতে এবং নারী বাম বাহুতে ধারণ করে, তবে নারী বহু পুত্রবতী এবং পুরুষ ধনবান্ ও পুত্রবান হইতে পারে এবং সর্ব্বসিদ্ধীশ্বর হইয়া ভৈরবের ন্যায় ভূমণ্ডলে বিচরণ করিতে সমর্থ হয়। হে ভৈরবি! এইরূপ কবচ ধারীর অঙ্গে ব্রহ্মাস্ত্রাদি অস্ত্রসমূহ পতিত হইলে কুসুম-গ্রথিত মাল্যের ন্যায় সুখদায়ক হইয়া থাকে; তাহার গৃহে লক্ষ্মী এবং মুখে সরস্বতী সর্ব্বদা বিরাজ করিয়া থাকেন।

এইরূপ তারা কবচের বহুতর মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে, এখানে কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখান হইল। একান্ত ভক্তিযুক্ত মনে যথা-বিধি সংস্কারাদি করিয়া তারা কবচ ধারণ করিলে যে উল্লিখিত ফল লাভ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীশ্রীতারাদেবী বৃহস্পতি গ্রহের ইষ্টদেবতা; সুতরাং সুরাচার্য্য বৃহস্পতির কোপ হইতে অব্যাহতি লাভ ও বৃহস্পতি গ্রহকে সন্তুষ্ট করিতে হইলে এই তারা কবচ ধারণ বিশেষ হিতকর।

সংস্কার ও পূজাদি করা সাধারণ কবচ ৩২।৶০ পুরশ্চরণ সিদ্ধ প্রতিষ্ঠিত সমগ্র জীবনের জন্য মহামূল্য শ্রীশ্রীতারা কবচ ৭৮২॥৴০।

কতিপয় প্রশংসা পত্রের সারাংশ।

১। মিষ্টার এ, এচ্, কামিং ডিষ্ট্রীক্ট এবং সেসন জজ ই, বি এবং আসাম বর্ত্তমানে জজ হাইকোর্ট কলিকাতা (২৭।৭।১২ ইং তারিখে) লিখিয়াছেন। —আমার কপাল দেখিয়া আমার ও আমার একটী পুত্রের জন্ম সন তারিখ ঠিকভাবে বলিয়া দিয়াছেন এবং অন্যান্য গণনায় আমাকে বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছেন।

২। ময়মনসিংহের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার, কলিকাতা হাইকোর্টের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ উকীল ও প্রধান গভর্ণমেণ্ট প্লীডার (বর্ত্তমান জজ হাইকোর্ট) শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী এম-এ বি এল মহোদয় গণনাকার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া লিখিয়াছেন—জ্যোতির্ভূষণ মহাশয়ের জ্যোতিষশাস্ত্রে জ্ঞান ও প্রতিভা দর্শনে তদীয় গুণে আমি নিতান্ত অনুরক্ত হইয়াছি। যে কেহ তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসু হইয়া গেলে প্রশ্ন সমূহের প্রকৃত উত্তর প্রাপ্তিতে নিরতি-

শয় প্রীতি লাভ করিতে পারিবেন ; ইহা দৃঢ়তার সহিত ও স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক আমি বলিতে পারি।

৩। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব রেজিষ্ট্রার ও মাদ্রাজের অবসর প্রাপ্ত একাউন্টেন্ট জেনারেল মিঃ কে, এল, দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন—"জ্যোতিভূ্ষণ মহাশয় হোরা ও সামুদ্রিক শাস্ত্রে অলৌকিক শক্তিশালী। আমি তাঁহার গণনায় বিশেষ সন্তুষ্ট হইলাম।"

৪। কুমিল্লার নবাব শ্রী: শ্রীযুক্ত সৈয়দ হোচ্ছাম হাইদর চৌধুরী মহোদয় গণনাকার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া (৮।৮।১২ ইং তারিখে) লিখিয়াছেন :—আমি অত্যন্ত আনন্দের সহিত লিখিতেছি যে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য জ্যোতিভূ্ষণ মহাশয় জ্যোতিষশাস্ত্রের অশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন পণ্ডিত। তিনি কেবল মাত্র হস্ত রেখা হইতে জন্ম সন, তারিখ ও অন্যান্য অতীত এবং ভবিষ্যদ্ গণনায় অশেষ পারদর্শী তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

৫। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান রেজিষ্টার মিঃ নাজিরুদ্দিন আহাম্মদ এম-এ মহাশয় লিখিয়াছেন,— "আমার বিশ্বাস হস্তরেখা বিচারে একমাত্র জ্যোতিভূ্ষণ মহাশয়ই অদ্বিতীয়।

৬। কুমিল্লার জজকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু কুমুদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল মহাশয় লিখিয়াছেন—জ্যোতিভূ্ষণ মহাশয় আমার কপাল ও হস্তরেখা দেখিয়া ফল যাহা বলিয়াছেন, সমস্তই মিলিয়াছে তজ্জন্য আমি অত্যন্ত প্রীত ও সুখী হইয়াছি।"

৭। ঢাকার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু শীতলাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন—"পণ্ডিত মহাশয়ের গণনায় আমি যথার্থই মুগ্ধ হইয়াছি।"

৮। কলিকাতার জমিদার ও অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু

হরেন্দ্রকৃষ্ণ শীল মহাশয় লিখিয়াছেন—"জ্যোতিভূর্ষণ মহাশয় আমার জন্মতারিখ, সন ও অতীত ঘটনাদি এবং অন্যান্য ঘটনা সুন্দরভাবে মিলাইয়া আমাকে চমৎকৃত করিয়াছেন।"

৯। সুনপুরা, সদিয়া, আসাম হইতে শ্রীযুক্ত বাবু রঘুপতি ভট্টাচার্য্য ওভারসিয়ার মহাশয় লিখিয়াছেন,—"আমার প্রশ্নের সম্পূর্ণ ফল আপনার নির্দ্দিষ্ট সময়েই পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। তজ্জন্য মহাশয়ের নিকট আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ রহিলাম।

১০। মিষ্টার এন্, এন্, ঘোষ, জয়েণ্ট সেক্রেটারী, ই, আই, রেলওয়ে এজেণ্টস্ অফিস (৯এ আর্ল ষ্ট্রীট, বালিগঞ্জ) কলিকাতা হইতে লিখিয়াছেন :—আমি আপনার গণনায় অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। কয়েক মাস পরে আরও ১০০৲ একশত টাকা দিতে প্রতিশ্রুত রহিলাম।

১১। পোঃ নওয়াগড়, মানভূম ওয়েষ্টমাজ্রার কলিয়ারির প্রোপ্রাইটার শ্রীযুক্ত বাবু শিবনাথ রায় মহাশয় লিখিয়াছেন—মহাশয়, আপনার গণনার (২৮।১০।২৮ বঙ্গাব্দের) ফলাফল আমার পক্ষে আশ্চর্য্যরূপে মিলিতেছে। এমন কি প্রত্যেক কথাই আমার বর্ণে বর্ণে মিলিতেছে। তজ্জন্য আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি।

১২। ময়মনসিংহ, জামালপুর শাকচিমেল্ হোষ্টেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত আব্দুল জব্বর খাঁ সাহেব লিখিয়াছেন—"মহাশয় আপনার ভবিষ্যৎ বাণী সফল হইয়াছে, আমি সবরেজেষ্টারী চাকুরী পাইয়াছি, তজ্জন্য অদ্য মণিঅর্ডার যোগে দশ টাকা পাঠাইলাম এবং প্রতি মাসে আপনাকে পাঁচ টাকা করিয়া পাঠাইয়া দিব।"

১৩। সিরাজগঞ্জের প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র লাহিড়ী এম-এ বি-এল মহাশয় লিখিয়াছেন,—"আমার রাশিচক্রের ও গ্রহগণের বাল্য-

বৃত্তাদিভাব বিচারে এরূপ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন যে তাহাতে আমি বিস্মিত হইয়াছি।

১৪। ঢাকার ভূতপূর্ব্ব সবডেপুটী কালেক্টার বর্ত্তমানে কুমিল্লার পশ্চিমগাঁও নবাব ষ্টেটের কোর্ট অব ওয়ার্ডের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র দাস গুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছেন:—আপনি আমার কোষ্ঠী বিচারে যাহা বলিয়াছেন বাস্তবিক আজ ৬ মাস যাবৎ আমি আপনার গণনার যথেষ্ট সত্যতা উপলব্ধি করিতেছি।" ১৩।৮।১৮ ইং।

১৫। পোঃ বেউতিপুর, গ্রাম গদাইপুর, জিলা গাজীপুর, থানা গহমর হইতে শ্রীযুক্ত বাবু সুখলাল কান্দু মহাশয় লিখিয়াছেন—পণ্ডিতজী মহারাজ! আপ ১৯৭৮ সম্বৎ ভাদ্র মহীনামে হাম্ লোক্‌কা যো গণ্‌তি কর দিয়া সো সব ঠিক্ হুয়া। আপ লোক্‌কে উপর হাম্ লোক্‌কা খুব বিশ্বাস হুয়া। হামলোক যো বক্ত কলকত্তা যায়গা সো বক্ত আপ্‌লোককা সাথ মুলাকাৎ করেগা। ১৮।৩।৩০ বং।

১৬। নর্থ লক্ষীপুর, আসাম হইতে শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনেশ্বর তালুকদার মহাশয় লিখিয়াছেন—শ্রীচরণেষু—মহাশয়, আপনার প্রেরিত বাং ৮।৯।৩০ তারিখের প্রশ্নোত্তরে আপনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। যেহেতু আপনার প্রেরিত তিনটী প্রশ্নোত্তরের ফলই আমি সম্পূর্ণ পাইয়াছি। ইতি ২০।৪।২৪ ইং।

১৭। মিষ্টার এস ডবলিউ, উইলিয়মস্, গ্রাণ্ডহোটেল, কলিকাতা হইতে লিখিয়াছেন,—প্রিয় পণ্ডিতজী, গত ১৯২২ সনের ডিসেম্বর মাসে আপনি আমার সম্বন্ধে যে সব ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন তাহা অতি-অদ্ভুত প্রকারে সত্যে পরিণত হইয়াছে।

কবচ সমূহের কতিপয় প্রশংসা পত্র।

শ্যামা, ধনদা ও বগলামুখী কবচের প্রশংসাপত্র

মিঃ পি, সিংহ, উকীল, কলিকাতা হাইকোর্ট হইতে লিখিয়াছেন—শ্রীচরণকমলেষু—মহাশয়, আপনি আমাকে যে "শ্যামা, ধনদা ও বগলামুখী কবচ" ধারণ করিবার জন্য দিয়াছিলেন, তাহা ধারণ করিয়া আমি এক সপ্তাহের মধ্যেই বিশেষ উপকার পাইয়াছি। তজ্জন্য আপনাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলাম। ইতি ২৯।৪।২৪ ইং।

শ্যামা কবচের প্রশংসাপত্র।

পোঃ আলিনগর গোরখপুর বি. এন, ডব্লিউ রেলওয়ে ট্রাভেলিং ইন্স্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু নিতাই চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন—আপনার "কবচ" দ্বারা আমার জীবন দান করিয়াছেন। এ মহোপকারের ঋণ আমি আমার জীবন দিয়াও পরিশোধ করিতে পারিব না। ১৬।১০।২০ বাং

২৪৩, অপার সারকুলার রোড, কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ হাজরা লিখিয়াছেন—মহাশয়! আপনার "শ্যামা কবচ" ধারণ করিয়া আশ্চর্য্যরূপ ফল পাইয়াছি। ইহার পূর্ব্বে আমি বহু ঋণে এবং বহু শত্রু দ্বারা লাঞ্ছিত হইতেছিলাম, আমার পুত্র সন্তান ছিল না, কিন্তু আপনার কবচ ধারণ করিয়া আমি ঋণমুক্ত হইয়াছি ও পুত্র লাভ করিয়াছি ইতি ১৭।৪।২১ ইং

ধনদা কবচের প্রশংসাপত্র।

ম্যানেজার দি পায়নার ক্যাম্ফর ষ্টেট লিমিটেড, মুন্সেফ ডাঙ্গা, পুরুলিয়া, বি, এন, আর, এইচ এল ব্যানার্জ্জি লিখিয়াছেন—আপনার "ধনদা কবচ" ধারণ করিয়া অত্যাশ্চর্য্য ফল পাইয়াছি। অনুগ্রহ করিয়া আর একটী "ধনদা কবচ" আমার বন্ধু মিঃ সেনকে তাহার লিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন ইতি ৭।২।২০ ইং

শনি কবচের প্রশংসাপত্র।

৪৪নং বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীট্ (আহিরীটোলা) কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত বাবু শৈলকুমার ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেন—আপনার "শনি কবচ" ধারণে আমার বিনষ্ট চাকুরী পুনরায় পাইয়াছি। পরন্তু তজ্জন্য আপনাকে অদ্য ১০০৲ একশত টাকা আরও পুরস্কার দিলাম। ১৯।৩।২৩ইং

নৃসিংহ কবচের প্রশংসাপত্র।

জামতাড়া, সাঁওতাল পরগণা হইতে শ্রীযুক্ত বাবু নৃসিংহ প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন—মহাশয়, আপনার প্রেরিত "নৃসিংহ কবচ" প্রাপ্ত হইয়াছি। উহা ব্যবহারে উত্তম ফল পাওয়া গিয়াছে। অনুগ্রহপূর্ব্বক পত্র পাঠ ভিঃ পিঃ ডাকে আপনার পুরশ্চরণ সিদ্ধ "সূর্য্য কবচ" একটী ও "শ্যামা কবচ" একটী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ইতি ২৬।১।৩১ বাং।

নবগ্রহ ও শ্যামা কবচের প্রসংশাপত্র।

৭০ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত বাবু সতীশ চন্দ্র সরকার এম, এ, মহাশয় লিখিয়াছেন—শ্রীচরণেষু—মহাশয়, আপনার "নবগ্রহ ও শ্যামা কবচ" ধারণে আমি অত্যাশ্চর্য্য ফল পাইয়াছি। এমন প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ কবচ আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস ছিল না। ইতি ২৭।৮।৩০ বাং

শ্যামা, নবগ্রহ, নৃসিংহ এবং শনি কবচের প্রশংসাপত্র।

গুজরা, নয়াপাড়া, চট্টগ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্র কুমার রায়, জমিদার মহাশয় লিখিয়াছেন—শ্রীচরণেষু—মহাশয়, আপনার নিকট হইতে শ্যামা কবচ ১টী, নবগ্রহ কবচ ১টী, নৃসিংহ কবচ ২টী এবং শনিকবচ ১টী আনাইয়া বিশেষ উপকার পাইয়াছি। অনুগ্রহপূর্ব্বক ভিঃ পিঃ ডাকে একটী পুরশ্চরণসিদ্ধ "বগলামুখী কবচ" পাঠাইয়া সুখী করিবেন। ইতি ২৮।১।২৪ ইং।

নৃসিংহ ও অক্ষয় কবচের প্রশংসাপত্র।

গ্রাম জয়পুর, পোঃ লোহাগড়া, জেলা যশোহর হইতে শ্রীযুক্ত বাবু হীরালাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন—মহাশয়, আপনার প্রদত্ত "নৃসিংহ কবচ" ও পুরশ্চরণসিদ্ধ "অক্ষয় কবচ" ধারণে অত্যাশ্চর্য্যরূপে সুফল লাভ করিয়াছি। আমি কখনও আশা করি নাই, কবচাদি ধারণে মানুষের ভাগ্য এতই পরিবর্ত্তন হইতে পারে। আপনাকে শত সহস্র ধন্যবাদ।

ধনদা ও শ্যামা কবচের প্রশংসাপত্র।

উমেশ লজ, গয়া হইতে শ্রীযুক্ত বাবু ইন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন—জ্যোতির্ভূষণ মহাশয়; আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিবেন। "ধনদা ও শ্যামা কবচ" যাহা আপনি আমাকে দিয়াছেন, তাহা ধারণে আমি বস্তুতই শুভফল পাইতেছি। ইতি ১৭।৫।২৫ ইং।

বগলামুখী কবচের প্রশংসাপত্র।

পোঃ, গ্রাম আগলা, ঢাকা, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন রায় লিখিয়াছেন—মহাশয়, আপনার "বগলামুখী কবচ" ধারণ করিয়া বিশেষ উপকার পাইয়াছি। আমি আমার আত্মীয় এবং শরীকবর্গ দ্বারা বিশেষভাবে বিপন্ন হইয়াছিলাম। আপনার কবচ ধারণ করিয়া ঐ সকল আত্মীয় শরীকবর্গ দ্বারা ভাল ব্যবহার পাইতেছি। ইতি ২৩।৫।২০ ইং।

সূর্য্য কবচের প্রশংসাপত্র।

পোঃ দীঘলিয়া, সাভরিয়া মাণিকগঞ্জ ঢাকা, শ্রীযুক্ত প্রকাশ চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় লিখিয়াছেন,—আপনার "সূর্য্য কবচ" ধারণ করিয়া আমার বন্ধু প্রমেহ পীড়া হইতে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। অনুগ্রহ পূর্ব্বক আর একটী কবচ পাঠাইবেন। ১৫।৫।১৫ বাং।

নবগ্রহ কবচের প্রশংসাপত্র।

মেকলণ্ড হইতে মিঃ মাইকেল যুঙ্গ লিখিয়াছেন—আপনার "নবগ্রহ কবচ" আমাকে পাগলামি হইতে আরোগ্য করিয়াছে বলিয়া আমি আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাইতেছি। ৫।৪।২৩ইং

জিলা হুগলী, মশাট এম, ই, স্কুলের হেড্ মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকমল দাস মহাশয় লিখিয়াছেন—আপনার "নবগ্রহ কবচ" ধারণে আমি ইংলিশ প্রনান্সিয়েসন্ ইডিয়ম্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি, তজ্জন্য মহাশয়ের শ্রীচরণে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। ৮।১।২৩ ইং

৪৮নং কাজিমহল্লা ষ্ট্রীট্, পোঃ সুধারবাজার, মিরট সিটী হইতে শ্রীযুক্ত রাখালদাস চাটার্জ্জী মহাশয় লিখিয়াছেন—আপনার "কবচ" ধারণে আমার পুত্র ৫০৲ টাকা বেতন চাকুরী পাইয়াছে, তজ্জন্য মহাশয়ের শ্রীচরণে যাবজ্জীবন কৃতজ্ঞ হইয়া থাকিলাম।

বশীকরণ কবচের প্রশংসাপত্র।

ঘোষ লজ, রায়না বর্দ্ধমান হইতে মিঃ এস্, এন্ ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেন—মান্যবরেষু—মহাশয়, আমি আপনাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি যে, আপনি আমাকে যে "বশীকরণ কবচ" দিয়াছেন, তাহা ধারণ করিয়া আমি অত্যাশ্চর্য্যরূপে উপকার পাইয়াছি। ইতি ২।২।২২ ইং

নবগ্রহ কবচের প্রশংসাপত্র।

পোঃ ও গ্রাম জয়রামপুর (নদীয়া) হইতে শ্রীযুক্ত বাবু অরুণেন্দু চক্রবর্ত্তী, বি, এ, মহাশয় লিখিয়াছেন—মহাশয়, আপনার "নবগ্রহ কবচ" ধারণে আমি ১৯২৩ সনের বি, এ, পরীক্ষায় বঙ্গবাসী কলেজ হইতে উত্তীর্ণ ও অন্যান্য বিষয়ে অত্যাশ্চর্য্য ফল লাভ করিয়াছি। ইতি ৩।১০।২৩ ইং

শ্যামা কবচের প্রশংসাপত্র।

নর্থ লক্ষ্মীপুর আসাম হইতে শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনেশ্বর তালুকদার মহাশয় লিখিয়াছেন—শ্রীচরণেষু—মহাশয়, আপনার নিকট হইতে ইতিপূর্ব্বে একটী "শ্যামা কবচ" আনাইয়া কোন একটী ভয়ানক বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি। তজ্জন্য মহাশয়ের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ রহিলাম। ইতি ২৪।৫।২৪ ইং।

নবগ্রহ ও মহামৃত্যুঞ্জয় প্রভৃতি কবচের প্রশংসাপত্র।

দুর্গাগঞ্জ, পূর্ণিয়া হইতে শ্রীযুক্ত বাবু তীর্থানন্দ মিত্র মহাশয় লিখিয়াছেন—মহাশয়, আমি আপনার নিকট হইতে অনেকগুলি কবচ আনাইয়াছি। কবচগুলির ফল অত্যন্ত সন্তোষজনক। অনুগ্রহপূর্ব্বক একটী বগলা কবচ ভিঃ পিঃ ডাকে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

মৃত্যুঞ্জয় ও মহামৃত্যুঞ্জয় কবচের প্রশংসাপত্র।

নোয়াখালী আহাম্মদিয়া হাইস্কুলের অফিসিয়েটিং হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু বি, সি, চক্রবর্ত্তী বি, এ মহাশয় লিখিয়াছেন—আমি আপনার মৃত্যুঞ্জয় ও মহামৃত্যুঞ্জয় কবচের ফল দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। তজ্জন্য আপনাকে বহু ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

Particulars about the price of Kavachas.

In the price-list of our Kavachas, in our Catalogue no 2. and in other advertisements and newspapers there has been affixed a very low price to our Purashcharan Shiddha Kavachas for, owing to a difference in processes of preparing them the price of the same Kavacha varies. So every Kavacha is of two kinds— ordinary and special. Though Purascharana, Japa, Homa and other necessary ceremonies are observed in both of them, yet, in the former, the Kavacha is not prepared by fixing aim at a particular person mentioning his name and gotra. So many of its kind can be prepared together in a comparatively short time (at the time of eclipse etc.) ; while in the latter, puja, japa, homa, tarpana etc. are observed by mentioning the name of a particular person, and one Kavacha only is prepared at a time in order to give the wearer special, unmistakable results. So it takes much more time and causes more labour and expenses. Thus an increase in price of them has been made in this Catalogue after paying special consideration to all the sides of the question. So we request those who are fortunate to have a firm faith in the words of the sages and believe the existence of a previous birth and the next world to pass their whole life in peace and happiness by wearing these our Kavachas to be made with purascharana according to their particular names and gotras.

কবচের মূল্য সম্বন্ধে বিশেষ বক্তব্য।

আমাদের কবচের মূল্য নিরূপণ তালিকায় ২নং ক্যাটালগে ও অন্যান্য বিজ্ঞাপন এবং পত্রিকাদিতে কবচ সমূহের যে স্বল্প মূল্য নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহার কারণ ক্রিয়ার তারতম্য হেতু একই কবচের মূল্যের ইতর বিশেষ হইয়া থাকে, সুতরাং কবচগুলি প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা হয় যথা,— সাধারণ বিধি ও বিশেষ বিধি, সাধারণ বিধিতে পূজা ও জপ হোমাদি পুরশ্চরণের তারতম্য নাই বটে অর্থাৎ উপরি লিখিত দ্বিবিধ কবচে একই রকম ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হয়, কিন্তু সাধারণ বিধিতে ব্যক্তিবিশেষের (নাম, গোত্র উল্লেখপূর্ব্বক) সংকল্পিত ক্রিয়া নাই বলিয়াই একত্র একাধিক কবচের পুরশ্চরণ অল্প সময়ে (গ্রহণাদিতে) হইতে পারে। এই কারণে অপেক্ষাকৃত স্বল্প মূল্যে কবচ বিতরণ করা হয়। বিশেষ বিধিতে বিশেষ ফলপ্রদ ব্যক্তিবিশেষের সংকল্পিত পূজা, জপ, হোম, তর্পণাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, তন্নিবন্ধন সময়, পরিশ্রম ও দ্রব্যাদির ব্যয় অতিরিক্ত লাগে। এইরূপ সকলদিক্ বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিয়াই এই ক্যাটলগে একই কবচের মূল্য বৃদ্ধি করা হইয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্রে ও ঋষিবাক্যে শ্রদ্ধাবান এবং পূর্ব্বজন্ম ও পরলোকের প্রতি দৃঢ়-বিশ্বাসী সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণ এসব মহামূল্য (পৃথক্ ২ নাম গোত্রে পুরশ্চরণ সম্পাদিত) কবচ ধারণ করিয়া সমগ্র জীবন শান্তিতে অতিবাহিত করুন।